অবস্থার কথা সকলে প্রকৃতরূপ জানিতে পারিবেন, এবং কোন বিষয়ে কাহার সন্দেহ বা দ্বেষ থাকিবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি তাহা এ পর্য্যন্ত লিখিলেন না। অতএব আমি এই কর্ম্মে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু ইহাতে আমার যেমন যেমন মানস ছিল তাহা সকল পূর্ণ হইল না, যেহেতু আমাদিগের পুরাবৃত্ত প্রায় নাই, যাহা আছে তাহা অসম্পূর্ণ ও অসত্য গল্প মিশ্রিত, অধিকন্তু তাহা কালসমন্বিত বা ধারাবাহিক নহে। এই সকল বিষয়ের বিরোধ সমন্বয় ও তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া লেখা সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। অতএব পূর্ব্ব-কালের সকল হিন্দু রাজ্যের বৃত্তান্ত বাঙ্গালায় লিখিতে পারিলাম না, কেবল কয়েকটী প্রধান২ রাজ্যের সংক্ষেপ বিবরণ লিখিলাম।

তদ্ভিন্ন পূর্ব্বকালে হিন্দুরা কি প্রকার ছিলেন, কোন্ কোন্ স্থানে রাজ্য ও বসতি করিয়াছিলেন, কি প্রকার রাজ্য শাসন ও বিচারাদি করিতেন, কি প্রকার চলিতেন, কোন্ কোন্ ধর্ম্ম মানিতেন, কি কি বিদ্যা অভ্যাস করিতেন, কোন্ কোন্ শাস্ত্রে নিপুণ ছিলেন, ইত্যাদি যে সকল বিবরণ সঙ্কলন করিতে পারিলাম, তাহা লিখিলাম। ইহাতে পাঠক মহাশয়েরা দেখিবেন, ভারতবর্ষ কেবল প্রাচীন রাজ্য এমত নহে, এই দেশস্থ লোকেরা অতি প্রাচীন কালাবধি সভ্যাগ্রগণ্য

কাদম্বরীলেখক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়া দিয়াছেন, এবং বিদ্যা বিষয়ক প্রস্তাব বর্দ্ধমান প্রদেশের বিদ্যালয়সমূহের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পণ্ডিত মহাশয় এবারে শেষোক্ত প্রস্তাবের কয়েক স্থল বিস্তারিত করিয়া দিয়াছেন।

এই পুস্তক সংশোধিত হইয়া দ্বিতীয়বার
মুদ্রিত হইল।

শ্রীনীলমণি বসাক।

অগ্রহায়ণ,
১২৬৫।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	শুদ্ধ
তাঁহার মৃত্যুর দিবস	১৪	১	তাঁহার জন্মের দিবস

সূচীপত্র।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজশাসন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিষয়

চতুর্থ অধ্যায়।

বিষয়

পঞ্চম অধ্যায়।

ভারতবর্ষে কি প্রকারে লোক বসতি হয়, ও হিন্দু-সন্তানেরা কোথায় কোথায় গমন করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের প্রধান ২ রাজ্যের বিবরণ।

আর্য্যাবর্ত্ত।

সপ্তম অধ্যায়।

দক্ষিণ রাজ্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

ভারতবর্ষের প্রাচীনত্ব।

এই ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ, এবং ইহার প্রাচীনত্ব বিষয়ে কাহার সন্দেহ মাত্র নাই, কিন্তু কত কাল ইহা বর্ত্তমান তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। হিন্দু-শাস্ত্রে লিখিত আছে পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এই ভারত-বর্ষ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারি যুগ বিদ্যমান আছে।

এই চারি যুগের পরিমাণ এতদ্দেশীয় জ্যোতিষ-গণনা-মূলক, তাহা এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে—মনু-ষ্যের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিবারাত্র, এবং ৩৬০ দৈব দিবারাত্রে এক দৈব বৎসর। এই প্রকার ৪০০০ বৎসরে সত্য, ৩০০০ বৎসরে ত্রেতা, ২০০০ বৎসরে দ্বাপর, এবং ১০০০ বৎসরে কলি। এতদ্ভিন্ন প্রতি যুগের প্রথমে যুগপরিমাণের দশমাংশ, ও অন্তে দশমাংশ যুগসন্ধ্যা। উক্ত গণনানুসারে সত্য যুগের

পরিমাণ ৪৮০০ বৎসর, ত্রেতা যুগের পরিমাণ ৩৬০০ বৎসর, দ্বাপর ২৪০০ বৎসর, এবং কলি ১২০০ বৎসর। সর্ব্বশুদ্ধ ১২০০০ দৈব বৎসর। এই ১২০০০ বৎসরে এক মহাযুগ, * এই প্রকার অনেক মহাযুগ গত হইয়াছে। এক এক মহাযুগে ৪৩,২০,০০০ মানব বৎসর, অর্থাৎ সত্যযুগ ১৭,২৮০০০ বৎসর, ত্রেতাযুগ ১২,৯৬০০০ বৎসর, দ্বাপর ৮,৬৪০০০ বৎসর, এবং কলি ৪,৩২০০০ বৎসর। হিন্দু জ্যোতিষ গণনা মতে এক্ষণে সপ্তম মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ মহাযুগের সত্য ত্রেতা দ্বাপর তিন যুগ গত হইয়াছে, এবং কলিযুগের ৪,৩২০০০ বৎসরের মধ্যে (১৭৭৮ শকে) ৪,৯৫৭ বৎসর গত হইয়াছে, ৪,২৭,০৪৩ বৎসর অবশিষ্ট আছে।

এই কথা অসম্ভব বোধ হইতে পারে, বস্তুতঃ পৃথিবীর আয়ুর বিষয়ে আমরা কোন কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। কিন্তু আমেরিকা মহাদ্বীপে নিউ আরলিন্স নামক স্থানে খনি খনন করিতে২ এক কঙ্কাল, অর্থাৎ মনুষ্যের অস্থিময় শরীর, পাওয়া গিয়াছে। ঐ কঙ্কাল যে স্তরে নিহিত ছিল তাহার উৎপত্তির কাল গণনা করিয়া ভূতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন ৫৭০০০

* ৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর। ১৪ মন্বন্তরে এক কল্প। এক এক কল্পে ব্রহ্মার এক দিন।

বৎসর অপেক্ষাও অধিক পূর্ব্বে ঐ স্থানে মনুষ্যের বাস ছিল। ইহাতে বোধ হয় ইহারও পূর্ব্বে পৃথিবীতে মনুষ্য ছিল। অতএব পৃথিবী কত কাল সৃষ্ট হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না।

খৃষ্টিয় মতে যে সময়ে পৃথিবী জলমগ্ন হয়, হিন্দু মতে তাহার কিঞ্চিৎ পর হইতে কলিযুগ আরম্ভ। এই যুগের যে অব্দ চলিয়া আসিতেছে, তদ্দ্বারা নিশ্চয় জানা যাইতেছে ৪৯৫৭ বৎসর এই ভারতবর্ষ হিন্দু-দিগের কর্ম্মভূমিরূপে বর্ত্তমান আছে। ইহার বহু পূর্ব্বা-বধি ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা জাতীয় মনুষ্য বাস করিতেছে, ইহা হিন্দুশাস্ত্র দ্বারা জানা যায়। কিন্তু সময়-নিরূপণ করা কঠিন, এজন্য তদ্বিষয়ে কোন তর্কের আবশ্যকতা নাই।

ভারতবর্ষের আদিপুরুষ।

কোন ২ ইউরোপীয় গ্রন্থকার লেখেন প্রথমতঃ সাইথিয়া হইতে এ দেশে লোকের সমাগম হয়, এবং তাহারা এই ভারতবর্ষের আদি পুরুষ, অর্থাৎ তাহা-দিগের দ্বারা হিন্দুবংশের উৎপত্তি হইয়াছে। এই কথার মূল বোধ হয় এই হইবেক—পুরাণাদি প্রমাণে উপলব্ধি হইতেছে, পৃথিবীপতি প্রিয়ব্রত রাজা জম্বু-দ্বীপের অধিপতি ছিলেন। অগ্নীধ্র প্রভৃতি তাঁহার পুত্রেরা হিমালয়ের উত্তর অন্য ২ বর্ষে বাস করিতেন।

পরে নাভি নামে অগ্নীধ্রের এক সন্তান হিমাহ্ব বর্ষের রাজা হন। সেই হিমাহ্বের পরে ভারতবর্ষ নাম হয়। ইহাও দেখা যায়, নাভির পুত্র ঋষভদেব সুমেরুর নিকটস্থ ইলাবৃত প্রভৃতি বর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন, তৎপরে ভরতের ভারতবর্ষে রাজ্য হয়। এই কারণে প্রথমতঃ হিন্দু রাজাদিগের হিমালয়ের উত্তরে বাস ছিল বোধ হইতেছে। অধিকন্তু সাইথিয়া হইতে লোক আগমনের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঐ দেশে পূর্ব্বকালে যে সকল মনুষ্য বাস করিত তাহাদের আকার প্রকার কতক এই দেশের পূর্ব্বতন লোকের ন্যায় ছিল। কিন্তু এই সকল কথা দ্বারা এ বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে না। সাইথিয়া হইতে আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের এ দেশে আসিবার কথা আনুমানিক মাত্র। শুদ্ধ আকার প্রকারের সাদৃশ্য জন্য তত্রত্য লোকদিগকে এই দেশের আদি পুরুষ বিবেচনা করা যাইতে পারে না।

কোন ২ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাও অনুমান করেন এ দেশের আদিনিবাসী শূদ্র, ব্রাহ্মণেরা ইরাণ-বাসী, তাঁহারা তথা হইতে এ দেশে আসিয়া শূদ্র-দিগকে যুদ্ধে জয় করিয়া এ দেশ অধিকার করেন। এ কথাও আনুমানিক মাত্র, ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই দেশে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ চিরকাল বাস

করিতেছে, ইহা ভূরি ভূরি গ্রন্থে প্রকাশ আছে। বরং ভারতবর্ষের লোকেরা পৃথিবীর অন্য খণ্ডে গিয়া বসতি করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের বংশীয়েরা যবন প্রভৃতি অন্য অন্য জাতি হইয়াছে, ইহার অনেক প্রমাণ আছে, তাহা ক্রমে লেখা যাইবে।

আক্ষেপের বিষয় এই, এই রাজ্যের পুরাবৃত্ত অপ্রাপ্য। পুরাণাদি গ্রন্থে যে সকল প্রাচীন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তাহা ধারাবাহিক বা কালসমম্বয়িক নহে, এবং এই সকল বিবরণ রূপক বর্ণনাতে পরিপূর্ণ, অতএব পর্য্যায় ক্রমে সমুদয় বৃত্তান্ত পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম, মনুষ্যের ব্যবহার ও ব্যবস্থা বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন তদ্দ্বারা এতদ্দেশের প্রাচীন অবস্থা সম্পূর্ণরূপে জানা যায়। শাস্ত্রপুস্তকের মধ্যে বেদ সর্ব্বপ্রধান। এই বেদ বহুকালাবধি এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। ইহার দ্বারা জানা যাইতেছে বিজ্ঞান ও জ্ঞান শাস্ত্রে এদেশীয় লোকেরা বহুকালাবধি পণ্ডিত ছিলেন। ইহা ভিন্ন মনুসংহিতা নামে আর এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে, এই গ্রন্থ অতি প্রাচীন এবং মান্য, তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকের ধর্ম্ম নীতি কর্ম্মকাণ্ড ও অবস্থা উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায়।

ইউরোপীয় লেখকেরা এই দুই গ্রন্থকে অতিনব

বলিয়া লিখিয়াছেন, অর্থাৎ বেদ খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে এবং মনুসংহিতা খৃষ্টাব্দের নয় শত বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই কথার সত্যাসত্য নিশ্চয় করা কঠিন। কিন্তু যদিও ইহা সত্য হয়, তথাপি এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে না যে, হিন্দুরা তৎকালেরই মনুষ্য তাহার পূর্ব্বে ছিলেন না। খৃষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুদিগের যে উৎকৃষ্ট রীতি নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান ছিল তাহা ঐ সময়ে একেবারে উৎকৃষ্টাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, বহুকালে ক্রমে ২ হইয়াছিল। কেননা মনুষ্যের সুনীতি ও সভ্যতা একেবারে হয় না, ক্রমে ২ হইয়া থাকে। অতএব ঐ দুই গ্রন্থের অভিনবত্ব স্বীকার করিলেও, হিন্দুসন্তান-দিগের প্রাচীনত্ব বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাঁহারা বহুকালাবধি বিদ্যমান, ইহা নানা প্রকারে প্রকাশ আছে, তাহা ক্রমে লেখা যাইতেছে।

হিন্দুজাতি।

মনুসংহিতা দ্বারা জানা যাইতেছে এতদ্দেশে প্রথমতঃ চারিমাত্র বর্ণ ছিল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। মনু লিখিয়াছেন এই চারি বর্ণ, ব্রহ্মার চারি অঙ্গ অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা মুখ, ক্ষত্রিয়েরা বাহু, বৈশ্যেরা উরু, এবং শূদ্রেরা চরণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই চাতুর্ব্বর্ণের স্বতন্ত্র ২ কর্ম্ম ছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন

অধ্যাপন যজন যাজন, ক্ষত্রিয়েরা রাজ্যপালন ও প্রজারক্ষণ, বৈশ্যেরা পশুপালন বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম, এবং শূদ্রেরা সেবা ও শুশ্রূষা করিতেন।

ব্রহ্মার চারি অঙ্গ হইতে চারি বর্ণ উৎপত্তির কথা রূপকের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং নিয়ত উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, এই জন্য ব্রহ্মার উত্তম অঙ্গ মুখ হইতে তাঁহাদিগের উৎপত্তির কল্পনা হইয়াছে। ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য পালন ও যুদ্ধাদি ও আর ২ বলের কর্ম্ম করিতেন, এজন্য ব্রহ্মার বলিষ্ঠ অঙ্গ বাহু হইতে তাঁহাদের সৃষ্টি কল্পিত হইয়াছে। বৈশ্যেরা বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম দ্বারা লোকযাত্রা নির্ব্বাহের হেতু হইয়াছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে উরুৎপন্ন কহা গিয়াছে। এবং শূদ্রেরা দাসত্ব করিতেন, এই কারণ তাঁহারা অধমাঙ্গ চরণোৎপন্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছেন।

কিন্তু মনুষ্যসকল প্রথমতঃ একবর্ণ ছিলেন, তাহার পরে স্ব স্ব ব্যবসায় ভেদে বিশেষ বিশেষ বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন, ইহা নানা গ্রন্থে প্রকাশ হইতেছে। মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মে লিখিত আছে এই ব্রহ্মময় জগতে বর্ণের কোন বিশেষ নাই, ব্রহ্মকর্ত্তৃক পূর্ব্বসৃষ্ট মনুষ্যসকল কর্ম্মদ্বারা বর্ণভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কামভোগে প্রিয়, উগ্রস্বভাব, ক্রোধী, সাহসপ্রিয়, রজো-

গুণবিশিষ্ট দ্বিজ সকল স্বধর্ম্মত্যক্ত প্রযুক্ত ক্ষত্রিয় হইলেন। যে সকল দ্বিজ গবী এবং কৃষি হইতে উপজীবিকা সংস্থান করিয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলেন; তাঁহারা বৈশ্য হইলেন। হিংসা মিথ্যা ও কুক্রিয়া লুব্ধ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী অশুদ্ধচিত্ত যে সকল তমোগুণবিশিষ্ট দ্বিজ তাঁহারা শূদ্র হইলেন*। ইত্যাদি প্রমাণে, কর্ম্মভেদে চারি বর্ণের সত্ত্বের তারতম্য হইয়াছিল এমত স্পষ্ট জানা যাইতেছে।

ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণবর্ণোদ্ভব হইলেই ব্রাহ্মণ হইতেন এমন নহে। মহাভারতে লিখিত আছে, সত্য দান ক্ষমা শীল সারল্য তপস্যা এবং করুণাবিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ†। ঐ গ্রন্থের

* ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতক্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥

† সত্যং দানং ক্ষমা শীলমানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

অপর স্থানে লেখে, যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক স্বাধ্যায়ে রত শুচি এবং কাম ক্রোধকে বশীভূত করিয়াছেন সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ *। ঐ গ্রন্থে আরো লিখিত আছে, যে ধর্ম্মজ্ঞ এবং প্রশস্তচিত্ত ব্যক্তি সমুদয় লোককে আত্মতুল্য দেখেন এবং যিনি সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়েন, তাঁহাকে দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন †।

মনু লেখেন ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া যদি জ্ঞান ও ধর্ম্মের অধিকারী না হন তবে তিনি ব্রাহ্মণযোগ্য সম্মান প্রাপ্ত হন না।

মনু আরো লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণেরা স্বীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনে অসমর্থ হইলে গ্রাম নগর রক্ষণাদি ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম করিবেন, যেহেতু সেই তাহার নিকটবর্ত্তী বৃত্তি, এবং স্বীয় বৃত্তি বা ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহে অক্ষম হইলে কৃষি গোরক্ষণ প্রভৃতি বৈশ্যের কার্য্য করিবেন। ক্ষত্রিয় আপন বৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণে অসমর্থ হইলে বৈশ্যের বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। এবং বৈশ্য স্বীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপা-

* জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায়নিরতঃ শুচিঃ।
কামক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

† যস্য চাত্মসমো লোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্বধর্ম্মেষু চ রত স্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

র্জ্জনে অশক্ত হইলে শূদ্রবৃত্তি করিবেন। শূদ্র দ্বিজ-সেবাতে অক্ষম্ হইলে শিল্প কর্ম্ম দারা জীবিকা উপা-র্জ্জন করিবেন। ইহার দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে কর্ম্ম ভেদেই বর্ণ ভেদ হইয়াছে।

ইহাও দেখা যাইতেছে এক এক বংশে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ১ অধ্যায়ে লেখে বৈবস্বত মনুর পুত্র করুষ হইতে মহাবল ক্ষত্রিয় সকল উৎপন্ন হই-লেন। নেদিষ্ঠ নামে মনুর আর এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার পুত্র নাভাগ বৈশ্য হইলেন। এবং পৃষধ্রু নামে মনুর আর এক পুত্র গুরুর সম্পত্তি এক গবী হনন করিয়া-ছিলেন এজন্য তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রকার মনুর কোন পুত্র ক্ষত্রিয়, কোন পুত্র বৈশ্য, কোন পুত্র শূদ্র হইলেন, অবশিষ্ট পুত্রেরা ব্রাহ্মণ থাকিলেন।

মহাভারতীয় হরিবংশ ১১ অধ্যায়ে লেখে নাভা-গারিষ্টের যে দুই পুত্র বৈশ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন। বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ৮ অধ্যায়ে লেখে সুনহোত্রের তিন পুত্র ছিলেন কাশ, লেশ, এবং গৃৎ-সমদ। গৃৎসমদের পুত্র শৌনক, ইহার বংশে চারি বর্ণ উৎপন্ন হয়। বায়ুপুরাণে লেখে গৃৎসমদের পুত্র শুনক, তাঁহার পুত্র শৌনক, তাঁহার বংশে ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণই উৎপন্ন হয়। যাঁহারা বিশিষ্ট কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহারাই দ্বিজ হইয়াছিলেন। মহাভারতীয় হরিবংশ ২৯ অধ্যায়েও এই কথার প্রমাণ আছে। ঐ গ্রন্থে লেখে শুনহোত্রের তিন পরম ধার্ম্মিক পুত্র ছিলেন, কাশ, শল্য এবং গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্রেরা শৌনক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ৮ অধ্যায়ে লেখে ধৃষ্টকেতুর পুত্র বৈণুহোত্র, তাঁহার পুত্র ভার্গ, ভার্গের পুত্র ভার্গভূমি, তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণের উদ্ভব হয়। মহাভারতীয় হরিবংশ ৩২ অধ্যায়ে এই কথার প্রমাণ আছে। ঐ গ্রন্থে লেখে বৎস হইতে বৎসভূমি, আর ভার্গ হইতে ভার্গভূমি জন্মে। ভার্গব বংশোদ্ভব অঙ্গিরসের পুত্রসকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি বর্ণে বিভক্ত হন। এই প্রকার এক এক বংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র চারি বর্ণ হইয়াছিলেন।

আরো, বর্ণানুসারে বর্ণভেদ না হইয়া গুণ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণ ভেদ হইত।

মনু লেখেন, অনিন্দক যে শূদ্র সে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের যে প্রকার আচার অনুষ্ঠান করে, তদ্রূপ অনিন্দিত হইয়া ইহকালে যশঃ ও পরকালে স্বর্গ লাভ করে। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি ইতর হইতেও

শুভ বিদ্যা শিক্ষা করিবেন, অতি অন্ত্যজ জাতি হই-তেও পরম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবেন এবং দুষ্কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিবেন। শূদ্র ব্রাহ্মণপদ প্রাপ্ত হন, এবং ব্রাহ্মণও শূদ্রপদ প্রাপ্ত হন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-সন্তানেরাও এই প্রকার উত্তম বা অধম পদ প্রাপ্ত হন।*

মহাভারতীয় আনুশাসনিক পর্ব্বে লেখে শূদ্র [illegible] কর্ম্ম এবং শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হন, এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয় হন। এই সকল কর্ম্ম করিলে অতি হীন বংশোদ্ভব শূদ্রও আগমসম্পন্ন সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হন। যে অসচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ নানা জাতির অন্ন ভোজন করেন, তিনি ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূদ্র হন। কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধচিত্ত জিতেন্দ্রিয় যে শূদ্র-সন্তান তিনি শুচি ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয় হন। শূদ্রসন্তান যদি শুভ কর্ম্ম এবং উত্তম স্বভাব বিশিষ্ট হন, তবে তিনি দ্বিজ অপেক্ষা নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ।

* যথা যথাহি সদ্বৃত্তমাতিষ্ঠত্যনসূয়কঃ।
তথা তথেমমঞ্চামুঞ্চ লোকং প্রাপ্নোত্যনিন্দিতঃ॥
শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

* শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈব শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ॥

উত্তম কুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ, এবং উত্তমের সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না, যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র সেই ব্রাহ্মণ। চরিত্রের দ্বারাই সকলে ব্রাহ্মণ হয়, শূদ্রও সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের স্বভাব সর্ব্বত্র সমান, অতএব নির্গুণ নির্ম্মল ব্রহ্ম যাঁহার হৃদয়ে অবস্থিতি করেন তিনিই ব্রাহ্মণ *।

এই প্রকার ক্ষত্রিয়েরাও শুভ কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতেন ইহার অনেক প্রমাণ আছে

* এভিস্তু কর্ম্মভির্দ্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥
ব্রাহ্মণোবাপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুৎসৃজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ॥
কর্ম্মভিঃ শুচিভির্দ্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনম্॥
স্বভাবঃ কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ স দ্বিজাতের্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥
ন যোনি র্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতং নচ সন্ততিঃ।
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্তমেব তু কারণম্॥
সর্ব্বোহয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥
ব্রহ্মস্বভাবঃ কল্যাণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ॥
এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণোবা চ্যুতো ধর্ম্মাৎ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥

বিখ্যাত বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়বংশীয় ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। অপ্রতিরথ ক্ষত্রিয়, তাঁহার পুত্র কণ্ব, কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতে কাণ্বায়ন ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাবীর্য্যের পুত্র উরুক্ষয়, তাঁহার তিন পুত্র ত্র্যারুণ পুষ্করিণ এবং কপি, এই তিন জনই পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ হইয়া ছিলেন, বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ১৯ অধ্যায়ে ইহার প্রমাণ আছে। ক্ষত্রিয় দিবোদাসের পুত্র মিত্রযু রাজা ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সোম মৈত্রায়ণ নামে প্রসিদ্ধ হন। সেই হেতু তাঁহার বংশে মৈত্রেয় ব্রাহ্মণ সকল উৎপন্ন হন। মহাভারত হরিবংশ ৩২ অধ্যায়ে ইহার উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বকালে এই প্রকার কর্ম্মভেদে বর্ণভেদ হইত, ব্রাহ্মণের সন্তান হইলে ব্রাহ্মণ হইবেন শূদ্রের সন্তান হইলে শূদ্রই থাকিবেন এপ্রথা ছিল না, যে ব্যক্তি যে-প্রকার কর্ম্ম করিতেন তিনি সেই প্রকার মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইতেন। এক্ষণে এপ্রথা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে, এবং কুলমর্য্যাদা পৈতৃক বিভবের ন্যায় গণ্য হইয়াছে, ব্রাহ্মণের পুত্র অতি দুষ্ক্রিয়াম্বিত হইলেও তিনি পূজনীয়, ক্ষত্রিয়সন্তান ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম করুন বা না করুন তিনি ক্ষত্রিয়, এবং শূদ্র সৎকর্ম্ম করিলেও হেয়।

বর্ণসঙ্কর।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে, ভিন্ন ২ বর্ণের সহিত পরস্পর বিবাহ হইত, তাহাতে নানা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সমান বর্ণের সহিত বিবাহ হইলে তদ্দ্বারা উৎপন্ন পুত্র স্বীয় বর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। অন্য বর্ণে বিবাহ হইলে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কন্যা, কিম্বা ক্ষত্রিয় বৈশ্যের কন্যা, বা বৈশ্য শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিলে, তাহার গর্ভজাত সন্তানেরা ভিন্ন জাতি হইতেন। অন্য প্রকারে বিবাহ হইলেও সন্তানেরা অন্য জাতি প্রাপ্ত হইতেন, তাহার প্রমাণ—ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যের গর্ব্ভে অম্বষ্ঠ নামক বর্ণের উৎপত্তি, ইহারা এ প্রদেশে বৈদ্য নামে খ্যাত। দেবল দ্বারা বৈশ্যকন্যার গর্ব্ভে দৈবজ্ঞের জন্ম। বৈশ্য এবং ব্রাহ্মণীর দ্বারা বৈদেহের জন্ম। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যা দ্বারা মাহিষ্যের জন্ম। বৈদেহের ঔরসে মাহিষ্য-কন্যার গর্ব্ভে কায়স্থের জন্ম *।

* স্কন্দ পুরাণে পরশুরাম উপাখ্যানে কায়স্থ উৎপত্তির এক প্রসঙ্গ আছে। তাহাতে লেখে পরশুরাম, হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে হত করিয়া ক্ষত্রিয় কুল ধ্বংস করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইলে, চন্দ্রসেন রাজার গর্ব্ভবতী ভার্য্যা পরশুরামের ভয়ে দালভ্য মুনির নিকট আশ্রয় লইলেন। পরশুরাম তাহার সন্ধান পাইয়া দালভ্যের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রসেনের সগর্ব্ভা স্ত্রীকে প্রার্থনা করিলেন। দালভ্য তাহা স্বীকার করিয়া

এই প্রকার ভিন্ন ২ বর্ণের সহিত ভিন্ন ২ বর্ণের বিবাহ দ্বারা বর্ণসঙ্কর ও আর ২ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে †

কহিলেন এই স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান আছে সেই সন্তানটী আমাকে দান করিতে হইবে। পরশুরাম তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, এই শিশুর সন্তানেরা কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এই জন্য কোন কোন কায়স্থদিগের দালভ্য গোত্র। এই কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব।

† মনুস্মৃতি অনুসারে, শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অয়োগব নামক এক জাতি উৎপন্ন হয়, ইহারা ইদানীন্তন সূত্রধর। ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রকন্যা দ্বারা নিষাদ বা পারশব নামক এক জাতি উৎপন্ন হয়, ইহারা এক্ষণে ধীবর। ক্ষত্রিয় দ্বারা শূদ্রকন্যার গর্ভে আগরী। ব্রাহ্মণ দ্বারা অম্বষ্ঠকন্যার গর্ভে আভীর। পারশব দ্বারা অয়োগব স্ত্রীর গর্ভে কৈবর্ত্ত। নিষাদ এবং বৈদেহস্ত্রী হইতে কারাবর (চর্ম্মকার) শূদ্র এবং ব্রাহ্মণকন্যার দ্বারা চণ্ডাল। বৈদেহ ও অম্বষ্ঠকন্যা হইতে বাইতি বা বাদ্যকর। শূদ্র ও ক্ষত্রিয়কন্যা হইতে ক্ষত্তা। নিষাদ ও শূদ্রকন্যা হইতে পুক্কশ। বৈদেহ ও কারাবর স্ত্রী হইতে অন্ধ্র। বৈদেহ ও নিষাদী হইতে মেদ। দস্যু ও অয়োগবস্ত্রী হইতে সৈরিন্ধ্র। চণ্ডাল এবং নিষাদস্ত্রী হইতে অন্ত্যব্যবসায়ী জাতি (মুদ্দারফরাশ) উৎপন্ন হইয়াছে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ অনুসারে, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যা দ্বারা শঙ্খকার, কাংশ্যকার, ও গান্ধিক বণিক। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়া দ্বারা কুম্ভকার ও তন্তুবায়। শূদ্র ও ক্ষত্রিয়া দ্বারা কর্ম্মকার। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যা দ্বারা রজঃপুত। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়া দ্বারা গোপ। ক্ষত্রিয় ও শূদ্রা দ্বারা নাপিত ও মোদক। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণী দ্বারা মালাকার। বৈশ্য ও শূদ্রা দ্বারা তাম্বূলিক ও তৈলিক। করণ ও বৈশ্যা দ্বারা রজক। অম্বষ্ঠ ও বৈশ্যা দ্বারা স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক। গোপ ও বৈশ্যা দ্বারা তৈলকার। গোপ ও শূদ্রা দ্বারা শৌণ্ডিক। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকন্যা দ্বারা বরুজী। ধীবর ও শূদ্রা দ্বারা মল্ল। তৈলকার ও বৈশ্যা দ্বারা দোলাবাহী। স্বর্ণকার ও বৈদ্যপত্নী দ্বারা মলগ্রাহীর জন্ম হয়।

পরাশরপদ্ধতি অনুসারে, গন্ধবণিক ও শঙ্খকারকন্যা দ্বারা

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি উৎকৃষ্ট বর্ণের যে সকল গোত্র প্রচলিত, এই সকল বর্ণসঙ্করের মধ্যে অধিকাংশেরই সেইং গোত্র চলিত আছে। ইহাতে নিশ্চয় বোধ হয় তাহারা ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট জাতির ঔরসে উৎপন্ন। মনুসংহিতা বিষ্ণুসংহিতা যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা পরাশর-সংহিতা ব্যাসসংহিতা প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে যে সকল বর্ণসঙ্করের নাম দৃষ্ট হয়, তাহাদিগকে এ দেশে দেখা যায় না। কিন্তু তাহাদের বৃত্তির সহিত এক্ষণ-কার অনেক জাতির ব্যবসায় ও ব্যবহারের সমন্বয় করিলে অনুমান হয় পূর্ব্বের সেই সমুদয় জাতি এককালে লুপ্ত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে অনেকের নাম পরি-বর্ত্ত হইয়া তাহারা ভিন্নং স্থানে বসতি করিতেছে। তাহাদের কর্ম্ম দ্বারা বর্ণের পরিচয় পাওয়া যায়।

তাম্রকারের জন্ম। শঙ্খকার ও তাম্রকারকন্যা দ্বারা মণিকারের জন্ম। মণিকার ও কর্ম্মকার-কন্যা দ্বারা পট্টকারের জন্ম। পট্টকার ও মালাকারকন্যা দ্বারা স্থপতির জন্ম হয়. ইষ্টকাদি দ্বারা গৃহনির্ম্মাণ স্থপতির বৃত্তি। এই স্থপতি দ্বারা গান্ধিকবণিক্-কন্যার গর্ভে চিত্রকারের জন্ম হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অনুসারে, বেশধারী দ্বারা গঙ্গাপুত্রকন্যার গর্ভে জুঙ্গীর উৎপত্তি হয়। ক্ষত্রিয় দ্বারা রজঃপুত্রকন্যার গর্ভে তীবর উৎপন্ন হয়। তীবর দ্বারা রজকীর গর্ভে কোদালীর জন্ম। চণ্ডাল দ্বারা চর্ম্মকারীর গর্ভে মাংসচ্ছেদীর উৎপত্তি। তীবর দ্বারা তৈলকারকন্যার গর্ভে লেটের উৎপত্তি। লেটের দ্বারা চণ্ডালীর গর্ভে হড্ডি এবং ডম এই দুই জাতির উৎপত্তি হয়।

কোন মুনি লিখিয়াছেন আপনার অপেক্ষা একমাত্র নীচ বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিলে তাহাতে যে সন্তান জন্মে সে পিতার জাতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ব্ভে যে সন্তান জন্মে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি তাহাকে করণ নাম দিয়াছেন, ইহারা বঙ্গদেশের দক্ষিণে বাস করে।

এই প্রকার সকল গ্রন্থের এক মত নহে। কোন২ গ্রন্থে এক জাতির ভিন্ন-ভিন্ন-রূপ উৎপত্তি লিখিয়াছেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লেখে ক্ষত্রিয় ও শূদ্রা দ্বারা রজঃপুতের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে ইহাকে ক্ষত্রিয় এবং করণকন্যার সন্তান বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। তন্ত্রে ইহাকে বৈশ্য এবং অম্বষ্ঠকন্যার সন্তান বলিয়া লিখিয়াছেন। আরো, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে শঙ্খকার এবং কাংস্যকার অম্বষ্ঠের সহিত সমান বর্ণোদ্ভব বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু তন্ত্রে শঙ্খকারকে রজঃপুত ও গান্ধিক বণিকের সন্তান বলিয়াছেন, এবং কাংস্যকারকে তাম্রকূট ও শঙ্খকারের সন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয় একবিধ বৃত্তি ও ব্যবসায় প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উৎপন্ন ভিন্ন ভিন্ন জাতি এক নামে খ্যাত হইয়াছে।

আরো দেখা যাইতেছে নীচ বর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চ বর্ণের কন্যার বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল না।

যদিও ইহার কোন নিষেধ দেখা যায় না কিন্তু ইহা ব্যবহার বিরুদ্ধ ছিল, এবং এই প্রকার বিবাহে সন্তান উৎপত্তি হইলে তাহারা অধম জাতি প্রাপ্ত হইত। তাহার প্রমাণ—ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে ভাটের উৎপত্তি। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভে চণ্ডাল জাতি হইয়াছে। *।

অপর, মনু প্রভৃতিতে অনেক জাতির নামোল্লেখ আছে, এইক্ষণে তাহাদের কোন চিহ্ন দেখা যায় না, অনুমান হয় তাহারা পর্ব্বতগহ্বরে বা অরণ্যে বা কোন দুর্গম প্রদেশে বাস করে, তাহাদিগের পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তিত হইয়া আর কোন নূতন নাম হইয়াছে। যাহাহউক এক্ষণে বঙ্গদেশে যে সকল জাতি দেখাযায় ইহার সমুদয় পূর্ব্বে ছিল না, বোধ হয় রাজ্যের অবস্থা ও রাজাদিগের ইচ্ছা অনুসারে তাহা ক্রমে ২ হইয়াছে। রাজ্যাধিপতি বল্লালসেন ইহার কতক পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু কতকাল অবধি এইরূপ ভিন্ন ২ জাতির উৎপত্তি হইয়া আসিতেছে তাহার কিছুই বলা যাইতে পারে না।

* চণ্ডাল দুই প্রকার, এক, অবিবাহিতা কন্যার সন্তান, অপর সগোত্রীয় কন্যার সন্তান।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজ শাসন।

পূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে রাজশাসনের যে রীতি ছিল তদ্বিবরণ কিঞ্চিৎ লেখা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে ক্ষত্রিয়েরা রাজ্য পালন করিতেন। রাজা রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন, তাঁহার উপর আর কেহ কর্ত্তা থাকিতেন না। কেবল দেবতা দ্বিজ ও শাস্ত্র তাঁহাদের সম্ভ্রমের বস্তু ছিল, ইহাদিগকেই তিনি মান্য করিতেন।

রাজার এই ধর্ম্ম ছিল তিনি দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালন করিবেন। কোন শত্রু রাজ্য আক্রমণ করিলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবেন। মিত্রের প্রতি মিত্র ব্যবহার, ও ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা করিবেন। ব্রাহ্মণেরা যে ধর্ম্ম ও জ্ঞান উপদেশ দিবেন তাহা শুনিবেন, ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হইবেন না, রাজকর্ম্মে আলস্য করিবেন না, এবং ক্রোধকে বশীভূত রাখিবেন। রাজকর্ম্ম সম্পাদনার্থ সাত জন মন্ত্রী থাকিতেন। রাজা আপনি এই মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত করিতেন। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ এক জ্ঞানী ব্রাহ্মণ এই মন্ত্রীদিগের মধ্যে প্রধান

থাকিতেন, রাজা তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করিতেন। তিনি উপদেশক স্বরূপ থাকিতেন। ইহা ভিন্ন আর ২ রাজকর্ম্মকারক থাকিত, তন্মধ্যে গুণী জ্ঞানী কর্ম্মদক্ষ দেশকালাভিজ্ঞ সাহসী নির্লোভী এবং দূরদর্শী মিষ্টভাষী এক ব্যক্তি থাকিতেন, ইহাঁর উপাধি দূত, ইনি অন্যদেশ সম্পর্কীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন।

রাজ কর্ম্মের নিয়ম।—রাজা স্বয়ং রাজ্য ও রাজ্যসম্পর্কীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। সেনাপতি সেনাগণের অধ্যক্ষতা করিতেন। যুদ্ধ বা সন্ধি কর্ম্ম দূতদ্বারা সম্পাদিত হইত। কাহার দণ্ড হইলে বিচারসম্পর্কীয় কর্ম্মকারকেরা তাহা নিষ্পাদন করিতেন। এই সকল কর্ম্ম রাজকর্ত্তৃত্বাধীন ছিল। কিন্তু অন্য কোন কর্ম্মানুরোধে অনবকাশ হইলে মন্ত্রীর প্রতি ঐ সকল কর্ম্মের ভারার্পণ করিতে পারিতেন।

গ্রামের কর্ম্ম গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইত। ইহাঁরা কেহ দশ, কেহ শত, কেহ সহস্র গ্রামের কর্ত্তা ছিলেন। ইহাদিগের উপর এক ২ জন অধ্যক্ষ থাকিতেন, গ্রামাধ্যক্ষেরা তাঁহাদিগের স্থানে আপন আপন অধীন প্রজাদিগের দুষ্ক্রিয়ার সংবাদাদি করিতেন।

রাজা স্বয়ং এই সকল গ্রামস্থ প্রধান ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিতেন। ইহাঁদের বেতনসম্বন্ধে এই নিয়ম

ছিল—দশ গ্রামের অধ্যক্ষ দুইখানি লাঙ্গলে যে পরিমাণ ভূমির চাষ হইতে পারে তাহা পাইবেন। শতগ্রামের অধ্যক্ষ একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের ভূমি ভোগ করিবেন। এবং সহস্র গ্রাম বা শহরের অধ্যক্ষ এক খান বৃহৎ গ্রাম বা শহরের ভূমি পাইবেন। ইহা ভিন্ন দেশের এক এক ভাগে সেনা থাকিত, এবং প্রত্যেক স্থানে এক এক জন সেনাপতি থাকিতেন, ইহারা সর্ব্বদা শত্রুচক্র হইতে দেশ রক্ষা করিতেন।

রাজস্ব গ্রহণের এই নিয়ম ছিল, ভূমিতে যে শস্য উৎপন্ন হইবে, তাহার ব্যয় বিবেচনা করিয়া রাজা কাহার দ্বাদশ অংশ, কাহার অষ্টম অংশ, কাহার ষষ্ঠাংশের এক অংশ, রাজস্ব স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। যুদ্ধাদি উপস্থিত হইলে চারি অংশের এক অংশ পর্য্যন্ত লইতে পারিতেন। স্বর্ণ রূপ্য রত্ন ও পশ্বাদির উপর পঞ্চাশৎ অংশের একাংশ, যুদ্ধসময়ে পঞ্চমাংশের একাংশ লইতেন। বৃক্ষ, মাংস, মধুপর্ক ও আর আর সুগন্ধীয় দ্রব্যের ষষ্ঠাংশের একাংশ পাইতেন। ইহা ভিন্ন বাণিজ্যের লভ্য বিবেচনা করিয়া রাজা তাহার পঞ্চমাংশের একাংশ পাইতেন। কোন ব্যক্তির উত্তরাধিকারী না থাকিলে রাজা তাহার সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু কোন স্বামিহীন দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে ঘোষণা দেওয়া যাইত ঐ দ্রব্যের স্বামী তিন বৎসরের মধ্যে

উপস্থিত হইয়া তাহা লইয়া যায়। তাহা না হইলে তাহা রাজসম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। এবং খনি খনন করিয়া যে ধাতু পাওয়া যাইত, ভূস্বামী তাহার অৰ্দ্ধেক পাইতেন, কেননা ভূস্বামী তাহার অৰ্দ্ধেকের ভাগী। এতদ্ভিন্ন কোন কোন দ্রব্যের পক্ষে এমন নিয়ম ছিল, রাজা তাহা ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে অন্য কোন ব্যক্তি ক্রয় করিতে পারিবে না।

রাজধানী ও রাজসভা।—শাস্ত্রে লেখে রাজ্যের মধ্যে যে স্থান অতি উর্ব্বর, অথচ যে স্থানে শত্রু অনায়াসে প্রবেশ করিতে না পারে, কিম্বা আসিলে স্বচ্ছন্দ হইয়া থাকিতে না পারে এমন স্থানে রাজধানী করিবেন। এবং চতুর্দ্দিকে দুর্গ, মধ্যে রাজালয় নির্ম্মাণ করিবেন, তাহার চতুর্দ্দিকে বারি ও বৃক্ষ, দুর্গ রক্ষার উপযুক্ত সেনা, এবং তাহাদের আহার দ্রব্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। রাজসভা উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত হইবে।

রাজা চতুর্থ প্রহর রাত্রির সময় গাত্রোত্থান করিয়া পূজাদি করণানন্তর সভায় বসিবেন, এবং সকলের সহিত সদালাপ করিবেন। তৎপরে নির্জ্জন স্থানে মন্ত্রীদিগের সহিত রাজকর্ম্মের মন্ত্রণা করিবেন। অনন্তর স্নান আহারাদি করিয়া গৃহকর্ম্ম দেখিবেন। তৎপরে বিশ্রাম করিয়া বৈকালে সৈন্যগণের শিক্ষা দর্শন করিবেন। তদনন্তর সায়ংসন্ধ্যা করিয়া, দেশের কোথায়

কি হইতেছে তাহার সংবাদ শুনিবেন। অনন্তর আহারাদির পর সঙ্গীতাদি শ্রবণ করিয়া নিদ্রা যাইবেন।

রাজ্যকৌশল।—রাজ্যের অতি নিকটস্থ রাজারা শত্রুমধ্যে গণনীয়। তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী রাজগণ মিত্র-শ্রেণীতে গণ্য, অতি দূর দেশবাসী রাজগণ শত্রু মিত্র কিছুর মধ্যেই গণ্য নহেন। শত্রু দমনের চারি উপায় লেখা আছে—প্রথম তাহাদিগকে ভেট দিয়া বশীভূত করিবে, দ্বিতীয় তাহাদের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিবে, তৃতীয় সন্ধি, ও চতুর্থ যুদ্ধ। ইহার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ উপায় উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যুদ্ধ।—যুদ্ধের নিয়ম এই ছিল, শীতের প্রারম্ভে রাজা সসৈন্যে একেবারে শত্রুর রাজধানীতে গমন করিবেন। কোন স্থানে লেখে, দুর্গের মধ্যে এক শত ধনুর্দ্ধর থাকিলে দশ সহস্র সৈন্য বাহির হইতে তাহাদের কিছু করিতে পারে না। এ অবস্থায় নগর বা দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকা অবিধির মধ্যেই ছিল। যুদ্ধে গমনকালে কেহ প্রতিবন্ধক না হইলে রাজা নগর উৎখাত করিবেন। তৎপরে শত্রুপক্ষীয় প্রধানদিগে যোগে শত্রু রাজাকে বশীভূত করিবেন।

সৈন্য দুই প্রকার ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক

ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র ধনু, তরবারি ও ঢাল। ইহা ভিন্ন মাতঙ্গ ও রথের ব্যবহার ছিল। এবং উত্তর হিন্দুস্থানের লোক যুদ্ধকর্ম্মে নিযুক্ত হইত। ইহাও বিধি ছিল, যে, রাজারা স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া সৈন্যদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন। যুদ্ধের ধারা এইপ্রকার ছিল, বিষাক্ত চক্র বা অগ্নিবাণ ব্যবহার করিবেন না *। অস্ত্র-হীন ও আহত ব্যক্তিকে আঘাত করিবেন না। যাহা-দের অস্ত্র ভগ্ন হইয়াছে, বা যাহারা অক্ষম হইয়া ত্রাণ প্রার্থনা করিতেছে, কিম্বা এমন কথা বলিতেছে যে আমি তোমার শরণাগত, তাহাদিগকে আক্রমণ করি-বেন না। কোন ব্যক্তি অশ্বপৃষ্ঠে বা রথারোহণে থাকিয়া, ভূমিতে দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে নষ্ট করিবেন না। এবং যে ব্যক্তি শ্রান্ত হইয়া বসিয়াছে, বা নিদ্রা যাইতেছে, বা পলায়ন করিতেছে, কিম্বা অন্য কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, তাহাকে বধ করিবেন না।

এ সকল নিয়ম অতি উত্তম ছিল তাহার সন্দেহ কি। যুদ্ধে জয় হইলে পরে যেরূপ ব্যবহার হইত তাহাও অতি ভদ্র। যুদ্ধের পর ঘোষণা দেওয়া যাইত, প্রজা-গণ নিঃশঙ্ক হইয়া আপন আপন গৃহে বাস করে, কেহ তাহাদিগের ধর্ম্ম কর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করে। প্রজাগণ আপন আপন গৃহে আসিয়া সুস্থির হইলে তাহাদিগের

* অগ্নিবাণ পরে ব্যবহার হইয়াছিল।

ভাব ভক্তি বুঝিয়া, পরাজিত রাজার পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিকে রাজসিংহাসন অর্পণ করা যাইত। তিনি জয় যুক্ত রাজার অধীন হইয়া রাজকর্ম্ম করিতেন।

সৈন্যদিগের বেতন কিপ্রকারে দেওয়া যাইত তদ্বিষয়ের কোন কথা পাওয়া যায় না। পরে যে সকল রীতি প্রচলিত হইয়াছিল তদ্দ্বারা বোধ হয় তাহাদের ভূমির বন্দোবস্ত ছিল, তাহাতে তাহাদিগের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত।

বিচার।—রাজা স্বয়ং বিচার করিতেন এবং ব্রাহ্মণেরা ও মন্ত্রিগণ তৎকর্ম্মে তাঁহার সহায়তা করিতেন। রাজা স্বয়ং বিচার করিতে না পারিলে এমত বিধি ছিল তিনি কোন ব্রাহ্মণের প্রতি ঐ কর্ম্মের ভারার্পণ করিবেন। ঐ ব্রাহ্মণ স্বশ্রেণীর তিন জন লোকের সহযোগে সেই বিচারকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন। দূর দেশে রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ বিচারক থাকিতেন। তাঁহারা তথাকার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন।

ঋণ সম্পর্কীয় বিচারে, প্রতিবাদী ঋণ স্বীকার করিলে রাজা প্রতি-শতে ৫ মুদ্রা, এবং ঋণ অস্বীকারের পরে তাহা প্রমাণ হইলে ১০ মুদ্রা করিয়া পাইতেন। দূরদেশস্থ ব্রাহ্মণ বিচারকেরা এই মুদ্রা আপনারাই লইতেন। শাস্ত্রে এমত বিধি ছিল না তাঁহারা দান গ্রহণ করিবেন। কিন্তু ইহা দানের মধ্যে গণনীয় ছিল না।

বিচারের ধারা এই প্রকার ছিল। রাজা ব্যবস্থা বা দেশাচারের অন্যমত কোন আজ্ঞা দিবেন না। যখন বাদী প্রতিবাদী বা সাক্ষী কথা কহিবে তাহাদের ভাব ভঙ্গী নিরীক্ষণ করিবেন। যে দেশে যে রীতি প্রচলিত তদনুসারে বিচার করিবেন। যাহাতে অভিযোগ বৃদ্ধি হয় তাহা করিবেন না। কাহাকে রূঢ় বাক্য কহিবেন না। যদি কেহ কর্কশ বাক্য কহে তাহা সহ্য করিবেন। প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধ কোন কর্ম্ম করিবেন না। এবং প্রজার স্থানে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া অবিচার করিবেন না, করিলে মহাপাতকীর মধ্যে গণনীয় হইবেন।

দুষ্কর্ম্মের দণ্ডদায়ক যে সকল ব্যবস্থা ছিল তাহা অতি কঠিন বলিতে হইবে। এই সকল দণ্ড স্থলবিশেষে যদিও উৎকট না হউক, কিন্তু অপরাধের উপযুক্ত ছিল না। কারণ ব্রহ্মহত্যা করিলে যে দণ্ড, মদ্যপান ও ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণে সেই দণ্ড ছিল। এবং ব্রাহ্মণেরা এই সকল পাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলে মুক্তি পাইতেন। অন্য লোকে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতেন না। অপর, ব্যভিচার কর্ম্ম করিলে এক স্থানে লেখে স্ত্রীলোককে কুকুর দিয়া খাওয়াইবে, এবং পুরুষকে জ্বলন্ত লৌহের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিবে। অপর স্থানে লেখা আছে, স্বল্প ব্যভিচার কর্ম্মের দণ্ড ৫০০ অবধি ১০০০ পণ

কড়ি। এবং বর্ণভেদে দণ্ডের ন্যূনাতিরেক ছিল, অর্থাৎ স্ত্রীলোক উচ্চ এবং পুরুষ নীচ বর্ণের হইলে, পুরুষের অধিক দণ্ড হইত।

এই সকল দণ্ডের ঐক্যহীনতা ও ন্যূনাতিরেক হওনের দুই কারণ উপলব্ধ হইতেছে। এক এই যে, এই সকল ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন কালে প্রচলিত ছিল, তাহা গ্রন্থ লিখন কালে একত্র করিয়া লেখা হইয়াছে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ব্যবস্থাপক ব্রাহ্মণেরা আপনাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি জন্য ঐরূপ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহাও দেখা যায় কোন কোন বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রতি গুরুদণ্ডের বিধান ছিল। ব্রাহ্মণেরা অপহরণ করিলে অন্য লোক অপেক্ষা তাহার অষ্টগুণ অধিক, এবং রাজা অপহরণ করিলে তাহার সহস্রগুণ দণ্ডের বিধি ছিল।

অন্য লোকে এই দোষে দোষী হইলে তাহার অর্দ্ধ দণ্ড হইত। অধিক মূল্যের দ্রব্য অপহরণ করিলে হস্তচ্ছেদন, এবং অপহৃত দ্রব্যশুদ্ধ ধরা পড়িলে প্রাণদণ্ড বিধি ছিল। অপহৃত দ্রব্য গ্রহীতার দণ্ডও সেইরূপ হইত। হত্যা করিলে প্রাণদণ্ড বিধি ছিল, স্থলবিশেষে তাহার লঘু দণ্ডও হইত। কিন্তু বর্ণভেদে ইহার দণ্ডের ন্যূনাতিরেক হইত।

দস্যুবৃত্তির দণ্ড পদচ্ছেদন। দস্যুগণ আঘাতাদি

করিলে তাহাদের প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইত। যাহারা দস্যু-দিগকে আশ্রয় আহার বা অস্ত্রাদি দিত তাহাদিগেরও ঐ দণ্ডের বিধি ছিল। কৃত্রিম কাগজ, মন্ত্রিগণের মনোভঙ্গ, রাজশত্রুর সঙ্গে ঐক্য, স্ত্রী বালক ও ব্রাহ্মণ-হত্যা করিলে প্রাণদণ্ড হইত। রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন বা রাজস্ব অপহরণ করিলে প্রাণদণ্ড বিধি ছিল।

মিথ্যা সাক্ষী দিলে নির্ব্বাসন ও অর্থদণ্ড হইত। ব্রাহ্মণেরা এই অপরাধে অপরাধী হইলে কেবল দেশা-ন্তরিত হইতেন। রাজপথে দস্যুবৃত্তি ও গ্রাম লুণ্ঠন করিলেও এই দণ্ড ছিল। চোর ধরিতে না পারিলে রক্ষকেরা চোরের ন্যায় দণ্ড পাইত।

এই প্রকার আর ২ অনেক নিয়ম ছিল তাহা বিস্তার করিয়া লিখিবার প্রয়োজন নাই। অর্থ ও ভূসম্পর্কীয় বিষয়ে* নিষ্পত্তি করিবার অতি সুন্দর নিয়ম ছিল। ঐ বিষয়ে যাহা করিতে হইবে, ও যাহা হইলে বাদী বা প্রতিবাদীর পক্ষে জয় পরাজয় হইবে তাহার সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে। বিচার আরম্ভের পূর্ব্বে বিচা-রক বাদী প্রতিবাদীকে জানাইতেন মিথ্যা কথা কহি-বেনা, মিথ্যা কহিলে ইহকালে গুরুতর দণ্ড এবং পর-কালে মহা দণ্ড হইবে। তদনন্তর সাক্ষিগণকে বিচারা-

* দেওয়ানী মোকদ্দমা

লয়ের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান করিয়া তাহাদের কথা শুনিতেন। সাক্ষী না থাকিলে বাদী প্রতিবাদীর শপথ-কৃত বাক্যে নির্ভর করিয়া বিচার করিতেন। আর সাক্ষী-গ্রহণের বিষয়ে এক উত্তম নিয়ম ছিল, বাদী প্রতিবাদীর ভৃত্য আত্মীয় বা অখ্যাতি-যুক্ত মনুষ্যের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইবে না। মিথ্যা সাক্ষীর গুরুতর দণ্ড হইত। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বিধি দিয়াছেন কোন ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার্থ মিথ্যা কহিলে পাপ নাই। এই বিধি এই দেশে মিথ্যা শপথের এক সোপান স্বরূপ হইয়াছে। বাদী প্রতিবাদী মিথ্যা আপত্তি করিলে তাহার অর্থদণ্ড হইত।

ঋণ।—ঋণ বিষয়ে এই নিয়ম ছিল কোন ব্যক্তি ঋণ-গ্রহণ করিয়া তাহা পরিশোধ না করিলে, ঋণদাতা তাহা বল পূর্ব্বক আদায় করিতে পারিতেন। টাকার সুদ, ব্রাহ্মণ হইলে দুই মুদ্রা, শূদ্র হইলে পাঁচ মুদ্রা করিয়া দেওয়া যাইত। দ্রব্য বন্ধক থাকিলে অর্দ্ধেক সুদ লইবার রীতি ছিল, কিন্তু বন্ধকী দ্রব্য ব্যবহার করিলে তাহার কিছুই সুদ পাইত না।

প্রভুর অনুপস্থিতি কালে তাহার ভৃত্য প্রভুর পরিবারের ভরণ পোষণ জন্য ঋণগ্রস্ত হইলে প্রভুকে ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হইত।

ক্রয় বিক্রয়।—কোন ব্যক্তি অপরের দ্রব্য বিক্রয়

করিলে সে বিক্রয় অসিদ্ধ হইত। কিন্তু অনেকের সম্মুখে বিক্রয় এবং বিক্রেতাকে উপস্থিত করিলে বিক্রয় সিদ্ধ হইত। তাহা না হইলে যাহার ঐ দ্রব্য, অগত্যা তিনি অর্দ্ধেক মূল্য দিয়া তাহা ফিরিয়া পাইতেন।

কোন ব্যবসায়ী ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে তাহার অর্থদণ্ড হইত। শপথ-কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে দেশান্তরিত হইত। বিক্রয়ের পর ক্রেতা বিক্রেতার সম্মতি হইলে দশ দিবসের মধ্যে বিক্রয় ফিরিত, দশ দিবসের পর ফিরিত না।

বিবাহ।—বিবাহের বিধি অষ্ট প্রকার ছিল, ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস এবং পৈশাচ। বিদ্বান্ সদাচার অপ্রার্থী বরকে স্বয়ং আহ্বান পূর্ব্বক বসন-ভূষণাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কন্যা সম্প্রদান করাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলাযায়। যজ্ঞস্থলে পুরোহিত-কর্ম্মকারী ব্যক্তিকে অলঙ্কৃত করিয়া কন্যাদান করা দৈব বিবাহ। ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত অথবা কন্যাকে যৌতুক দিবার নিমিত্ত বরের নিকট এক বা দুই গো মিথুন গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান আর্ষ বিবাহ। তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর, এই কথা বলিয়া কন্যাদান প্রাজাপত্য বিবাহ। কন্যার পিত্রাদিকে বা কন্যাকে যথাশক্তি ধন দিয়া স্বেচ্ছা-

পূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ করা আসুর বিবাহ। বর কন্যা উভয়ে পরস্পর ইচ্ছাপূর্ব্বক মিলিত হওয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহ। কন্যার আত্মীয়গণকে বিনাশ করিয়া বা তাহাদের হস্ত পদাদি ছেদ করিয়া অথবা প্রাচীরাদি ভেদ করিয়া রোরুদ্যমানা কন্যাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা রাক্ষস বিবাহ। নিদ্রিতা বা সুরাপানে অভিভূতা অথবা অসাবধানা কন্যাকে নির্জ্জনে হরণ করা পৈশাচ বিবাহ। ইহার মধ্যে প্রথম চারি প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আসুর গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস এই তিন প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ছিল। ব্রাহ্ম বিবাহও ক্ষত্রিয়দের হইত। গান্ধর্ব্ব বিবাহ ব্রাহ্মণাদিতেও প্রচলিত ছিল। পৈশাচ বিবাহ ধর্ম্মযুক্ত ছিল না।

কন্যা দানের এই নিয়ম ছিল, পিতা অষ্ট বৎসরের মধ্যে কন্যা দান করিবেন। কন্যার বিবাহ-যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিন বৎসরের মধ্যে পিতা কন্যা দান না করিলে কন্যা আপনি স্বামী গ্রহণ করিবেন।

সবর্ণে বিবাহ করাই উত্তম কল্প বলিয়া গণ্য ছিল। সগোত্রে বিবাহ করা একেবারে নিষিদ্ধ। এক বর্ণের পুরুষ বর্ণান্তরে বিবাহ করিতে পারিবে ইহারও বিধি ছিল, এ কথা পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে। স্ত্রীবিয়োগ হইলে বা বিবাহের পর অষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রী বন্ধ্যা

থাকিলে, কিম্বা একাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পুত্রবতী না হইলে পুরুষ অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারেন এমন বিধি ছিল। কিন্তু তাহা হইলেও প্রথমা স্ত্রী কর্ত্রীর ন্যায় থাকিতেন। ভ্রষ্টা বা দ্বেষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিবার বিধি ছিল। এই সকল কারণ ভিন্ন একের অধিক বিবাহের নিয়ম ছিল না।

শূদ্র ব্যতীত স্ত্রীলোকের দ্বিতীয়বার বিবাহ করা যদিও নিষিদ্ধ ছিলনা, কিন্তু এরীতি বড় চলিত হয় নাই। এবিষয়ের এই নিয়ম ছিল, পুরুষ ধর্ম্মার্থ বিদেশ গমন করিলে স্ত্রী অষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষা করিবে। জ্ঞান উপার্জ্জন জন্য বিদেশ গমন করিলে ছয় বৎসর অপেক্ষা করিবে। সুখাভিলাষে বা ধন উপার্জ্জনার্থ গমন করিলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে, তাহার পর তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্বামী গ্রহণ করিবার বিধি ছিল।

উত্তরাধিকারিত্ব।—পুত্রই* পিতার ধনাধিকারী, পুত্র

* ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, পৌনর্ভব, স্বয়ংদত্ত, শৌদ্র এই দ্বাদশ প্রকার পুত্র।

যথাবিধি বিবাহিতা সজাতীয়া ভার্য্যাতে স্বয়মুৎপাদিত পুত্রকে ঔরস পুত্র বলা যায়। পতি মরিলে ক্লীব স্থির হইলে বা ব্যাধিত হইলে তাহার স্ত্রীতে নিয়োগধর্ম্মানুসারে উৎপাদিত পুত্র ক্ষেত্রজ। কোন সজাতীয় ব্যক্তির পুত্রাভাব হইলে, মাতা বা পিতা পরস্পর সম্মতি পূর্ব্বক তাহাকে যে পুত্র দান করেন সে

অভাবে পৌত্র পোষ্যপুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র ধনাধিকারী হইবেন। পৌত্র পোষ্যপুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র অভাবে পিতা ও মাতা ধনাধিকারী হইবেন। পিতা মাতা না থাকিলে ভ্রাতা ও পিতামহ ও মাতামহ। ভ্রাতা পিতামহ ও মাতামহ অভাবে জ্ঞাতি, তদভাবে গুরু বা যাহার সঙ্গে একত্র পাঠ হইয়াছে, কিম্বা শিষ্য ধনাধিকারী হইবেন। ইহারও অভাবে ব্রাহ্মণেরাই ব্রাহ্মণের বিষয়ের অধিকারী হইবেন। সংশ্রেণীর মনুষ্য না থাকিলে রাজাই উত্তরাধিকারী হইবেন।

পিতা জীবিত থাকিতে আপন পুত্রদিগকে বিষয় বিভাগ করিয়া দিতে পারেন। পিতার মৃত্যুর পর,

দত্তক। পুত্রের উচিত গুণযুক্ত সজাতীয় যে বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করা যায় সে কৃত্রিম। কোন অজ্ঞাত সজাতীয় পুরুষকর্তৃক আপন ভার্য্যাতে গূঢ়রূপে উৎপাদিত পুত্র গূঢ়োৎপন্ন। মাতা পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত যে বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করা যায় সে অপবিদ্ধ। পিতৃগৃহে অবিবাহিতাবস্থায় গোপনে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, সেসেই কন্যার বিবাহকর্তার কানীন পুত্র। গর্ভিণী অবস্থায় যে কন্যার বিবাহ হয় তাহার সেই গর্ভজাত সন্তান তাহার ভর্তার সহোঢ় পুত্র। মাতা পিতার নিকট যাহাকে ক্রয় করা যায় সজাতীয় বা ভিন্ন জাতীয় হউক সে ক্রয়কর্তার ক্রীতক পুত্র। স্বামী পরিত্যাগ করিলে বা মরিলে, যে নারী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অন্যকে বিবাহ করে, সে পুনর্ভূ, তাহার গর্ভজাত সন্তান পৌনর্ভব। যাহার পিতা মাতা নাই, অথবা যাহাকে পিতা মাতা অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছে সে যাহাকে আত্ম সমর্পণ করে তাহার নাম স্বয়ংদত্ত পুত্র। ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রা গর্ভজাত সন্তানকে শৌদ্র ও পারশব বলা যায়।

ইচ্ছা হয় সকল পুত্র বিষয় বিভাগ না করিয়া একাগ্রে থাকিবেন, কিম্বা বিষয় বিভাগ করিয়া লইয়া স্বতন্ত্র থাকিবেন। যদি একত্র থাকেন তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সকল বিষয় থাকিবে। তখন যে যাহা উপার্জ্জন করিবেন তাহা পৈতৃক ধনের সংসৃষ্ট হইবে। যদি বিষয় বিভাগ করিয়া লয়েন তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পঞ্চমাংশের একাংশ, কনিষ্ঠ আশি অংশের একাংশ এবং আরং ভ্রাতারা চল্লিশ অংশের একাংশ পাইবেন। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা সকলে তুল্যাংশ করিয়া লইবেন। অবিবাহিত ভগিনী থাকিলে ভ্রাতারা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। পিতার ধনে তাহাদিগের অধিকার নাই। কিন্তু মাতৃধনে তাহারা ও তাহাদের ভ্রাতারা তুল্যাধিকারী। এই সকল নিয়ম সবর্ণা স্ত্রীর গর্ব্ভজাত সন্তান দিগের প্রতিই ছিল। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ণের স্ত্রীর গর্ব্ভজাত সন্তান থাকিলে, তাবৎ ধন দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া, ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভজাত পুত্র চারি ভাগ, ক্ষত্রিয়ার পুত্র তিন ভাগ, বৈশ্যার পুত্র দুই ভাগ এবং শূদ্রার পুত্র এক ভাগ পাইতেন।

খঞ্জ উন্মত্ত প্রভৃতিরা ধনাধিকারী হইত না। আরং উত্তরাধিকারিগণ তাহাদিগকে পালন করিতেন। কিন্তু তাহাদের সন্তানেরা পৈতৃক বিষয়াধিকারী হইতেন।

এই প্রকার আর ২ অনেক নিয়ম ছিল। ইহার

দ্বারা অবশ্য বোধ করিতে হইবে মনুর সময়াবধি এই দেশে উত্তমরূপ সভ্যাচার ছিল। অতএব ইহাতেই অনুমান করিতে হইবে হিন্দু সন্তানেরা কত প্রাচীন।

তৃতীয় অধ্যায় ।

হিন্দু ধর্ম্ম ।

বেদ ।—বেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মই হিন্দুদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম। সকল জাতীয় লোকের মধ্যেই এইরূপ রীতি প্রচলিত আছে যে তাঁহারা আপন আপন ধর্ম্মশাস্ত্রের পবিত্রতা ও অভ্রান্ততা প্রতিপাদনার্থ, আপন আপন ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঈশ্বর-প্রণীত অথবা ঈশ্বরের অংশ স্বরূপ কোন মহাপুরুষ প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। হিন্দুরাও সেই রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বেদের নিত্যতা স্বীকার করেন, বেদকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞা স্বরূপ বলিয়া থাকেন, এবং কহেন সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হইয়া বেদ প্রচার করিয়াছেন *।

* মনু লিখিয়াছেন, স্বয়ম্ভু ভগবান্ স্বয়ং এই পৃথিবী সৃষ্টির বাসনা করিয়া প্রথমতঃ জলের সৃষ্টি করিলেন, এবং সেই জলে শক্তিরূপ বীজ আরোপণ করিলেন, তাহাতে স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল এক অণ্ড উৎপন্ন হইল। তাহাতে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা-রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালাদি সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে পঞ্চভূত আত্ম বিশিষ্ট মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন। এবং এই মনুষ্যের জ্ঞানজন্য বেদ সৃষ্টি করিলেন।

বেদের আর এক নাম শ্রুতি। যখন লিখিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই, তৎকালে লোকে শ্রবণ করিয়া অভ্যাস করিয়া রাখিত, এই নিমিত্ত বেদকে শ্রুতি বলে। বেদকে এক্ষণে যেরূপ চারি খণ্ডে বিভক্ত দেখা যাইতেছে, প্রথমতঃ এরূপ ছিল না, একমাত্র মূল বেদ ছিল, তাহার নাম যজুঃ। সেই মূল বেদের অন্তর্গত চারি প্রকার বাক্য দ্বারা যজ্ঞের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ সম্পাদিত হইত। সেই সকল বাক্য পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দ্বৈপায়ন ব্যাস, ঋক্ বাক্য সকলের নাম ঋগ্বেদ, সাম বাক্যের নাম সামবেদ, যজুর্বাক্যের নাম যজুর্বেদ, ও অথর্ব্ব বাক্যের নাম অথর্ব্ব বেদ রাখিয়া, বেদকে চারি খণ্ডে বিভক্ত করেন। বেদ বিভাগ করেন বলিয়াই তাঁহার নাম বেদব্যাস হয়। ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিন বেদই যজ্ঞের উপযোগী, এই নিমিত্ত বেদকে ত্রয়ীও বলিয়া থাকে।

সমুদায় বেদই আবার দুই ভাগে বিভক্ত, ব্রাহ্মণ ভাগ ও মন্ত্র ভাগ। ব্রাহ্মণ ভাগে যাগ যজ্ঞাদির নানা প্রকার বিধি নিষেধ আছে, এবং মন্ত্রভাগে বরুণ ইন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির স্তুতিবাদ আছে। এক এক বেদের সমুদায় মন্ত্রকে সংহিতা বলিয়া থাকে, যেমন, ঋগ্বেদসংহিতা, যজুর্ব্বেদ সংহিতা, সামবেদ সংহিতা ও অথর্ব্ববেদ সংহিতা। এইরূপ ব্রাহ্মণ ভাগকে ঋগ্বেদ ব্রাহ্মণ,

যজুর্ব্বেদ ব্রাহ্মণ, সামবেদ ব্রাহ্মণ, ও অথর্ব্ববেদ ব্রাহ্মণ বলে। বেদের শিরোভাগের নাম উপনিষদ্। নিরাকার, নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্, অদ্বিতীয় ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ ও তাঁহার উপাসনা বিষয়ক উপদেশই উপনিষদের প্রতিপাদ্য।

উপনিষদের রচনাপ্রণালী ও বেদের রচনাপ্রণালী দেখিলে বোধ হয় যে, উপনিষদ্ বেদের সমকালীন নহে, ইহা বেদের অনেক পরে নিবদ্ধ হইয়াছে। আপন মত চালাইবার নিমিত্ত ও আপন গ্রন্থের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থ, কোন২ গ্রন্থকার মহাশয়েরা স্বরচিত গ্রন্থ সমুদায়কে প্রাচীন গ্রন্থবিশেষের অংশ বলিয়া অথবা প্রাচীন প্রামাণিক পণ্ডিতের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উপনিষদের পক্ষেও সেইরূপ বোধ হইতেছে। যাহাহউক বেদের তাৎপর্য্য ও উপনিষদের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে প্রথমে, যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও ইন্দ্র বরুণ সূর্য্য প্রভৃতির অন্তর্যামী অন্তরাত্মার উপাসনাই হিন্দুদিগের পরম ধর্ম্ম ছিল। তাহার পর অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত হয়। বেদে ও উপনিষদে ব্রহ্মা বিষ্ণু হরি প্রভৃতি অনেক নাম উল্লিখিত আছে। কিন্তু সেই সকল নাম দেবতার নাম বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই, সেই সকল নাম ব্রহ্মেরই নামান্তর মাত্র। আর, এই বেদে

সূর্য্য ইন্দ্র অগ্নি বায়ু প্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনারও বিধান হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে যে পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিধান হইল এমত বলাযাইতে পারে না। সূর্য্যের অন্তর্যামী যে পুরুষ তিনি সূর্য্যদেবতা, বায়ুর অন্তর্যামী যে পুরুষ তিনি বায়ুদেবতা, অগ্নির অন্তর্যামী যে পুরুষ তিনি অগ্নিদেবতা। সূর্য্য বায়ু প্রভৃতি দ্বারা প্রত্যক্ষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় এই নিমিত্ত ঐসকল দেবতার উপাসনার বিধান হইয়াছে। ফলতঃ বৈদিকেরা বাহ্য জড় সূর্য্য প্রভৃতিকে উপাসনা করেন না, তাহার অন্তর্যামী চৈতন্য স্বরূপ পুরুষকেই উপাসনা করিয়া থাকেন।

সংহিতা।—উপনিষদের পর সংহিতা প্রচারিত হয়। মনু প্রভৃতি মহর্ষিরা বেদের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সংহিতা প্রচার করেন। লিখিবার প্রথা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে লোকে মুখে ২ অভ্যাস করিয়া স্মরণ করিয়া রাখিত এই নিমিত্ত ইহাকে স্মৃতি বলে। সংহিতায় বর্ণভেদ, জাতিভেদ এবং বর্ণ জাতির ভেদে ধর্ম্মভেদও নিরূপিত আছে। প্রায় সমুদায় সংহিতায় গর্ব্ভাধান অবধি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত সমুদায় সংস্কার, সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিধি, ও প্রায়শ্চিত্ত বিধি নিরূপিত আছে। এতদ্ভিন্ন সৃষ্টি প্রকরণ, ব্যবহার প্রকরণ প্রভৃতি অনেক প্রকরণ আছে, এস্থলে তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। সংহি-

ভায় বেদপাঠ, সন্ধ্যাবন্দন, গায়ত্রী উপদেশ প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধি আছে তাহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণের প্রতিই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শূদ্রের প্রতি ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধান অতি অল্প। সংহিতাকারেরা শূদ্রের প্রতি যেরূপ বিধান করিয়াছেন তাহা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, শূদ্র জাতি তাঁহাদিগের সাতিশয় ঘৃণাস্পদ ও অবজ্ঞাস্পদ ছিল। শূদ্র জাতির কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধি দেখিয়া, ও পূর্ব্বকালে শূদ্রদিগের যেরূপ দুরবস্থা ছিল তাহার বিষয় বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া, ইদানীন্তন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এ দেশের আদিনিবাসী নহেন, এ দেশের আদিনিবাসী শূদ্র। ব্রাহ্মণেরা ঈরান দেশে বাস করিতেন, তথা হইতে আসিয়া শূদ্রদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া এদেশ অধিকার করিয়াছেন, এবং যেরূপ গ্রীকেরা হেলটদিগকে জয় করিয়া আপনাদিগের দাস করিয়াছিলেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ প্রভৃতিরা শূদ্রদিগকে জয় করিয়া দাস করিয়া রাখিয়াছিলেন।

পুরাণ।—সংহিতার পর পুরাণ সকল প্রচারিত হইতে লাগিল। যে পৌত্তলিক ধর্ম্ম ও অসংখ্য দেব দেবীর উপাসনা এত দিন প্রচলিত হয় নাই, তাহা পুরাণ প্রচারের সময় ও তাহার পর বাহুল্যরূপে প্রচ-

লিত হইয়া উঠিল। পুরাণ সকল বেদব্যাসের রচিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু সমুদায় পুরাণ এক জনের রচিত নহে, এক সময়েও রচিত হয় নাই। পুরাণ সকলের রচনাপ্রণালী পরস্পর এমত বিভিন্ন এবং অভিপ্রায় এমত বিপরীত যে, এক জনের রচিত বলিয়া কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারাযায় না। এবং নানাবিধ ছন্দে শ্লোক রচনা করিয়া একজনে বৃহৎ মহাভারত ও অষ্টাদশসঙ্খ্যাক পুরাণ লিখিয়া উঠিবেন ইহাও অসম্ভব। যে সকল পুরাণে বা পুরাণের যে সকল ভাগে চন্দ্রগুপ্তসমকালীন নন্দবংশ ও চাণক্যের কথার উল্লেখ আছে, ও তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্য অপ্রামাণ্যের বিচার আছে, এবং ইদানীন্তন অনেক বিষয় বর্ণিত আছে, তাহা বেদব্যাসপ্রণীত অথবা বেদব্যাসসমকালে রচিত, ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাস হইতে পারে। পুরাণে অবান্তর সৃষ্টি ও মন্বন্তর নিরূপণ আছে, রাজগণের উপাখ্যান ও রাজবংশের বিবরণ আছে, এবং সাকার দেব দেবীর জন্ম লীলা ও প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণ এই শব্দের অর্থ প্রাচীন, বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে প্রাচীন গল্প ও প্রাচীন কিম্বদন্তী সকল পুরাণে নিবদ্ধ হইয়াছে। পুরাণ সমুদায়ে অষ্টাদশ—যথা ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়,

আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লৈঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম্ম, মাৎস্য, গারুড় এবং ব্রহ্মাণ্ড। ইহা ভিন্ন অনেক উপপুরাণ আছে।

এই সকল পুরাণে যে সকল দেব দেবীর কথা উল্লিখিত আছে তন্মধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রধানরূপে গণ্য। ব্রহ্মা রজোগুণপ্রধান, তিনি জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। বিষ্ণু সত্ত্বগুণপ্রধান, তিনি জগতের পালন করিয়া থাকেন। শিব তমোগুণপ্রধান, তিনি জগতের সংহার করিয়া থাকেন। কোন কোন পুরাণে শিবকে সত্ত্বগুণপ্রধান ও বিষ্ণুকে তমোগুণপ্রধান বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন ২ পুরাণে বিষ্ণুর দশাবতার বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সরস্বতী লক্ষ্মী ও পার্ব্বতী দেবীর মধ্যে প্রধান, ইহাঁরা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের ভার্য্যা, এবং শক্তিরূপে বর্ণিতা হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন গণেশ কার্ত্তিকেয় ইন্দ্র বরুণ পবন অগ্নি যম কুবের কামদেব সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি অনেক দেবতার নাম উল্লেখ আছে, ইহাঁরা ব্রহ্মাঙ্গ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মের অঙ্গ। ইহাঁদিগের পূজা বা উপাসনার প্রকরণ স্বতন্ত্র। শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্ম-সোপান, এবং তাঁহাদিগের উপাসনা করিলে ইহলোকে সুখ ও পরলোকে মুক্তি লাভ হয়।

পুরাণের স্থানে ২ ইহাও লিখিত আছে যাহারা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় সমর্থ, তাঁহাদিগের ব্রহ্মোপাসনাই কর্ত্তব্য, কারণ ব্রহ্মোপাসনা ব্যতিরেকে মুক্তিলাভ করিবার উপায়ান্তর নাই। কিন্তু যাঁহারা দুর্ব্বল অধিকারী, অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় সমর্থ নহেন, তাঁহাদিগের নিমিত্তই সাকার উপাসনার বিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। সাকার উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে তাঁহারা নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় অধিকারী হন। যাহাহউক, পুরাণ প্রচারের পর ভিন্ন ভিন্ন সাকার দেব দেবীর উপাসনা দ্বারা ভিন্ন ২ অনেক সম্প্রদায় হইয়াছে। ব্রহ্মা সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ এবং যদিও সকল কর্ম্মে তাঁহার নাম প্রতিদিন উচ্চরিত হয় তথাপি তাঁহার পূজার প্রথা বড় প্রচলিত নাই। ভারতবর্ষের কেবল এক স্থানে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে। বিষ্ণু ও শিব পুজার রীতি বাহুল্যরূপে প্রচলিত আছে। যাঁহারা বিষ্ণুর উপাসনা করেন তাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ শিব, শক্তি, সূর্য্য, ও গণপতির উপাসক দিগকে শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য বলে। এই পাঁচ সম্প্রদায়ই বিশেষ প্রসিদ্ধ। বৈষ্ণবদিগের আবার ভিন্ন ২ অনেক সম্প্রদায় আছে। রামানুজ, রামানন্দী, কবীরপন্থী, দাদুপন্থী, সেনপন্থী, মলূকদাসী, রাইদাসী ইত্যাদি। এই সকল ভিন্ন ২

মতাবলম্বী লোকেরা পরস্পর বিরোধী, যে ব্যক্তি যে দেবতার উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি তাহারই প্রশংসা করিয়া থাকে। কিন্তু সকলেরই এক কামনা। সকলেই এই চিন্তা করিয়াথাকে আমি যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি তদ্দ্বারা আমার মোক্ষ লাভ হইবে, যেহেতু ধর্ম্মই মুক্তির মূল।

তন্ত্র।—পুরাণ প্রচারের পরেও পৌত্তলিক ধর্ম্মের যে কিছু অবশিষ্ট ছিল, তন্ত্র শাস্ত্র প্রচার হইলে তাহা সম্পূর্ণ হইয়া উঠিল। তন্ত্রশাস্ত্র এত অল্প দিন প্রচারিত হইয়াছে যে, সকল হিন্দুরা একবাক্য হইয়া অদ্যাপি উহার মত সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য করেন না। ইহা কেবল বঙ্গ দেশেই প্রচলিত। তন্ত্র শাস্ত্র সকল শিবোক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু উহা শিবোক্তও নয়, এক পণ্ডিতের রচিতও নয়, এক সময়েও রচিত হয় নাই। শিবোক্ত অথবা পূর্ব্বকালের রচিত হইলে সংহিতায় ইহার উল্লেখ থাকিত এবং ইহার মত অনেক হিন্দুর গ্রাহ্যও হইত। সংহিতায় যখন ইহার কোন উল্লেখ নাই এবং যখন ইহাতে বেদের, সংহিতার ও পুরাণের উল্লেখ আছে দেখা যাইতেছে, তখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে ইহা আধুনিক। যে যে পুরাণে তন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে তাহা তন্ত্র অপেক্ষাও আধুনিক সন্দেহ নাই। শিবোক্ত বলিলে সকলের

গ্রাহ্য হইবে এই ভাবিয়া গ্রন্থকারেরা স্ব স্ব রচিত তন্ত্রকে শিবোক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবং কহিয়াছেন, কলিতে আগম, অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রই প্রধান। তন্ত্রশাস্ত্রকারেরা আশা করিয়াছিলেন যে আমাদিগের রচিত শাস্ত্রই সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়া সর্ব্বত্র চলিত হইবে, এই নিমিত্ত তাঁহারা কলিতে স্বপ্রণীত শাস্ত্রকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানের স্বতন্ত্র ২ বিধি নির্দ্ধারিত করিয়া স্বপ্রণীত গ্রন্থে বাহুল্য রূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের আশা সম্পূর্ণরূপে সফল হইয়া উঠে নাই। পুরাণের অপেক্ষাও তন্ত্র শাস্ত্রের মত পরস্পর অধিক বিভিন্ন, এজন্য স্থির হইতেছে যে, তন্ত্রশাস্ত্র সকল এক জনের প্রণীত নয়। যখন এক তন্ত্রের মত আর এক তন্ত্রে উদ্ধৃত হইয়া দূষিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন সকল তন্ত্র এক কালের বলিয়াই বা কিরূপে স্থির করা যায়।

সামান্যতঃ তন্ত্রশাস্ত্র তিন ভাগে বিভক্ত, আগম, যামল ও তন্ত্র। এতদ্ভিন্ন কতগুলি ডামর নামে প্রসিদ্ধ তন্ত্র আছে। কতকগুলি তন্ত্রে অনেক সদুপদেশ পাওয়াযায়, কতকগুলি তন্ত্র কেবল কুৎসিত বাক্য ও কুৎসিত উপদেশে পরিপূর্ণ। তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তি উপা-

সনার প্রকারভেদ বাহুল্যরূপে নিরূপিত হইয়াছে।

সংহিতায় যেরূপ সন্ধ্যা বন্দন, গায়ত্রী উপদেশ, ও আচার্য্যের নিকট বেদাধ্যয়ন প্রভৃতির বিধি আছে, সেইরূপ তন্ত্রশাস্ত্রেও গুরুর নিকট তান্ত্রিক দীক্ষা গায়ত্রী ও সন্ধ্যাবন্দনের বিধি দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু তান্ত্রিক গায়ত্রী ও সন্ধ্যা বৈদিক গায়ত্রী ও সন্ধ্যা হইতে বিভিন্ন। সংহিতায় যেরূপ, শূদ্র ও অন্যান্য জাতির নিকট বেদপাঠ ও গায়ত্রীপাঠের নিষেধ আছে, তন্ত্রশাস্ত্রেও সেইরূপ তান্ত্রিক মন্ত্র কাহারও নিকট কহিবে না বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছেন।

এইরূপে অশেষবিধ শাস্ত্রে অশেষবিধ ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। তদনুসারে ইদানীন্তন হিন্দুদিগের ধর্ম্মও নানাপ্রকার হইয়া উঠিয়াছে। কোন২ হিন্দু বেদ উপনিষদ্ ও সংহিতার মতে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, কেহবা কেবল উপনিষদের মতেই চলেন, কেহবা সংহিতা, ও পুরাণের মতে চলিয়া থাকেন, কেহবা সংহিতা পুরাণ ও তন্ত্র, সকলকেই সমাদর করিয়া সকলেরই কিছু২ মত গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, কোন শাস্ত্রেরই অপমান করেন না। কেহবা কোন শাস্ত্রের মতেই সম্মত না হইয়া স্বতন্ত্র এক ধর্ম্ম-প্রণালী স্থাপন করিয়া তদনুসারে চলিতেছেন।

যাহাহউক ইদানীন্তন হিন্দুদিগের ধর্ম্মপ্রণালী যত

বিভিন্ন প্রকার হউক না কেন, সাকার অসংখ্য দেব দেবীর উপাসনা ও একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা এই দুইটিকেই প্রধান বলিয়া গণনা করিতে হয়। নিরাকারবাদীরা জাতিপ্রভেদ মানেন না, ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালনকেই ধর্ম্ম ও তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনকেই অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, এবং কহেন আমরা যত তাঁহার নিয়ম উদ্ভাবন করিতে পারিব ও সেই নিয়মানুসারে চলিতে পারিব, তত আমরা সুখী হইব। এই সম্প্রদায়ের মতের সহিত বেদান্তদর্শন ও উপনিষদের মতের সর্ব্বাংশে ঐক্য হয় না, কোন কোন অংশে ঐক্য আছে মাত্র। কিন্তু এরূপ সম্প্রদায় অতি অল্প, অনেক হিন্দুই সাকারবাদী। সাকারবাদীদিগের অবান্তর ভেদ অনেক প্রকার। তাহার মধ্যে প্রধান পাঁচ সম্প্রদায়ের নাম পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন আর দুই প্রকার ধর্ম্ম হিন্দুদিগের মধ্যে পূর্ব্বকালেও প্রচলিত ছিল এবং এক্ষণেও প্রচলিত আছে। সেই দুই ধর্ম্মের নাম বৌদ্ধ ও জৈন।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম।—বৌদ্ধ ধর্ম্ম শাক্যসিংহ প্রচার করেন। শাক্য, গৌতম গোত্রীয় চন্দ্রবংশীয় শুদ্ধোদন রাজার পুত্র ছিলেন, তিনি কলি অব্দের ২৬০০ বৎসরের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে মগধ-রাজ্যান্তর্গত গোরক্ষপুরের উত্তরে কপিলবস্তু গ্রামে জন্ম

গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন তাঁহার জন্মের সময় নিরূপণ হয় নাই। কিন্তু তিনিই বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্রষ্টা, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধমতাবলম্বীরা অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করেন। ইহাঁদের মতে পরলোক নাই, ইহলোকেই যে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয় তদ্ব্যতিরেকে জীবগণকে আর কিছুই ভোগ করিতে হয় না। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও অনেক মত ভেদ আছে। কিন্তু কোন মতে পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কোন মতে বলে যদিও পরমেশ্বর থাকেন কিন্তু তাঁহার আরাধনার প্রয়োজন নাই এবং তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাও নহেন। কোন কোন মতে কতিপয় মহাপুরুষকে ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া আরাধনা করে। সেই সকল মহাপুরুষ লামা, বুদ্ধ প্রভৃতি নামে বিখ্যাত। বৌদ্ধ দিগের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র দয়ারত্ন, বৃহস্পতিসূত্র, অঙ্গ, চরিত্র ইত্যাদি।

জৈন ধর্ম্ম।—জৈনধর্ম্মাবলম্বীরাও পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, এবং বেদপ্রণীত ধর্ম্মকে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়াও গণনা করেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের জাতিভেদ আছে। স্বশ্রেণী ভিন্ন অন্য শ্রেণীতে তাঁহাদিগের বিবাহাদি কার্য্য সম্পন্ন হয় না। জৈনেরা পরশনাথ, মহাবীর প্রভৃতি অনেক দেব দেবীর অর্চ্চনা

করিয়া থাকেন। একণে হিন্দুস্থানে জৈন ধর্ম্মের বড় প্রাদুর্ভাব নাই। কিন্তু গুজরাট রাজপুতানা এবং কানাড়াতে এই ধর্ম্মাবলম্বী লোক অনেক আছে। ইহারা সকলেই ধনবন্ত এবং প্রায় বাণিজ্যাদি করিয়া থাকে।

এই ধর্ম্ম খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়া অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল, তাহার পর ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিদ্যা।

বিদ্যা সর্ব্বপ্রথমে এই ভারতরাজ্য উজ্জ্বল করে, এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি মাত্র নাই। বিদ্যারত্নং মহাধনং, এবং বিদ্যা জ্ঞান ও মুক্তির মূল, ইহা ভারতবর্ষীয়েরা উত্তম রূপে জানিয়াছিলেন। বিদ্যারূপ বাগ্দেবীকে শাস্ত্রকারেরা স্বয়ং নারায়ণের শক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং কায়মনোবাক্যে অদ্যাপি ভারতবর্ষে তাঁহার উপাসনা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয় তাবৎ লোক সর্ব্বদা বিদ্যালোচনা করিতেন। ব্রাহ্মণেরা ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে যাবজ্জীবন নিযুক্ত থাকিতেন, বিদ্যা ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন ব্যবসায় ছিল না। আর এই দেশের মৃত্তিকা যেমন উর্ব্বরা, ভারতবর্ষীয় মনুষ্যের বুদ্ধিও সেইরূপ উৎকৃষ্ট, অতএব ভারতবর্ষে সর্ব্বাগ্রে বিদ্যার উন্নতি হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। ফলতঃ যখন অন্য জাতিরা বন্য পশুবৎ, তখন ভারতবর্ষীয়েরা নানা বিদ্যালোচনা করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধিবলে সংসারে মান্য হইয়াছিলেন।

আর আর জাতীয়েরা তাঁহাদের বিদ্যা দেখিয়া ঐ বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা মনুষ্য হইয়াছেন।

কিন্তু দিবাকর যেরূপ পূর্ব্বদিকে সমুদিত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন, জ্ঞান-দিবাকরও সেইরূপ অগ্রে ভারতবর্ষে উদিত হইয়া পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বপ্রকাশিত পূর্ব্বাঞ্চলে প্রদোষকাল উপস্থিত হইয়া ক্রমে নিবিড়তর তমোরাশিতে আচ্ছন্ন করিয়াছে। আর সেই দিবাকরের করে পশ্চিম দেশ উজ্জ্বল হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য, পৃথিবীর প্রথমাবস্থায়, যে হিন্দুদিগের দ্বারা অন্যান্য জাতীয়দের জ্ঞান-চক্ষুঃ বিকসিত হইল, তাঁহারা এক্ষণে আপনারাই অন্ধ। কিন্তু পূর্ব্বদিকে পুনর্ব্বার জ্ঞানপ্রভাকরের প্রভা দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। ইহাতে বোধ হয় ভারতবর্ষের তামসী শর্ব্বরী আর বহুকাল না থাকিতে পারে।

এইক্ষণে অন্য অন্য দেশে যে সকল বিদ্যার অধিক গৌরব, ভারতবর্ষই তাহার আদি স্থান। এস্থানে সংস্কৃত ভাষাতে প্রায় সকল বিদ্যারই আলোচনা হইত। এই ভাষাকে মূল ভাষা বলা যায়। ইহা ভিন্ন দ্রাবিড়ী, কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, উৎকলী, মৈথিলী, গুজরাটী, হিন্দী, ও বঙ্গভাষা, এই দেশে চলিত, এবং এখন পর্য্যন্ত তাহা প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃত ভাষাই উৎকৃষ্ট, আর আর ভাষা প্রায়

সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার উৎকৃষ্টতা বিষয়ে কেহই সন্দেহ করেন না। এই ভাষা যেমন মনোহর তেমনি মধুর। আরবী, পারসী, লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি কোন ভাষাই ইহার তুল্য নহে।

বিচক্ষণবর সর উইলিয়ম জোন্স উত্তম উত্তম সকল ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি মুক্তকণ্ঠে এই ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন। সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থন অতি অদ্ভুত এবং যে গ্রীক ভাষাকে অতি সম্পূর্ণ বলা যায় তাহা হইতেও এই ভাষা আরো সম্পূর্ণ। এবং নানা প্রকার শব্দ থাকাতে যে লাটিন ভাষা অতি বিখ্যাত, সংস্কৃত ভাষাতে তাহা অপেক্ষা আরো অধিক শব্দ আছে। তিনি আরো লিখিয়াছেন যে এই উভয় ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা অধিক সুন্দর ও মনোহর। ইহা ভিন্ন ইউরোপীয় আর আর পণ্ডিতেরা এই ভাষার অনেক প্রশংসা লিখিয়াছেন। বিশেষতঃ জর্ম্মনি দেশের বিচক্ষণাগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা এই ভাষাকে যেরূপ উত্তম বলিয়াছেন, অন্য কোন ভাষাকে সেরূপ উত্তম বলেন না। অতএব এই ভাষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। পাণিনি নামা মহর্ষি স্বনামে এই ভাষার যে ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন, কুত্রাপি কোন ভাষার ব্যাকরণ তদ্রূপ সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হয় না।

তৎপরে কলাপ সজ্জিপ্তসার মুগ্ধবোধ সুপদ্ম প্রভৃতি আর আর ব্যাকরণ লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও সংস্কৃত ভাষার অপরিসীম গৌরব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা ভিন্ন কাব্য নাটক অভিধান ও আলঙ্কারিক গ্রন্থ অনেক আছে, তাহাতেও সংস্কৃত সাহিত্যের কিছুমাত্র ত্রুটি দেখা যায় না।

প্রাচীন কালে এই দেশে যে যে বিদ্যার আলোচনা হইত, এই গ্রন্থে তাহার সমুদয়ের বিবরণ লেখা অসাধ্য, কিন্তু যতদূর সাধ্য তাহার সজ্ঞেপ বর্ণন করা যাইতেছে।

জ্যোতিষ।—হিন্দুদিগের জ্যোতিষ শাস্ত্র অতি প্রাচীন। ধর্ম্মপুস্তক বেদের মধ্যেও এই জ্যোতিষ আছে। ইউরোপীয় যে সকল পণ্ডিতেরা হিন্দুপ্রাধান্যের বিরোধী, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে খৃষ্টাব্দের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ কলির প্রারম্ভে, ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ যে সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি রহিয়াছে, ও তাহাতে ভ্রান্তি মাত্র নাই। ফরাশী দেশীয় বেলি নামক জ্যোতির্ব্বেত্তা কহিয়াছেন যে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুদিগের যে সকল জ্যোতিষগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহা অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং সেই প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষে এই বিদ্যার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

অনেকের এমত সংস্কার আছে যে, পৃথিবীর গোলাকৃতি ও শূন্যে স্থিতি এবং তাহার বার্ষিক ও দৈনিক স্ফূর্ত্তি, এবং দিবা রাত্রির ২৪ ভাগে বিভাগের যে মত এক্ষণে চলিতেছে ইহা ইংরাজদের মত, হিন্দুরা কস্মিন্ কালেও এ সকল জানিতেন না; কেবল অবনী ত্রিকোণাকার, সর্পাদি পৃষ্ঠে স্থাপিত, সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন, এই সকল ভ্রান্তিমূলক অলীক কথায় হিন্দুশাস্ত্র পরিপূর্ণ। কিন্তু তাঁহাদের এই সংস্কারই ভ্রান্তিমূলক। প্রকৃত জ্যোতিষ শাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে, পৃথিবী গোলাকৃতি, স্বভাবতঃ শূন্যে রহিয়াছে, ইহা ভাস্করাচার্য্যকৃত গোলাধ্যায়ের কতিপয় শ্লোকেই সপ্রমাণ হইবে। ঐ আচার্য্য লিখিয়াছেন, "সর্ব্বতঃ পর্ব্বতারাম গ্রাম চৈত্যচয়ৈশ্চিতঃ। কদম্বকুসুমগ্রন্থিঃ কেশরপ্রসরৈরিব॥" কদম্ব কুসুমের গ্রন্থি যেমন কেশর সমুদায়ে বেষ্টিত থাকে, সেইরূপ পৃথিবীপিণ্ড বন, পর্ব্বত, গ্রাম, ও চৈত্য দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। এবং "নান্যাধারং স্বশক্ত্যা বিয়তি চ নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ।" বিনা আধারে পৃথিবীপিণ্ড স্বভাবতঃ আকাশে স্থিতি করিতেছে, এবং তাহার পৃষ্ঠে দেব দৈত্য দানব মনুষ্য সমুদয় স্থাপিত রহিয়াছে।

অপরঞ্চ প্রাচীন পণ্ডিত আর্য্যভট্ট পৃথিবীর গতি

নিরূপণ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন "ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্ত্যাবৃত্ত্য প্রতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তময়ৌ সম্পাদয়তি নক্ষত্রগ্রহাণাম্।" নক্ষত্রমণ্ডল স্থির রহিয়াছে, কেবল পৃথিবীর বারম্বার আবৃত্তি অর্থাৎ পরিভ্রমণ দ্বারা গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রাত্যহিক উদয় অস্ত হইতেছে।

এই আর্য্যভট্ট কত দিনের মনুষ্য তাহা অদ্যাপি নিরূপণ হয় নাই। যে সকল ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা হিন্দুদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রযুক্ত, বা বাইবেল পুস্তকের অলীকতা প্রকাশ আশঙ্কায়, এতদ্দেশীয় প্রাচীন মনুষ্যদিগকে আধুনিক রূপে প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ যত্ন পাইয়াছেন, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে আর্য্যভট্ট ১৫।১৬ শত বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। এই ভট্টের মত অবলম্বন করিয়া ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা জ্যোতিষ গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

পরন্তু ইউরোপীয় ঘটিকা যন্ত্র অনুসারেই দিবারাত্র ২৪ ভাগে বিভক্ত, ইহা বোধ হইতে পারে, কিন্তু অগ্নিপুরাণের বচন দেখিলে সে বোধও থাকিবে না। ঐ পুরাণে লেখে "ঘটিকে দ্বে মুহূর্ত্তঃ স্যাৎ ত্রিংশতা দিবানিশৌ। চতুর্বিংশতিবেলাভিরহোরাত্রং প্রচক্ষতে। সূর্য্যোদয়াদি বিজ্ঞেয়ো মুহূর্ত্তানাং ক্রমঃ সদা। পশ্চিমাদর্দ্ধরাত্রাদ্ধি হোরাণাং বিদ্যতে ক্রমঃ॥" দুই ঘটি-

কাতে এক মুহূর্ত্ত হয়, এবং ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে দিবা- রাত্রি হয়, আর চতুর্ব্বিংশতি বেলাতে অহো- রাত্র হয়। সূর্য্যোদয় হইতে মুহূর্ত্তের গণনারম্ভ হয়, এবং অর্দ্ধরাত্র হইতে হোরা অর্থাৎ বেলার গণনারম্ভ হয়। এই বচন শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ইংলণ্ডস্থ রয়েল আসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। ইহা দৃষ্টে প্রতীতি হইবে যে হোরার মান এ দেশে বহুকালাবধি জানা আছে, এবং হোরা ও দণ্ড এই দুই প্রকারে দিবারাত্রি বিভাগ হয়। তাহার এক প্রকার মাত্র ইউরোপে প্রচলিত হইয়াছে, অন্য প্রকার গণনা প্রচলিত নাই।

আর, হিন্দুশাস্ত্র মতে পৃথিবীর পরিধি ৩৬০ অংশে, জ্যোতিশ্চক্র ১২ অংশে, এবং নক্ষত্রমণ্ডল ২৭ অংশে, বিভক্ত। হিন্দুদিগের ঘোর বিপক্ষ যে বেণ্টলি সাহেব তিনিও আপন শেষ রচিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, প্রায় ৩২৯০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা চন্দ্রের ২৭ নক্ষত্র ভোগ নিরূপণ করিয়াছেন। নক্ষত্রগণ চন্দ্রের বনিতা বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয় চন্দ্রের এই ভোগই তাহার তাৎপর্য্য। সুতরাং পুরাণ রচনার বহুকাল পূর্ব্বে এই তত্ত্ব নির্ণয় হইয়াছিল। এবং এই সকল গণনা অনুসারে এই ক্ষণে ইউরোপের জ্যোতিষ গণনা চলিতেছে।

অতএব হিন্দুশাস্ত্রকে কি প্রকারে ভ্রান্তিমূলক অলীক বলা যায়, বরং এ কথা বলাযাইতে পারে ভারতবর্ষের প্রাচীন মত ইউরোপ খণ্ডে নবীন হইয়াছে। ফলতঃ গ্রীশদেশে যখন বিদ্যালোচনার উল্লেখ ছিল না, তখন এ দেশের বিদ্যোন্নতির এক প্রকার হ্রাস হইয়া আসি-তেছিল। তাহার বহুকাল পরে পিথাগোরস প্রভৃতি গ্রীশদেশীয় পণ্ডিতগণ হিন্দুশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞানে যত্নবান হইয়াছিলেন। এবং সিকন্দর মহাবীরের সমভিব্যা-হারী সেনানীগণ ব্রাহ্মণ দিগের শাস্ত্র বিষয়ক সিদ্ধান্ত অনেক অবগত হইয়া ছিলেন। তৎকালে ভারতবর্ষের সৌভাগ্য-ভানু অস্তপ্রায় হইয়াছিল, সুতরাং জ্ঞানা-লোচনার পূর্ব্ববৎ প্রাচুর্য্য ছিল না, তথাপি যাহা ছিল, তাহাই অন্যের পর্ব্বত।

ঐ সময়ে গ্রীশ দেশের লোকদিগের এরূপ সংস্কার ছিল যে পৃথিবী অচল পদার্থ, এবং সূর্য্যাদি ইহার চতু-র্দ্দিকে ভ্রমণ করে। পরে মহাধীসম্পন্ন পিথাগোরস, এনেক্সিমেন্দর প্রভৃতি তদ্দেশীয় কয়েক জন পণ্ডিত ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণের বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া তাহা স্বদেশে প্রচার করেন। সাধারণের মতের বিপ-র্য্যাদিতায় ঐ মত তৎকালে তথায় বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। তদনন্তর খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালি দেশবাসী কোপর্নিকস নামা এক পণ্ডিত ঐ

বিষয় পুনরান্দোলন করেন। পরে অনেক পর্য্যালো-চনার পর বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগের দ্বারা নানাপ্রকার ক্লেশ পাইয়াও ঐ মত বদ্ধমূল করেন। তদনন্তর গালি-লিও প্রভৃতি আর কয়েক জন পণ্ডিতের প্রযত্নে তাহা আরো দৃঢ়তর হইল। সম্প্রতি ঐ মত ইউরোপে অভিনব সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচারিত ও সমাদৃত হই-তেছে। বস্তুতঃ হিন্দুদিগের সিদ্ধান্তরূপ বারিনির্ঝর গ্রীশ দেশ দিয়া অন্তঃসলিল-প্রবাহে বাহিত হইয়া ইউরোপে প্রকট বেগবতী নদী হইয়াছে। যেখানে ভূমি হইতে প্রকটিত হইতেছে সেইখানেই লোকে তাহার মূল অনুমান করিতেছে। সুতরাং জ্যোতি-র্মণ্ডলী বিষয়ক হিন্দুদিগের অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডে কোপর্নিকসের সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রচলিত হইতেছে।

বিলাতীয় কোন চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন, "খৃষ্টিয় শকের প্রারম্ভের ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এনেক্সিমেন্দর, পিথাগোরস, ও গ্রীশ দেশীয় অন্য অন্য পণ্ডিতের অন্তঃকরণে অনতিপরিস্ফুট রূপে এই বোধোদয় হইয়া-ছিল; যে "সূর্য্য অচল পদার্থ, পৃথিবী এক গ্রহ, অন্যান্য গ্রহবৎ যথানিয়মে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে"। কিন্তু হিন্দু জ্যোতিষ হইতে তাহার সঙ্কেত প্রাপ্তির

কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে কেবল তত্ত্ববৈমুখ্য মাত্র প্রকাশ হইতেছে।

কিন্তু সকলেই অবগত আছেন পিথাগোরস আশিয়াখণ্ড পর্য্যটন করিয়া এতদ্দেশীয় শাস্ত্রাদি জানিয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার আচরণ ও ব্যবহারে তাহার প্রমাণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তিনি গ্রীশদেশবাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তৎকালীন সে দেশের কি বিজ্ঞ কি অজ্ঞ কাহারো সহিত তাঁহার মতের ঐক্য ছিল না। তাঁহার বিবেচনাতে জ্ঞানের উদ্দেশ্য মুক্তি, এবং ইন্দ্রিয়সংযমনাদি তাহার উপায়। আত্মা পরমেশ্বরের অংশ, বহু জন্ম ভ্রমণ করিয়া ও মৃত্যুজন্ম মধ্যবর্ত্তী যমযন্ত্রণাদি ভোগ করিয়া চরমে পরমেশ্বরে পুনর্লীন হয়। তিনি আরো কহিয়াছেন মন ও আত্মা পৃথক্ পদার্থ, পরমেশ্বর সকলেরই আত্মারূপে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, তিনি অবিনাশী, নয়নাদির অগোচর, কেবল মানসিক ধ্যানে তাঁহার অনুমান হয়। এ সকল কথা যে অবিকল হিন্দুশাস্ত্রসিদ্ধ তাহা কে অবগত না আছেন।

এতদ্ভিন্ন পিথাগোরস আমিষ ভক্ষণ বিষয়ে, ও জীবহিংসায় হিন্দুবৎ বিমুখ ছিলেন। এমন কি, বৃক্ষাদি উদ্ভিদেরও হিংসা না হয় এজন্য শিষ্যাদিগকে সতত সতর্ক করিতেন। অধিকন্তু তিনি শিষ্যাদিগকে দীর্ঘকাল পরীক্ষাবস্থায় রাখিয়া দীক্ষার ন্যায় গুহ্য উপদেশ

প্রদান করিয়াছেন। এ সকল বিবেচনা করিলে কাহার মনে এমত সন্দেহ হইতে পারে, পিথাগোরস হিন্দুশাস্ত্রার্থ শিক্ষা করেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া তিনি এই সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। আর তিনি হিন্দুদিগের জ্যোতিষেরও মর্ম্ম জানিয়া তাহা প্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহাতেই বা কি সন্দেহ আছে। কেননা তিনি যখন মহাপণ্ডিত হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ধর্ম্মাধর্ম্ম যুক্তিনিরূপণ পর্য্যন্ত অবগত হইয়াছিলেন তখন জ্ঞান কাণ্ড সংসৃষ্ট তাহাদের জ্যোতিষ শাস্ত্র না জানিবেন ইহা সম্ভব নহে। পরন্তু জ্যোতিষ সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা ঐ শাস্ত্রমূলক, ক্রমে তাহা কোপর্নিকস ও আর ২ পণ্ডিত কর্ত্তৃক ইউরোপে প্রকাশিত হয়। সুতরাং হিন্দুরা যে বিশুদ্ধ জ্যোতিষতত্ত্বের সৃষ্টিকার তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এতদ্ভিন্ন রোম রাজ্যের বিনাশের পর ইউরোপ খণ্ড অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইলে, আরব দেশ হইতে বিজ্ঞানশাস্ত্র গৃহীত হইয়া তথায় পুনর্ব্বার বিদ্যালোচনার সূত্র হয়। কিন্তু আরবেরা হিন্দুদিগের নিকট ঐ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতেও আরো প্রমাণ হইতেছে যে হিন্দুরা জ্যোতিষের সৃষ্টিকার। তবে ইহা

দের এই এক দোষ ইহাঁরা যে সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাহা যথা নিয়মে লিপিবদ্ধ করিয়া চিরস্থায়ী করেন নাই, এবং যে সকল গণনার সঙ্কেত ও বচন দিয়াছেন তাহার উৎপত্তি ও অভিপ্রায় কহেন নাই। গণনাদি কার্য্য সমাধান জন্য যে সকল নিয়ম ও সূত্র আবশ্যক তন্মাত্রই লিখিয়াছেন। বোধ হয় কেবল কার্য্যসমাধানার্থ যে সকল পুস্তক হইতেছে ইহাতে মূলের আবশ্যক নাই ইহাই ভাবিয়া থাকিবেন। অথবা মনে করিয়া থাকিবেন, এই সকল কারণ আমরা অনায়াসে বুঝিতেছি, যাঁহারা ভাবী পণ্ডিত হইবেন তাঁহাদেরও এইরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে, হেতু নির্দ্দেশে কালক্ষয়ের প্রয়োজন নাই। এই জন্য হেতু নির্দ্দেশ করেন নাই।

যাহাহউক ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা জ্যোতিষ শাস্ত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা লিখিয়া গিয়াছেন, বিশেষরূপে তাহার হেতু নির্দ্দেশ না করাতেই এদেশের জ্যোতিষের মূলোৎপাটন হইল। এক্ষণে যে জ্যোতিষ আছে তাহা কেবল ভূরি পর্য্যালোচনার কতকগুলি ফল মাত্র। যাহারা এক্ষণে জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত তাঁহারা কেবল কোষ্ঠী বিবেচনাদি কার্য্যে বিলক্ষণ পটু, যে২ গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তাহার অর্থ ও প্রয়োগ উত্তমরূপ জানেন, অনায়াসে লিখিবেন অমুক শিশু অমুক লগ্নে অমুক

তিথি নক্ষত্রে, চন্দ্রের হোরায়, গুরুর দ্রেক্কাণে, শুক্রের নবাংশে জন্মিয়াছে, ইহার বুধাদিত্য যোগ আছে আর সে সকলের ফল অব্যাজে আবৃত্তি করিবেন; কিন্তু যোগ করণ কি, ও বুধাদিত্যযোগই বা কাহাকে বলে, তাহার প্রকৃতার্থ কিছুই কহিতে পারিবেন না;

কারণ সঙ্কলিত অঙ্ক সঙ্কেত এবং আবিষ্ক্রিয়ার সোপান স্বরূপ পর্য্যবেক্ষণ সমস্ত যথা নিয়মে না লেখা ব্যতীত, জ্যোতিষ হ্রাসের আরো কয়েক হেতু আছে। আনুপূর্ব্বিক জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিতে হইলে, বিশুদ্ধ গণিতে বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি আবশ্যক। সেরূপ গণিত শিক্ষার পর জ্যোতিষ শিক্ষা করিতে হইলে, বহু কাল, বহু ধন, বহুদর্শী আচার্য্য অপেক্ষা করে। সে সকল সুযোগ রাজানুকূল্য ভিন্ন সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কেহ বা অল্প বয়সে সংসারভারগ্রস্ত হইয়া পড়ে, কাহারও বা ব্যয় সংস্থান হয় না, কেহবা যোগ্য উপদেশ পায় না। তবে রাজা ও রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিদ্যার বিশেষ উৎসাহ হইয়া কৃতবিদ্য জনের ধন মান বৃদ্ধির প্রথা প্রচলিত হইলে বিদ্যার উন্নতি হইতে থাকে। কিন্তু হিন্দু সাম্রাজ্যের অবসানে মুসলমানের প্রভুত্বাবধি উৎসাহ বৃদ্ধি দূরে থাকুক, সতত উৎসাহ ভঙ্গ হওয়াতে জ্যোতিষ লোপের মূল সূত্র হইল। তৎপরে সকল পণ্ডিতেরা অপেক্ষাকৃত অল্প-

বিদ্য হইতে লাগিলেন। তাঁহারা যে সকল পূর্ব্বাচার্য্য-প্রকাশিত আশ্চর্য্য ফলগুলি জানিতেন তাহাতে গাঢ় অনুরাগ বশতঃ দরিদ্রের ধনের ন্যায় হৃদয়পেটিকায় রুদ্ধ করিয়া রাখিতেন, আপন সন্তানদিগকেও মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত প্রদান করিতেন না। পরে তাঁহার বিদ্যা তাহারি সঙ্গে যাইত। এইরূপ অদূরদর্শিতা ও হীন-বুদ্ধিতা নিমিত্তই অধিকাংশ বিদ্যা লোপ হইয়াছে। একাল পর্য্যন্ত সেই দুর্ব্বুদ্ধি অনেক স্থানে প্রবল রহিয়াছে।

বঙ্গদেশে সামুদ্রিক পণ্ডিত প্রায় দেখা যায় না, কদাচিৎ কোন স্থানে দুই এক জন আছেন, ইহারা করকোষ্ঠী বিবেচনা করিতে পারেন, অর্থাৎ করদৃষ্টে জন্মকাল নিরূপণ করিয়া দিতে পারেন, তাহা মূল কোষ্ঠীর সহিত ঐক্য হইয়া থাকে, ইহাতে তাহাদের অত্যন্ত গৌরব ও বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইয়া থাকে, কিন্তু ইহারা ঐ বিদ্যাটি স্বীয় স্বীয় পরিবারের কাহাকেও শিক্ষা করান না। এইরূপ ভূরি ভূরি স্থল দর্শনে এদেশের লোকেরা কহিয়া থাকে, জ্যোতিষ খল বিদ্যা, তাহাতেই এদেশে জ্যোতিষ বিদ্যা লোপ হইল।

গণিতশাস্ত্র।—পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে জ্যোতিষের যেরূপ উন্নতি উল্লিখিত হইল, গণিতশাস্ত্রের অপরাপর শাখার তদধিক উন্নতি হইয়াছিল।

গ্রীকেরা ত্রিভুজতত্ত্ব বিদ্যা যে প্রকার জানিতেন সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে তাহার আরো বিস্তারিতরূপ লেখা আছে। অধিকন্তু যে সকল সিদ্ধান্ত খৃষ্টের ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপে অপরিজ্ঞাত ছিল তাহাও সূর্য্যসিদ্ধান্তে মীমাংসা করা আছে। পাণ্ডিতবর প্লেফেয়ার সাহেব হিন্দুমতে ত্রিভুজতত্ত্ব বিষয়ে যে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ইহার অনেক প্রশংসা লিখিয়াছেন।

ক্ষেত্রতত্ত্ব।—হিন্দুদিগের ক্ষেত্রতত্ত্ব বিষয়ক অনেক সঙ্কেত আছে, তন্মধ্যে ত্রিভুজতত্ত্বই বিবিধ, বিশেষতঃ যদ্দ্বারা ভুজত্রয়মান ও তাহার ক্ষেত্রফল জানা যায়, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা খৃষ্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপ খণ্ডে কেহই জানিতেন না। পরে ক্লেবিয়স দ্বারা প্রচারিত হয়। অধিকন্তু বৃত্তের ব্যাসমানে পরিধি নিরূপণ তাঁহারা বহুকালাবধি জানিতেন। অল্পকাল হইল ইহা ইউরোপে প্রকাশ হইয়াছে। এই সকল কারণে হিন্দুদিগের ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যায় অতিশয় পারদর্শিতা প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বত্র গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

অঙ্কগণিত।—অঙ্কগণিতেও হিন্দুরা অদ্বিতীয়। একং দশং শতং ইত্যাদি যে দশগুণোত্তর অঙ্কসংখ্যায়, আসিয়া, ইউরোপ, আমেরিকাদি পৃথিবীস্থ সভ্যভাগে

গণনা চলিতেছে, এই দেশেই তাহার উৎপত্তি, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং আসিয়াটিক রিসর্চ গ্রন্থে ইহার অনেক বিবরণ আছে। এই দশ-গুণোত্তর সংখ্যা আরবদের প্রথম শিক্ষা হয়। পরে ইহা আরবি পুস্তক হইতে লিওনার্ড নামক পণ্ডিত কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া ইউরোপে প্রচারিত হয়। খোলা-সৎ উল হিসাব নামক আরবী পুস্তকের ভূমিকাতে লিখিয়াছে যে ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা পূর্ব্বোক্ত বিখ্যাত নয় প্রকার অঙ্ক বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তিরূপে লিখিয়াছেন।

বীজগণিত।—ভারতবর্ষে বীজগণিতের অনুশীলন অত্যন্ত উৎকৃষ্ট রূপে হইয়াছিল। অপর বিষয়ে হিন্দুরা গ্রীক প্রভৃতি জাতিদের অপেক্ষা যেমন উৎকৃষ্ট ছিলেন বীজগণিত বিদ্যাতেও সেইরূপ, বরং অধিক উৎকৃষ্ট ছিলেন। ইহা ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য ও আর আর গ্রন্থে প্রত্যক্ষ হইতেছে। কিন্তু হিন্দু ও গ্রীক উভয় জাতীয়েরা আর্য্যভট্ট নামক প্রাচীনতর পণ্ডিতের মতাবলম্বী। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে ভাস্করা-চার্য্যের পূর্ব্বেও এতদ্দেশে অঙ্ক বিদ্যার বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইয়াছিল।

অনেকে অনুমান করেন আর্য্যভট্টের সময়ে গণিত-শাস্ত্রের চূড়ান্ত উন্নতি হইয়াছিল। কোন ২ বিজাতীয়

পণ্ডিতের বিবেচনায় গ্রীশ দেশে প্রথম বীজগণিতকার দ্বয়পান্তস, আর্য্যভট্টের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহাদের বিদ্যমান কাল মীমাংসা করা কঠিন, কিন্তু তাঁহাদের পাণ্ডিত্য নিরূপণ অতি সহজ। যেহেতু ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক এলফিনষ্টন সাহেব লিখিয়াছেন, যে আর্য্যভট্ট কেবল দ্বয়পান্তস অপেক্ষাই শ্রেষ্ঠ এমত নহে, তিনি এবং তাঁহার উত্তরকালীন পণ্ডিতেরা প্রায় আমাদের বর্ত্তমান কালীন পণ্ডিতদের তুল্য ছিলেন। কিন্তু আর্য্যভট্টই যে কেবল হিন্দুদিগের বীজগণিতের সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন এমত নহে, তাঁহার বহুকাল পূর্ব্বেও এই বিদ্যার আলোচনা ছিল, তাহা না হইলে ঐ শাস্ত্র তাঁহার বিদ্যমানকালে এরূপ উন্নত হওয়া অসম্ভব। আর আসিয়াটিক রিসর্চ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, যে দ্বয়পান্তসের গ্রন্থমধ্যে ভারতবর্ষীয় বীজগণিতের অনেক বচন উদ্ধৃত আছে। সুতরাং বীজগণিতের জন্মভূমির বিষয়ে একেবারে সকল সংশয় ছেদ হইল।

এই বীজগণিত শাস্ত্র ইটালির অন্তঃপাতী পীশানগর নিবাসী লিওনার্ড নামক পণ্ডিত প্রথমতঃ ইউরোপ খণ্ডে প্রচার করেন। তিনি স্বকৃত পাটীগণিত ও বীজগণিতের ভূমিকায় যে আত্ম বিবরণ লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা অবগত হওয়া যায় তিনি বার্ব্বরী দেশে গমন করিয়া আরবী ভাষাতে ভারতবর্ষের বীজগণিত শাস্ত্র

শিক্ষা করেন, এবং তাহা স্বদেশে প্রকাশ জন্য" ১১২৩।২৪ শকে লাটিন ভাষাতে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। এবম্প্রকারে ভারতবর্ষের বীজগণিত শাস্ত্র ইউরোপ খণ্ডে প্রচারিত হইল। পরে লিওনার্ড বীজগণিতের সহিত দশগুণোত্তর অঙ্ক গণনাও প্রচার করিলেন, এবং মুসলমানেরা ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতী স্পেন দেশে বিদ্যালয় স্থাপন করিলে, তথা হইতে আরবী ভাষায় রচিত হিন্দুদিগের জ্যোতিষাদি তাবৎ শাস্ত্র ইউরোপে বিস্তারিত হইল।

এই বীজগণিত প্রথমতঃ ভারতবর্ষে শিক্ষা হইবার আরো এক প্রবল প্রমাণ এই। ডয়ফাণ্টস বীজগণিতের একটী অঙ্কের কিঞ্চিন্মাত্র কসিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার পরে ১৭ শতাব্দীতে ডারমেট নামক এক পণ্ডিত ঐ অঙ্কের আর কিঞ্চিৎ কসিয়া ইংলণ্ডের যাবতীয় অঙ্কপণ্ডিতের নিকট পাঠান। তৎপরে ফরাশীশ দেশীয় ইউলার নামক পণ্ডিত ঐ অঙ্ক সম্পূর্ণ করিয়া কসেন। কিন্তু অবশেষে দেখা গেল যে সেই অঙ্ক তাহার বহুকাল পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য ঠিক সেইরূপ কসিয়া রাখিয়াছিলেন। অপর একটা অঙ্কের কথা আছে ইউলর পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিত ঐ অঙ্কের সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, অবশেষে লাগ্রেঞ্জ নামক পণ্ডিত তাহার মীমাংসা করেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে

তাহাও বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট ও ভাস্কর ও ব্রহ্মগুপ্ত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। ইত্যাদি নানা কারণে এই ভারতবর্ষই যে বীজগণিতের আকর তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

দর্শন শাস্ত্র।—যে শাস্ত্রদ্বারা আত্মতত্ত্ব নিরূপণ ও আর সকল পদার্থ জ্ঞান জন্মে তাহার নাম দর্শনশাস্ত্র; দর্শন শাস্ত্র নানা প্রকার, তন্মধ্যে সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, বেদান্ত, মীমাংসা, এই ছয়প্রকার প্রধান।—

সাঙ্খ্যদর্শন কপিল মুনি প্রণীত। এই মতে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই পদার্থ। প্রকৃতি এক, তাহাহইতে মহৎ, অহঙ্কার, সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, ও ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত, বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু ত্বক্ শ্রোত্র জিহ্বা ঘ্রাণ ও মনঃ এই ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং সমুদয়ে চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ (তত্ত্ব)।—পুরুষ নানা, তাঁহাদের আকার নাই, সকল শরীরেই পৃথক্ পৃথক পুরুষ আছেন। সাঙ্খ্যমতে এই পুরুষকেই জীবাত্মা বলিয়া থাকে। এই পুরুষ ভিন্ন আর কোন ঈশ্বর স্বীকার করে না। পদ্মপত্রে জল রাখিলে যেমন সেই পত্রে জল সংলগ্ন হয়না, অথচ পত্রের সহিত জলের

সংযোগ হয়; সেইরূপ প্রকৃতির সহিত পুরুষের নির্লেপ সংযোগ হইয়া থাকে। প্রকৃতিপুরুষে এই রূপ মিলিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। প্রকৃতির সহিত পুরুষের সংযোগ রহিত হইলেই পুরুষের মুক্তি হইল। এতদ্দেশে কপিল মুনি প্রণীত সাঙ্খ্যসূত্র (সাঙ্খ্যপ্রবচন) ও বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ এক্ষণে প্রচলিত আছে।

পাতঞ্জল দর্শন পতঞ্জলি মুনি প্রণীত।—সাঙ্খ্য মতের সহিত পাতঞ্জলের পদার্থ ভেদ প্রায় কিছুই নাই। কিন্তু পতঞ্জলি, পুরুষ ভিন্ন আর এক ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। সেই ঈশ্বরজ্ঞান এবং তৎ প্রাপ্তির প্রধান উপায় যোগ, এই নিমিত্ত ইহাকে যোগশাস্ত্র কহে।—যোগ শব্দের অর্থ মিলন, অর্থাৎ অন্তঃকরণ স্থির করিয়া ঈশ্বরে মিলিত করার নাম যোগ। যোগ সিদ্ধি হইলেই ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও মুক্তি হইল। যোগ সিদ্ধির উপায় আট প্রকার,—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি। অন্তঃকরণের বহির্বৃত্তি নিবৃত্ত করিয়া কেবল ঈশ্বরে নিয়োগ করার নাম যম। ইন্দ্রিয়বর্গের পাপপ্রবৃত্তি নিবৃত্তির নিমিত্ত তাহাদের দমনকে নিয়ম কহে। আসন পাঁচ প্রকার পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ময়ূরাসন, কুক্কুটাসন, বীরাসন। নিয়মিত আসনে বসিয়া দক্ষিণ

হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বারা দক্ষিণ নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া বাম-নাসারন্ধ্র দ্বারা নিশ্বাস আকর্ষণ (পূরক), পরে দক্ষিণে বৃদ্ধা ও বামে মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা উভয় রন্ধ্র রোধ করিয়া বায়ুস্তম্ভন (কুম্ভক), এবং বামনাসারন্ধ্র রোধপূর্ব্বক দক্ষিণ নাসা দ্বারা বায়ু নিঃসারণ (রেচক), এবং পুনরায় ইহার বিপরীত অর্থাৎ দক্ষিণ নাসা দ্বারা পূরণ, পরে কুম্ভক, এবং বামনাসা দ্বারা রেচন; প্রাণবায়ুর এইরূপ পূরণ স্তম্ভন ও রেচন পূর্ব্বক কোন অভীষ্ট দেবতার ধ্যান বা ক্রমবিশেষে ও সন্ধ্যা-বিশেষে মন্ত্র জপ করার নাম প্রাণায়াম। ঈশ্বরে মনোনিবেশার্থ বাহ্যসুখ পরিহারের নাম প্রত্যাহার। মূর্ত্তি বিশেষের চিন্তার নাম ধ্যান। অবিশ্রান্ত ধ্যান করাকে ধারণা কহে। ঐকান্তিক ধ্যানধারার নাম সমাধি। এক্ষণে পাতঞ্জলসূত্র, ভোজদেবকৃত ভাষ্য, ও যোগশাস্ত্রবিষয়ক আর কতিপয় গ্রন্থ এতদ্দেশে পঠিত হইয়া থাকে।

ন্যায়দর্শন গৌতমকৃত।—গৌতমমুনি প্রথমে চারি-শত পঞ্চাশটী সূত্র রচনা করেন, ঐ গ্রন্থ অদ্যাপি গৌতমসূত্র নামে প্রসিদ্ধ আছে। ঐ গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া আর আর পণ্ডিতেরা ন্যায়শাস্ত্রের বিস্তার করি-য়াছেন। গৌতমের মতে ষোড়শ প্রকার পদার্থ। তিনি পরমাত্মা ও জীবাত্মা পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করেন।

পরমাত্মা এক, তিনি সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর। জীবাত্মা নানা; সকল শরীরে পৃথক্ ২ রূপে অবস্থিতি করেন। পুণ্যপাপের ভোগ অর্থাৎ সুখ দুঃখ জীবাত্মারই হইয়া থাকে। এক জন্মে না হয়, জন্মান্তরেও পুণ্যপাপের ফল ভোগ করিতে হয়। আত্মজ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) হইলে জীবাত্মার মুক্তি হয়। ইঁহার মতে সম্পূর্ণ দুঃখনিবৃত্তির নাম মুক্তি। গৌতম মুনি প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ বলিয়া থাকেন। অতএব পরমাত্মার প্রত্যক্ষ না হইলেও অনুমানদ্বারা তাঁহার প্রমাণ হয়। অর্থাৎ এই জগৎসৃষ্টির কর্ত্তা এক ব্যক্তি অবশ্যই আছেন এইরূপ অনুমান করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিরূপণ হইয়া থাকে। বৌদ্ধেরা জগৎকে নিত্য বলেন, সুতরাং ইহার কর্ত্তা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন প্রত্যক্ষ ব্যতিরিক্ত আর প্রমাণ নাই, যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তদ্ভিন্ন আর কোন পদার্থই নাই। নৈয়ায়িকেরা বৌদ্ধদিগের মতে এইরূপ দোষ দেন—যখন কোন স্ত্রীলোকের স্বামী বিদেশে থাকেন তাঁহার প্রত্যক্ষ অভাবে ঐ স্ত্রী বিধবা না হন কেন? ন্যায়মতে তাঁহার পত্রাদিদ্বারা জীবিত থাকার অনুমান হয়, অতএব বিধবা হইতে হয় না। ন্যায় দর্শনের যে সকল গ্রন্থ আছে তন্মধ্যে অধুনা এতদ্দেশে গৌতমসূত্র, ন্যায়চিন্তামণি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সকল পাঠ করিবার

রীতি প্রায় নাই। গঙ্গেশোপাধ্যায়, রঘুনাথ শিরোমণি, এবং নবদ্বীপের মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্য্য এই পাঁচ জন পণ্ডিতের প্রণীত নব্য গ্রন্থই পঠিত হইয়া থাকে।

বৈশেষিক দর্শন কণাদমুনি প্রণীত। ন্যায় দর্শনের সহিত এই দর্শনের সকল বিষয়েই সাম্য, কেবল ইহাতে পদার্থ বিভাগ অন্যপ্রকার। কণাদ, গৌতমের ন্যায় ষোড়শ পদার্থ স্বীকার না করিয়া, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাত প্রকার পদার্থ স্বীকার করেন। তন্মধ্যে ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক, মনঃ, আত্মা এই নয় প্রকার দ্রব্য। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পার্থক্য, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, অদৃষ্ট এই চতুর্ব্বিংশতি গুণ। উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন এই পঞ্চ কর্ম্ম। সামান্য শব্দের অর্থ জাতি, অর্থাৎ একজাতীয় পদার্থের সাধারণ ধর্ম্ম। একমাত্র পদার্থের ধর্ম্মকে বিশেষ বলা যায়। এই বিশেষ পদার্থ স্বীকার করাতে, ইহার নাম বৈশেষিক দর্শন হইয়াছে। চিরসম্বন্ধের নাম সমবায়। এই ছয় প্রকার পদার্থের অবিদ্যমানতাকেই অভাব কহে। অভাব দুই প্রকার, অনবস্থান ও

ভিন্নতা। কণাদ কহেন পৃথিবী জল তেজঃ ও বায়ু এই চারি পদার্থ নশ্বর, নিত্য পরমাণুপুঞ্জ একত্রিত হইয়া ইহাদের উৎপত্তি হয়, এবং পরমাণু বিভাগ হইলেই নাশ হয়।

বেদান্ত দর্শন বেদব্যাস প্রণীত। ব্যাসদেব প্রথমে কতক গুলি সূত্র করিয়া এই দর্শনের প্রচার করেন। ঐ সূত্রময় গ্রন্থের নাম শারীরিক সূত্র। তৎপরে আর ২ অনেক পণ্ডিত এই সূত্র অবলম্বন করিয়া কল্পতরু, পরিমল, বিবরণ, সিদ্ধান্তবিন্দু, সিদ্ধান্তোল্লাস, পঞ্চদশী, বেদান্তসার, বেদান্তপরিভাষা প্রভৃতি নানা গ্রন্থের রচনা করেন। ব্যাসদেব এক পরমেশ্বর (ব্রহ্ম) ব্যতিরিক্ত আর কোন পদার্থ স্বীকার করেন না। যে সমস্ত জড় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ সাঙ্খ্যমতে যাহাকে প্রকৃতি বলে ইহা মায়ামাত্র, কোন পদার্থ নহে। আমরা স্বপ্নাবস্থায় যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই তাহা যেমন বাস্তবিক নহে, সকলি মিথ্যা, সেইরূপ এই জগৎ সমস্তই অলীক। অর্থাৎ আমরা জন্ম গ্রহণ করিয়া এই বৃহৎ স্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র, মুক্তি হইলে এই স্বপ্ন ভঙ্গ হইবে। ন্যায়মতে পরমাত্মা ও জীবাত্মা পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করে। কিন্তু বেদান্ত মতে পৃথক্ বলিয়া স্বীকার করে না। যেমন তরঙ্গোপরি এক সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়া নানা সূর্য্য দেখায়,

সেইরূপ এক ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়িয়া নানা শরীরে নানা বলিয়া বোধ হয়, ফলতঃ একই। এই মতে ব্রহ্মকে চৈতন্য স্বরূপ বলিয়া থাকে, এবং মায়াকে উপাধি শব্দে কহে। এই উপাধিভেদে ব্রহ্মের নানা নাম কল্পিত হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিলে মায়াতীত বিশুদ্ধ চৈতন্যমাত্র বোধ হয়। ঈশ্বর বলিলে মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্য বুঝায়, এবং জীবাত্মা বলিলে শরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্য বুঝায় ইত্যাদি*। এই মতকে অদ্বৈতবাদ বলাযায়। এবং এই বেদান্তমতাবলম্বী কোন সম্প্রদায়ে দ্বৈতবাদ অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, যেমন এক বৃহৎ অগ্নি হইতে নানা ভিন্ন ভিন্ন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ এক ব্রহ্ম হইতে নানাখণ্ড নির্গত হইয়া নানা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক মূল একই বলিতে হইবে।

মীমাংসাদর্শন জৈমিনি মুনি প্রণীত। জৈমিনি মীমাংসা করিয়াছেন বেদাদি গ্রন্থে যে সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করাযায় সেই শব্দই ব্রহ্ম, শব্দ ব্যতিরিক্ত ব্রহ্মবোধক আর কোন পদার্থ নাই। মীমাংসকেরা বেদাভ্যাস ও বৈদিক কর্ম্ম যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকেই

* এই উপাধি বর্জ্জিত হইলে জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, তাহার নাম মুক্তি।

ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া থাকেন। জৈমিনিসূত্র প্রভৃতি মীমাংসা দর্শনের নানা গ্রন্থ আছে, কিন্তু এতদ্দেশে প্রায় তাহার প্রচার নাই। দক্ষিণ দেশে এই দর্শনের বহুল প্রচার দেখা যায়।

কাব্য।—সংস্কৃত কাব্য অতি অপূর্ব্ব। সংস্কৃতের অক্ষয় শব্দাকর অপারসীম অনুপ্রাসমালা সহকারে যেরূপ অনুপম মাধুর্য্য বিশিষ্ট নবরসাবিষ্ট নানাবিধ কবিতা রচিত হয় সেরূপ আর কোন ভাষায় হইয়া উঠেনা। এতদ্দৃষ্টান্তে বিজাতীয় পণ্ডিতেরা নিজ নিজ ভাষায় সুমধুর সংস্কৃত কবিতা ভাষান্তরিত করণের প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু সে সকল ভাষায় সংস্কৃতের ন্যায় ছন্দোবন্ধ, শব্দবাহুল্য শব্দলালিত্যাদি না থাকাতে অনুবাদে মূল কবিতার উপাখ্যানাংশ মাত্র থাকে, রমণীয় মাধুর্য্য ও অনুপম পারিপাট্য কিছুই থাকে না। কাব্যমধ্যে নাটক অতি প্রশংসনীয়। কবিকুলমধ্যে কালিদাস ও বাভট, নাটক রচনায় শ্রেষ্ঠ। এবং কালিদাস রচিত শকুন্তলা নামক নাটক সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিক্রমোর্ব্বশী ও মালতীমাধব প্রভৃতি আর কতগুলি নাটক আছে, তাহাও অতি সুপ্রসিদ্ধ। নাটকের সঙ্খ্যা প্রায় ৬০ ষষ্টিখান হইবেক, এতন্মধ্যে শকুন্তলার সৌরভ সর্ব্বাগ্রে দিগ্‌দেশে প্রচারিত হয়, প্রথমতঃ সর উইলিয়ম জোন্স সাহেব ইংরাজী

ভাষাতে তাহার অনুবাদ করেন, পরে উইলসন সাহেব অনেক গুলি নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন।

এতদ্দেশের মহাকাব্য মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত শ্রেষ্ঠ। কথিত আছে, অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে বাল্মীকি তপোধন তপোবনে তাঁহার লীলা বর্ণনা করেন। পরে কালে অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হওয়াতে মুনিবাক্য সপ্রমাণ হইলে, উক্ত মহর্ষির শিক্ষিত শ্রীরামতনয় লব ও কুশ অযোধ্যার রাজসভায় বীণাযন্ত্রে রামায়ণ গান করেন কৃত্তিবাস পণ্ডিত এই রামায়ণ ভাষা-পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। এই অনুবাদ মূল অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, তথাপি বঙ্গদেশে এমত মনুষ্য নাই যিনি তাহার স্থূল অবগত নহেন।

কুরু পাণ্ডবের যে অদ্ভুত যুদ্ধ হয় তদ্বৃত্তান্ত, মহামুনি ব্যাসদেব কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়া মহাভারত নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই মহাভারত অতি সুবিখ্যাত সকল দেশের লোকেই ইহার প্রশংসা করেন। ইউরোপের লোকেরা গ্রীশদেশীয় কবি হোমারকে দেবতা-স্বরূপ জ্ঞান করেন, সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করেন না; আর কহেন যে তাঁহার সহিত কবির তুলনা সম্ভাব্য নহে। এমন যে হোমার, ভারতকার ব্যাসদেবকে তাহার তুল্যানুতুল্য করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; ইহাতে

তাহাদের বোধে যাহা চূড়ান্ত প্রশংসা তাহাই করা হইয়াছে। এই মহাকাব্য সাধারণের বোধার্থ কাশীরামদাস বঙ্গপদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক উপকার হইয়াছে, যেহেতু রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে অনেকের নীতি শিক্ষা হয়, আর এই বিবরণ ভারতবর্ষে কাহারো অগোচর নাই। ইংরাজেরা এক্ষণে এই রাজ্যের অধিপতি, ইহারা কি প্রকারে রাজ্য লইলেন বা কে রাজা, এতদ্দেশীয় সহস্র লোকের মধ্যে এক জন লোকও অবগত কিনা সন্দেহ, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কোন্ যুগে হইয়া গিয়াছে; তাহার বিবরণ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই জ্ঞাত। অতি সামান্যা স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিলে, সেও তাহা অনায়াসে বলিতে পারে। সামান্য দোকানীরাও শত শত বার ঐ বিবরণ পাঠ করিয়াছে, তথাপি তৎপাঠে ক্ষান্ত হয়না। ঐ বিবরণ কি মনোহর, যখনই পাঠ করা যায় তখনই নূতন বোধ হয়। বাল্মীকিকৃত রামায়ণ গ্রন্থের পক্ষেও এই কথা বলা যায়।

ইহা ভিন্ন মেঘদূত, পদাঙ্কদূত প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র কাব্য আছে। জয়দেব-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ গীতগোবিন্দ সর্ব্বত্র সমাদৃত। ইহাতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ভাব ও শব্দ সকলই সুমিষ্ট, এবং আশ্চর্য্য। ইহা প্রগাঢ় সংস্কৃতে রচিত, তথাপি কষ্টোচ্চার্য্য যুক্তাক্ষর

প্রায় দেখা যায় না, এবং যে সকল লোক উহার শব্দার্থ মর্ম্মার্থ কিছুই বুঝিতে পারেনা, কেবল ছন্দের পারিপাট্যে তাহারাও পাঠ ও গান করিয়া আমোদিত হইতে থাকে।

আয়ুর্ব্বেদাদি।—প্রাচীন হিন্দুরা আয়ুর্ব্বেদেও অতি নিপুণ ছিলেন। প্রাচীন ভেষজগ্রন্থমধ্যে চরক ও সুশ্রুত নামক দুইখান গ্রন্থই দেখিতে পাওয়া যায়। আরবেরা হিন্দুদিগের নিকট বৈদ্যক শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা আরবী গ্রন্থকারেরা স্পষ্ট স্বীকার করেন। একাদশ শত বর্ষ পূর্ব্বে বোগদাদের বাদশা হারুনঅলরসীদের সভায় দুইজন হিন্দু চিকিৎসক ছিলেন। হিন্দুরা ভেষজ বিদ্যায় যেমন ব্যুৎপন্ন অস্ত্রচিকিৎসাতেও তদ্রূপ নিপুণ ছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থে অন্যূন ১২৭ খান চিকিৎসার অস্ত্রের বিবরণ আছে।

সঙ্গীতশাস্ত্র ও চিত্রাদি শিল্প কর্ম্মে হিন্দুরা বহুকালাবধি বিখ্যাত। কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্য কতকাল আছে কেহ নিরূপণ করিতে পারেন নাই। এদেশজাত মণি মুক্তা স্বর্ণ রজত পট্টাদিময় বস্ত্র আর নানাপ্রকার অলঙ্কার চিরকাল ইউরোপে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হইয়া আসিতেছে। এমতে স্মরণাতীত কালাবধি ভারতবর্ষ সকল বিদ্যার আকর হইয়াছে।

কেবল ইউরোপেই এথানকার বিদ্যা বিস্তারিত

হইয়াছিল এমত নহে। আফ্রিকাতে মিসর বা ইজিপ্ট দেশে ও পূর্ব্বভাগে চীনরাজ্যেও ভারতবর্ষের জ্ঞানাঙ্কুর প্রথমে বপন হয়।

এ বিষয়ে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই যাহা লেখা গেল তাহাতেই বোধ হইবে প্রথমে এই ভারতবর্ষে বিদ্যারম্ভ হয়, তৎপরে ঐ বিদ্যা ক্রমে২ পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তারিত হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভারতবর্ষে কি প্রকারে লোক বসতি হয়, ও হিন্দু-সন্তানেরা কোথায় কোথায় গমন করেন।

ভারতবর্ষকে জম্বু দ্বীপ বা আসিয়াখণ্ডের দক্ষিণাংশ কহা যায়। ইহার উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণ সীমা যৎকিঞ্চিৎ অংশ ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্র মহাসমুদ্র, পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বদিকে হিমালয়ের শাখা যে পর্ব্বতশ্রেণী আছে সেই সকল পর্ব্বত ও তাহাদের মহাসমুদ্র, এবং পশ্চিম সীমা সিন্ধু নদীর পশ্চিমস্থ পূর্ব্বোক্ত হিমালয়ের শাখা অন্য এক পর্ব্বতশ্রেণি, ও তাহার নীচে মহাসমুদ্র *।

* ইহা লোকপ্রসিদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত বটে—মহাকবি কালিদাস কৃত কুমারসম্ভব নামক গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই কথিত হইয়াছে, এবং মনুতেও দেখা যাইতেছে যে হিমালয় পর্ব্বত ভারতবর্ষের উত্তর সীমা, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এস্থলে পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র যে দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রকে বুঝাইতেছে ইহাতে সন্দেহ হয় না, কারণ বিন্ধ্য গিরির উত্তরে যে সকল দেশ আছে, সেই সকল দেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সমুদ্রের উত্তরে ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে সকল স্থান আছে, ইহার পশ্চিমে কোন সমুদ্রই নাই, এবং পূর্ব্বদিকেও ব্রহ্মদেশ ও মহাচীনের কিয়দংশ

এই ভারতবর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণ রাজ্য নামে খ্যাত ছিল। উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বসমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র এই চতুঃসীমাবদ্ধ যে দেশ তাহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত। বিন্ধ্যাচল অবধি তাবৎ দক্ষিণ দেশকে দক্ষিণ বলা যাইত।

আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এই উভয় পর্ব্বতের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্ব অবধি প্রয়াগের পশ্চিম পর্য্যন্ত যে দেশ তাহার নাম মধ্যদেশ। ইহার মধ্যে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল, ও শূরসেন এই চারি দেশ ছিল।

এই সকল দেশের পূর্ব্ব নাম লোপ হইয়াছে, কিন্তু কুরুক্ষেত্রের নাম অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে, ইহাকে এক্ষণে

উল্লঙ্ঘন না করিলে সমুদ্র পাওয়া যায় না। সুতরাং মনু ও কালিদাস প্রভৃতি যে এ বিষয়ে এত ভ্রান্ত হইয়াছিলেন ইহা বোধ হয় না। অপর, পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকের পর্ব্বত সকল যে হিমালয়ের একরূপ শাখা ইহা দেদীপ্যমান আছে। আর চট্টগ্রামের দক্ষিণে কিঞ্চিদ্দূর পর্য্যন্ত সমুদ্র নাই, পর্ব্বতদ্বারা বেষ্টিত আছে, ইহাও দৃষ্ট হয়। তৎপ্রদেশস্থ পর্ব্বতমধ্যে আদিনাথ নামে তীর্থ প্রকাশ আছে, অদ্যাপি অনেক সন্ন্যাসী তথায় গমনাগমন করিয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে ও অমরসিংহ কৃত অভিধানে দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বে কিরাত বা ম্লেচ্ছ ও পশ্চিমে যবন ও ম্লেচ্ছদিগের বাস ছিল, এক্ষণেও সেইরূপ দৃষ্ট হয়। অন্য দুই দিকের সীমা বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

স্থানেশ্বর বলা যায়। মৎস্য দেশ * বর্ত্তমান জয়পুর। গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী দেশে হস্তিনা পুরীর পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগ চর্ম্মণ্বতী (চম্বল নদী) পর্য্যন্ত পঞ্চাল দেশ †। এবং মথুরা দেশের নাম শূরসেন। এই চারি দেশ মনুসংহিতাতে ব্রহ্মর্ষি দেশ বলিয়া খ্যাত। ইহার উত্তর সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী যে দেশ তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত।

ইহার মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং দেব-প্রণীত বিশেষণে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মনু ও আর আর প্রাচীন গ্রন্থকারেরা যাহা লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা বোধ হয় এই স্থানে হিন্দুবংশ ও ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এই বিষয়ে অনেকের অনেক মত। কেহ বলেন হিন্দুরা এই দেশের মনুষ্য ছিলেন না, অন্য দেশ হইতে আসিয়া এই দেশ জয় করিয়াছিলেন. এই কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এই ব্রহ্মাবর্ত্তের নাম এইরূপে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু

---

* মৎস্যদেশ দুই—রঙ্গপুর, দিনাজপুর এবং কুচবেহারকেও মৎস্যদেশ বলা যায়. ইহার আর এক নাম বিরাট। বিরাট রাজা এই খানে রাজত্ব করিতেন।

† সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা এই পঞ্চ নদীর মধ্যে যে দেশ তাহাকে পঞ্জাব কহে। ইহার বাঙ্গালা নাম পঞ্চনদ। বোধ হয় পঞ্চাল ইহারি নামান্তর।

কুরুক্ষেত্র তীর্থের নিকটে সরস্বতী নদী অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, ঘাগর নামে আর এক নদী তাহার দক্ষিণে পূর্ব্ববাহিনী হইয়া গিয়াছে। এই নদীর প্রাচীন নাম দৃষদ্বতী হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক অনেক গ্রন্থে ব্রহ্মাবর্ত্তের নাম উল্লিখিত আছে, এবং অনেকে এই স্থির করিয়াছেন ব্রহ্মাবর্ত্ত দিল্লীর ৫০ ক্রোশ পশ্চিম-উত্তর এবং পঞ্জাবের পূর্ব্বে ছিল। কেহ২ ইহাও বলেন পঞ্জাব ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাহা হউক এই ব্রহ্মাবর্ত্তে প্রথমে হিন্দুদিগের বসতি ছিল, ইহা মহাভারত ও রামায়ণাদি ভূরি২ গ্রন্থে প্রকাশ আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। এই ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে যমুনা ও গঙ্গাতট পর্য্যন্ত হিন্দুজাতি ক্রমে বিস্তৃত হইয়াছিল।

মনুসংহিতা দ্বারা আরো জানা যাইতেছে তৎকালে হিন্দুদিগের বসতি কেবল বিন্ধ্য হিমালয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যেই ছিল, তদ্ভিন্ন অন্যান্য দেশে ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা বাস করিত। কালক্রমে তাহাতেও হিন্দু জাতির বসতি হইয়াছে।

পুরাণলেখকেরা ব্রহ্মাবর্ত্ত বা ব্রহ্মর্ষি দেশের কোন বিবরণ লেখেন নাই, কেবল অযোধ্যা নগরের স্থাপন অবধি ইতিহাস আরম্ভ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা জানা যায়, বৈবস্বত মনু কর্ত্তৃক অযোধ্যা রাজ্য নির্ম্মিত হয়,

তৎপরে তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকু তথাকার প্রথম রাজা হয়েন। এই ইক্ষ্বাকু হইতেই সূর্য্যবংশের উৎপত্তি ও গণনা হইয়াছে, এবং তাঁহার সন্তানেরা ক্রমশঃ পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণে রাজ্য ও বংশ বিস্তার করেন। তাহার প্রমাণ, ইক্ষ্বাকুর পুত্র নিমি মিথিলা (ত্রিহুত) রাজ্য স্থাপন করেন, এবং তাঁহা হইতে মিথিলার রাজবংশের উৎপত্তি হয়। এই নিমির আর এক নাম বিদেহ, তদনুসারে মিথিলার আর এক নাম বিদেহ। ইক্ষ্বাকুর সহোদর করূষ হইতে মহাবল কারূষ ক্ষত্রিয়-দের উৎপত্তি, তাঁহারা বিন্ধ্য গিরিতে বাস করেন। তাঁহার অন্য ভ্রাতা শর্য্যাতির পৌত্র রেবত আনর্ত্ত দেশের অধিপতি হইয়া কুশস্থলী (দ্বারকা) নগরীতে রাজধানী করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা নেদিষ্ঠবংশীয় বিশাল নৃপতি মিথিলাসন্নিহিত বৈশালী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ভিন্ন ইক্ষ্বাকুর শত পুত্র মেরু গিরির দক্ষিণোত্তরে বাস করেন, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পৌত্র রেবত রাজার পুত্রেরা নানাদিক্ গমন করেন, ও তৎ-কুলোদ্ভব ক্ষত্রিয়দিগের নানাদেশে বাস হয়। ইহাতে সূর্য্যবংশীয় নৃপতিদ্বারাও অনেক রাজ্য ও অনেক দেশে লোক স্থাপিত হয়। পুরাণে ইহার প্রমাণ আছে *।

* বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, রেবতের শত পুত্র রাক্ষসভয়ে নানা দিকে পলায়ন, এবং তাহাদিগের বংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা সর্ব্বদিকে বসতি করেন। (তত্ত্ববোধিনী)।

কিন্তু সূর্য্যবংশ অপেক্ষা চন্দ্রবংশীয়েরা আরো অনেক দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই চন্দ্রবংশও মনুর আর এক সন্তান সুদ্যুম্ন হইতে উৎপন্ন হয়। সুদ্যুম্নের কন্যাভাব প্রাপ্তির এক কল্পিত উপাখ্যান আছে, তাহা লিখিবার প্রয়োজনাভাব। সুদ্যুম্নের দুই পুত্র ছিল, উৎকল ও গয়, ইহারা উৎকল ও গয়া নামে দুই রাজ্য স্থাপন করেন। সুদ্যুম্ন স্বয়ং প্রয়াগের পূর্ব্বাংশে প্রতিষ্ঠান পুরীতে বাস করিয়া চন্দ্রবংশীয় পুরুরবা নৃপতিকে ঐ স্থান সমর্পণ করেন। পুরুরবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম আয়ুঃ। তাঁহার পুত্র ক্ষত্ত্রবৃদ্ধের সন্তানেরা কাশী অধিকার করেন। অমাবসু নামে পুরুরবার অন্য এক পুত্র ছিলেন, তৎকুলোদ্ভব কুশ রাজার চারি পুত্র ছিল। তাঁহার প্রথম পুত্র কুশনাভ কান্যকুব্জ পুরী স্থাপন করেন। কান্যকুব্জের আর এক নাম মহোদয়। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র অমর্ত্তারয়া কামরূপ স্থাপন করেন, ইহার আর এক নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ। তৃতীয় পুত্র বসু গিরিব্রজ * অর্থাৎ মগধ-

* গিরিব্রজ মগধ দেশের অন্তঃপাতি, তাহার প্রমাণ, রামায়ণের আদিকাণ্ডে এই প্রকার লিখিত আছে যে, সে স্থানে পঞ্চ শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত আছে। আর মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে লিখিত আছে যে জরাসন্ধের পুরী গিরিব্রজ পঞ্চ মহাপর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। এই পঞ্চ পর্ব্বত এখন পর্য্যন্ত ফল্গু নদীর পূর্ব্বে বর্ত্তমান আছে। এই পঞ্চ পর্ব্বতের নাম রত্নগিরি, বিপ্লগিরি,

রাজ্য স্থাপন করেন, এবং কুশাম্ব কৌশাম্বী নামে পুরী স্থাপন করেন। এই কৌশাম্বী নগর প্রয়াগ ও মগধের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল।

আয়ুর অন্য এক পুত্রের নাম নহুষ। তৎপুত্র ভুবনবিখ্যাত যযাতির পাঁচ পুত্র ছিল, যদু, অনু, তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু ও পুরু। যদুবংশীয় নৃপতি শশবিন্দুর পুত্র পরিঘ এবং হরি বিদেহ নগরে অবস্থিতি করেন। জ্যামঘ নামে তাঁহার অন্য এক পুত্র গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নর্ম্মদাকূলে পর্ব্বত অধিকার করিয়া ঋক্ষবান্ এবং শুক্তিমান্ পর্ব্বতে বসতি করেন। তাঁহার পুত্রের নাম বিদর্ভ, তাঁহা হইতে বিদর্ভ দেশের নাম হইয়া থাকিবে। এবং বিদর্ভের পুত্রের নাম চেদি, তাঁহা হইতেই চেদি বংশের উৎপত্তি হয়।

যযাতির দ্বিতীয় পুত্রের নাম অনু। তদ্বংশীয় উশীনর এবং শিবির পুত্রেরা পঞ্জাব আদি পশ্চিম উত্তর খণ্ডের অন্তঃপাতি শিবি, সৌবীর, মদ্র, কেকয় প্রভৃতি দেশ অধিকার করিয়াছিলেন *। এই উশীনরের

বৈভারগিরি, শোণগিরি ও উদয়গিরি। এই গিরিব্রজকে বৌদ্ধেরা রাজগৃহ কহিতেন। তথায় তীর্থযাত্রিরা পিণ্ডদান করেন। ইহার তিন চারি ক্রোশ অন্তরে গিরিযক নামে এক পর্ব্বত আছে, তত্রস্থ লোকেরা তাহাকে গিরিব্রজ বলিয়া থাকে।

* শিবি দেশে কোটিকাস্য নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি দ্রৌপদী হরণার্থ সিন্ধু ও সৌবীরের রাজা জয়দ্রথের সহযোগী

ভ্রাতা তিতিক্ষুর কুলোদ্ভব বলির ভার্য্যার গর্ব্ভে ও দীর্ঘতমসের ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম এবং পুণ্ড্র নামে পঞ্চ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা প্রত্যেকে যে যে দেশে বাস করিয়াছিলেন, তাহা স্ব স্ব নামে খ্যাত করেন *।

হন। গ্রীক গ্রন্থের দ্বারা বোধ হয় পশ্চিমে সিন্ধু ও পূর্ব্বে চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মধ্যস্থলে এই নগর ছিল।

সৌবীর।—মহাভারত ও পুরাণে সৌবীর দেশকে সিন্ধুর সহিত একত্র করিয়া সিন্ধুসৌবীর নামে লিখিয়াছে, ইহাতে সৌবীর সিন্ধুর নিকটবর্ত্তী ছিল বোধ হইতেছে।

মদ্র।—মদ্র পঞ্জাবের অন্তর্গত কোন দেশ হইবে। মহাভারতে উক্ত আছে শল্য মদ্রাধিপতি ছিলেন, এবং নকুল শাকল দেশ প্রাপ্ত হইয়া শল্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন। গ্রীক গ্রন্থে লেখে বিপাশা ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে শাঙ্গল নামে এক নগর ছিল। এই শাঙ্গল এবং সংস্কৃত শকল এক স্থানের নাম হইতে পারে। মদ্র লোকেরা তথায় বাস করিত।

কেকয়।—পঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাশা নদীর কতক দূর পশ্চিমে পর্ব্বতময় দেশকে কেকয় দেশ বলা যাইত।

* অঙ্গ।—অঙ্গবংশোদ্ভব চম্প রাজা চম্পা নগর স্থাপন করেন। মহাভারতে ঐ চম্পা নগরকে অঙ্গ রাজার রাজধানী বলিয়া লিখিয়াছেন। এই চম্পা নগর বর্ত্তমান ভাগলপুরের নিকট।

বঙ্গ।—বঙ্গদেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বদেশ, ইহা এক্ষণ পর্য্যন্ত সেই নামে চলিতেছে।

কলিঙ্গ।—উৎকলের দক্ষিণ দ্রাবিড় পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরস্থ দেশের নাম কলিঙ্গ।

সুহ্ম।—সুহ্মদেশ পূর্ব্ব দেশের মধ্যে গণিত হইয়াছে। মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে ভীমের দিগ্বিজয় আখ্যানে লিখিত আছে তিনি বিদেহ (ত্রিহুত) ও কিরাত দেশ জয় করিয়া, সুহ্ম ও

যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুর বংশীয় রাজারা মধ্যদেশে ও মগধরাজ্যে রাজত্ব করেন। তৎকুলোদ্ভব হস্তী হস্তিনাপুরী সংস্থাপন করেন*। এই হস্তীর পুত্র

সুক্ষ দেশ পরাজয় করিলেন। কিরাত জাতি হিন্দুশাস্ত্রে ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে গণিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাহাদিগকে ভোট বলা যায়। তাহারা সম্ভবতঃ কিরাত জাতি। অতএব সুক্ষ দেশ বঙ্গ রাজ্যের উত্তর বা উত্তর-পূর্ব্ব অংশ হইতে পারে। বিদ্বদ্বর শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেব এই দেশকে ত্রিপুরা ও আরাকান বলিয়া অনুমান করেন।

পুণ্ড্র।—ভবিষ্য পুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ডাধ্যায় অনুসারে পুণ্ড্র দেশের উত্তর-পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র নদী, হিমালয়ের পূর্ব্ব ভাগ এবং ঢাকার উত্তর স্থান। দক্ষিণ পশ্চিম সীমা মগধের দক্ষিণ ভাগ, পশ্চিম সীমা রেবা ও বুন্দেল খণ্ড। এবং দক্ষিণ সীমা গণ্ড-য়ানা, ছোট নাগপুর, উৎকল, এবং বঙ্গ দেশের দক্ষিণ ভাগ। এক্ষণকার বাঙ্গালার মধ্যে রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, নবদ্বীপ জিলার কিয়দংশ, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুরের কিয়দংশ, এবং জঙ্গলমহল। বেহারের মধ্যে রামগড়, পচেট ও পালামো, এবং আলাহাবাদের মধ্যে চুনারের কিয়দংশ। এই সকল জিলা পূর্ব্বে পুণ্ড্র দেশ ছিল। কিন্তু যখন অঙ্গ মগধাদির স্বতন্ত্র নির্দেশ আছে তখন প্রথমতঃ পুণ্ড্র দেশ এতদপেক্ষা বিস্তারিত না থাকিবে। ভাগবতে উৎকলের বসতি এই মতে স্মৃত করিয়াছেন। যথা "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদ্যাঃ সুক্ষ পুণ্ড্রাজ্র সংজ্ঞিতাঃ।" কিন্তু উৎকলে হিন্দুবংশের অধিবাস ইহার পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রীযুক্ত উইলসন সাহেব অনুমান করেন এই বচনে বঙ্গ কলিঙ্গাদি কতিপয় নাম তত্তৎদেশে হিন্দুসন্তানদিগের বসতি হইবার পর কল্পিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সুদ্যুম্নের পুত্র উৎকল দ্বারা উৎকল দেশের নাম প্রসিদ্ধ হইবার যে আখ্যান কথিত হইয়াছে তাহাও তদ্রূপ কল্পনা বোধ হয়, যেহেতু কাশ্যাদি দেশ অপেক্ষা অগ্রে উৎকল অধিকার করা সম্ভব নহে। (তত্ত্ববোধিনী)

* হস্তিনাপুরী দিল্লীর পূর্ব্বাংশে ছিল, তাহা গঙ্গার স্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার ভগ্ন চিহ্ন দিল্লীর পূর্ব্বে প্রায় ১০ ক্রোশ দূরে দৃষ্ট হয়।

অজমীঢ়ের বংশ বহু স্থানে বিস্তারিত হইবার বিবরণ আছে। তাঁহার পুত্র নীলবংশোদ্ভব হর্য্যাশ্ব রাজা ও তাঁহার পঞ্চ পুত্র পঞ্চাল রাজ্যে রাজত্ব করেন। এই রাজ্যের পঞ্চ খণ্ডে পঞ্চ পুত্রের অধিকার প্রযুক্তই সে রাজ্য পঞ্চাল নামে খ্যাত। অজমীঢ়ের অন্য এক পুত্রের নাম ঋক্ষ। তৎপুত্র সম্বরণকে পাঞ্চালেরা রণে পরাস্ত করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট করে, এজন্য সম্বরণ হস্তিনাপুরী হইতে সপরিবারে অমাত্য ও সুহৃদ্‌গণ সহিত পশ্চিমে সিন্ধুনদীর তীরে পর্ব্বত-সন্নিধানে অবস্থিতি করেন। তৎপরে পুনর্ব্বার তাঁহারা হস্তিনাপুরী অধিকার করিয়াছিলেন। এই সম্বরণের পুত্র কুরুর নামে কুরুজাঙ্গল দেশ ও কুরুক্ষেত্র তীর্থের নাম প্রসিদ্ধ হয়। ঋক্ষবংশীয় বৃহদ্রথ প্রভৃতি ভূপতিগণ মগধ রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।

যযাতির আর এক সন্তানের নাম দ্রুহ্যু। তৎকুলোদ্ভব গান্ধার কর্ত্তৃক গান্ধার রাজ্য স্থাপিত হয়*।

---

* কাবুলের পশ্চিম উত্তর যে বর্ত্তমান কান্ধার দেশ আছে তাহাই পূর্ব্বে গান্ধার নামে খ্যাত ছিল। এই দেশের লোকেরা প্রথমতঃ ধর্ম্মশীল ছিল, এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধার রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে ইহাদের আকারের বৈলক্ষণ্য জন্মে। তৎপরে ইহারা পারস্য দেশের অধীন হইয়া ছিল। তাহাতে ঐ দেশে পারস্য ভাষা প্রচলিত হইলে, বোধ হয় ঐ ভাষার (ক ও গ) কাফ ও গাফ অক্ষরের সমতা প্রযুক্ত গান্ধার শব্দ ঘুচিয়া কান্ধার শব্দ হইয়া থাকিবে।

এবং তৎকুলোদ্ভব প্রচেতার পুত্রগণের উত্তর অঞ্চলে ম্লেচ্ছ দেশে আধিপত্য করিবার প্রসঙ্গ উল্লেখিত আছে।

তুর্ব্বসু হইতে যবন জাতির উদ্ভব হয়, ইহা মহাভারতে লেখা আছে, কিন্তু ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

কাশ্মীর রাজ্যে হিন্দুদিগের বসতির বিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। ঐ রাজ্য সম্পর্কীয় এ প্রকার এক প্রাচীন গল্প আছে যে, কাশ্মীর রাজ্য পূর্ব্বে জলে মগ্ন ছিল, কশ্যপ মুনি ঐ জল নিঃসারিত করিয়া কাশ্মীর রাজ্য স্থাপন করেন; মুসলমানগ্রন্থে লেখে যে ঐ মুনি তথায় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়াছিলেন; রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে লিখিয়াছে ঐ রাজ্যের প্রথম রাজা গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন; কিন্তু মুসলমান গ্রন্থকারেরা লেখেন গোনর্দ্দের পূর্ব্বে পাণ্ডু নামে তথাকার এক রাজা ছিলেন। গ্রীক গ্রন্থকর্ত্তা তলমীও লেখেন যে বিতস্তা নদীর নিকটে এক পাণ্ডু রাজ্য ছিল। অপর, মহাভারতেও ইহা দৃষ্ট হয় যে পঞ্চ পাণ্ডব পূর্ব্বকালে হিমালয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, ইহাতে বোধ হয় কৌরব বংশ এই রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

এইপ্রকার মধ্যে ও পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, মথুরা, কান্য-

কুরুক্ষেত্র, পঞ্চাল এবং দ্বারিকা, সিন্ধু ও সিন্ধু-পার পূর্ব্বদিকে কাশী, মিথিলা, মগধ, বঙ্গ প্রভৃতি ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি ও তৎপৃষ্ঠে বিদর্ভ পর্য্যন্ত মনুসন্তানেরা আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়াছিলেন। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণে ইহার যে বৃত্তান্ত লিখিত আছে, তাহা কদাপি মিথ্যা বোধ হইতে পারে না। বিশেষতঃ ঐ সকল বিবরণ অকম্পিত, পাষাণপট ও তাম্রপট্টে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

এস্থলে দক্ষিণদেশে হিন্দুসন্তানদিগের বসতির বিবরণ লেখা গেল না। এই দেশ পূর্ব্বকালে ম্লেচ্ছ বলিয়া গণনীয় ছিল। বিশেষতঃ মনুর দশম অধ্যায়ে দ্রাবিড়াদি দেশীয় লোক সকলকে শক যবনাদি ম্লেচ্ছ জাতির মধ্যে গণনা করা গিয়াছে। ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ কি, তাহা স্পষ্ট নির্দ্ধারণ কিছুই নাই।

মনুসংহিতাতে লিখিত আছে পৌণ্ড্র, উড়, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ এবং খশ এই সমস্ত লোকেরা ম্লেচ্ছ মধ্যে গণ্য ছিল। স্থানান্তরে লেখে ইহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পুরাণ ইতিহাস ও ভূরি ২ গ্রন্থে ম্লেচ্ছদিগকে ধর্ম্মচ্যুত ক্ষত্রিয় রূপে উক্ত করিয়াছেন, এবং সগরাদির উপাখ্যানে ধর্ম্মচ্যুত ক্ষত্রিয়দিগের শক যবনাদি ম্লেচ্ছ হইবার বিবরণ আছে।

• এই বিবরণের স্থূল তাৎপর্য্য এই। বৈবস্বত মনু-পুত্র পৃষধ্র গুরুর গাবী হনন করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়, এবং তদ্বংশীয়েরা যদিও বেদবিহিত ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করিতেন, কিন্তু তাঁহাদিগের যবন খ্যাতি হইয়াছিল। ইহাদিগের কোনং শ্রেণি শক, কাম্বোজ, পারদ, খশ, পহ্লব নামে খ্যাত ছিল। বহুকাল পরে বাহুক নামে সূর্য্যবংশীয় এক রাজা হইয়াছিলেন। তালজঙ্ঘ হৈহয়বংশীয় রাজারা পৃষধ্রবংশীয় যবনদিগের সহযোগে তাঁহাকে নিগ্রহ করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করেন। বাহুক রাজার পুত্র সগর এক মুনির আশ্রমে থাকিয়া ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে পিতৃশত্রুদিগকে দণ্ড দিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রথমাদি তালজঙ্ঘ হৈহয়দিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে ঐ জাতীয়েরা মহাভীত হইয়া বশিষ্ঠের শরণাগত হইল। বশিষ্ঠ তাহাদিগকে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগের পরামর্শ দিয়া সগর রাজাকে বলিলেন তাহাদিগকে ক্ষমা করেন। সগর রাজা তাঁহার অনুরোধে তাহাদিগকে বধ না করিয়া তাহাদিগের ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা রহিত করিলেন, এবং কাহারো সর্ব্বশিরোমুণ্ডন, কাহারো অর্দ্ধশিরোমুণ্ডন, *

* অর্দ্ধমুণ্ড শিরস্কাংশ্চ সর্ব্বমুণ্ডানথাপরান্। কাংশ্চিৎ শ্মশ্রু-ধরান্ কাংশ্চিৎ মুক্তকচ্ছানথাপরান্॥ হরিবংশ।

কাহাকে শ্মশ্রুধারী ও কাহাকে মুক্তকচ্ছ করিয়া সিন্ধু-পার করিয়া দিলেন। যে হেতু তাহারা অপর হিন্দু-দিগের সহিত একত্র বাস করিতে না পারে। তাহাতে ঐ সকল জাতীয়েরা হিন্দুস্থান ত্যাগ করিয়া পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চলে বাস করিতে লাগিল। বিষ্ণু-পুরাণে লেখে যাহারা সর্ব্বশিরোমুণ্ডিত তাহারা যবন, যাহারা অর্দ্ধশিরোমুণ্ডিত তাহারা শক, যাহাদিগের প্রলম্বিত কেশ তাহারা পারদ, এবং পহ্লবেরা শ্মশ্রু-ধারী *। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে এই কথা প্রমাণ আছে, ঐ গ্রন্থে লেখে যবন ও কাম্বোজেরা সর্ব্বশিরোমুণ্ডিত, পারদেরা মুক্তকেশ, এবং পহ্লবেরা শ্মশ্রুধারী †। সম্ভবতঃ এই সকল জাতি হইতে আরব, তুর্কী, ইহুদী, পারস, ও আর ২ সকল যবন জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। যেহেতু আরবীয়েরা সর্ব্বশিরোমুণ্ডিত, তুর্কী ও ইহুদীরা অর্দ্ধশিরোমুণ্ডিত, পারসেরা মুক্তকেশ, এবং আর ২ মুসলমানেরা শ্মশ্রুধারী। অতএব ইহারা সকলেই প্রথমে হিন্দুসন্তান ছিল ইহা অসম্ভব নহে। তবে যে মুসলমানদিগের আচার ব্যবহারাদি হিন্দুদিগের

---

* যবনান্ মুণ্ডিতশিরসোঽর্দ্ধমুণ্ডান্ শকান্ প্রলম্বকেশান্ পারদান্ পহ্লবাংশ্চ শ্মশ্রুধারিণঃ। বিষ্ণুপুরাণ।

† যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈবচ।
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

আচার ব্যবহারের বিপরীত তাহার কারণ এই, সগর রাজা যখন তাহাদিগকে দেশান্তরিত করেন তখন তাহাদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়া হিন্দুদিগের বিপরীত বেশাদি ধারণ করান। এই জন্য তাহাদের বেশ ব্যবহারাদি হিন্দুদিগের বিপরীত, এবং এই কারণে তাহারা হিন্দুদ্বেষী হইয়া থাকিবে এমন অনুমান করা যাইতে পারে।

পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির বিষয়ে তত্ত্ববোধিনীলেখকেরা যে টীকা করিয়াছেন তাহার সার ভাগ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

পৌণ্ড্র।—পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে যে গৌড়াদি পূর্ব্বদেশের নাম পুণ্ড্র, তদ্দেশবাসীদিগের নাম পৌণ্ড্র। ইহারা হিন্দু আচার ভ্রষ্ট ছিল।

উড্র।—উৎকল দেশীয় লোকদিগের নাম উড্র।

দ্রাবিড়।—দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বভাগে কলিঙ্গের দক্ষিণে কুমারিকা পর্য্যন্ত দ্রাবিড়। তদ্দেশীয় লোকদিগের নাম দ্রাবিড়।

এই সকল দেশে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতির বসতি ছিল না। ইহাতে ঐ সকল দেশ ম্লেচ্ছরূপে গণনীয় হইয়া থাকিবে।

কাম্বোজ।—ভূখার অর্থাৎ বর্ত্তমান বোখারার দক্ষিণ অংশে পারোপার্মিস পর্ব্বতে ও তাহার উত্তর ভূমিতে

আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণ ছিল।

পারসীক ভাষাতে দাবিস্তান নামক গ্রন্থে লেখে, মহাবাদ মনুষ্যদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। অগ্নিহোত্রী ঋত্বিক্, জ্ঞানবান, স্বর্গোপাসক এবং বিদ্যাবান, ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নিয়ম রক্ষার জন্য যাঁহারা নিযুক্ত হইলেন, তাঁহারা প্রথম শ্রেণী ভুক্ত. তাঁহাদিগের নাম বর্ম্মান অর্থাৎ দেবতুল্য।

রাজা ও বীরগণ দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তাঁহারা রাজ্য রক্ষণ, নিয়ম প্রচার, বিচার কার্য্য, এবং রাজ্যের উপদ্রব নিবারণ করিতেন। তাঁহাদিগের নাম চত্রমান্ চত্রমন এবং চত্রি *। চত্রির অর্থ প্রধান ব্যক্তিদিগের চিহ্ন, এবং ছায়াদায়ক ছত্রকেও চত্র কহা যায়। পৃথিবীস্থ লোক সকল ইহাদিগের আশ্রয়ে স্থিতি করিয়াছেন।

কৃষি লোকেরা তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিল, তাহারা ব্যবসায় এবং শিল্পকর্ম্ম করিত। ইহাদিগের নাম বাস। বাসের অর্থ আধিক্য, এই শ্রেণীভুক্ত লোক অন্য শ্রেণীস্থ লোক অপেক্ষা অধিক, এনিমিত্ত তাহাদিগের নাম বাস †। বাসের আর এক অর্থ ভূমি-

* চত্রি অর্থাৎ ক্ষত্রি বা ক্ষত্রিয়।

† বাস বৈশ্য।

কর্ষণ ও প্রচুরতা। ইহাদেরই তাহাদের নাম বাস হইয়াছে।

চতুর্থ শ্রেণী ভুক্ত লোক দিগের নাম সুদীন, সুদী এবং সুদ। তাহারা নানা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। সুদ অর্থ লভ্য, ইহাদিগের দ্বারা লভ্য, পরিশ্রমের লাঘব, এবং আরাম হইত, এই জন্য ইহাদের নাম সুদীন ইত্যাদি।

আর পূর্ব্বকালে লিঙ্গ উপাসনা কেবল ভারতবর্ষ মধ্যে বদ্ধ ছিল না, তত্ত্ববোধিনী পত্র লেখকেরা লিখিয়াছেন এখান হইতে প্রায় অষ্টাদশ শত ক্রোশ পশ্চিমে মিসর দেশে অসীরিস নামক দেবলিঙ্গ পূজা বাহুল্য রূপে প্রচলিত ছিল। এই অসীরিস এবং তৎপত্নী আইসীস দেবীর সহিত শিব এবং তাঁহার শক্তি ভগবতীর বিবিধ বিষয়ে ঐক্য হয়। বিশ্বরূপা ভগবতীর ন্যায় আইসীস দেবী পৃথিবীরূপা, এবং শক্তিযন্ত্রের ত্রিকোণাকৃতির ন্যায় ত্রিকোণ আকার, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তির সঙ্কেত ছিল। শিবের অংশ রুদ্র যেরূপ সংহারকর্ত্তা, অসীরিস তদ্রূপ যমরূপী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শিবের বাহন বৃষ যে প্রকার পূজ্য অসীরিসেরও এপিস্ নামক এক বৃষ ছিল, ঐ বৃষ তাঁহার অংশ বলিয়া পূজিত হইত। জনশ্রুতি আছে, বেকস দেব ভারতবর্ষ হইতে দুই বৃষকে মিসর

দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহারই এক স্থানের নাম এপিস। শিবের ন্যায় অসীরিসের শিরোভূষণ সর্প, এবং তাঁহার হস্তে এক দণ্ড থাকিত। মিসর দেশে অসীরিস দেবের অনেক পাষাণমূর্ত্তির সহিত শিব-পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাঁহার এক প্রিয় বৃক্ষ ছিল, তাহার পত্র শিবপ্রিয় বিল্বপত্রের ন্যায় ত্রিভাগে বিভক্ত, এ প্রযুক্ত গ্রীক ভাষাতে সেই পত্র ত্রিশূল নামে উক্ত হয়। বারাণসীর ন্যায় মেম্ফিষ নগর তাঁহার বিশেষ মহিমাস্থান ছিল। দুগ্ধ দ্বারা শিবস্নান বা শিব অভিষেকের ন্যায় ফিলি-দ্বীপে অসীরিস দেবের পীঠস্থানে তত্রস্থ ঋত্বিকেরা প্রত্যহ ৩৬০ পাত্র দুগ্ধ দান করিতেন। মহাদেবের সহিত অসীরিস দেবের এক বিশেষ প্রভেদ এই যে মহাদেব সামান্যতঃ শ্বেতবর্ণ, অসীরিস কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু শিব অংশ মহাকালের কৃষ্ণ বর্ণ লিখিয়াছেন। (তত্ত্ব-বোধিনী।)

এই সকল স্থানে হিন্দুদিগের গমনাগমন ছিল তাহার সন্দেহ নাই, বরঞ্চ এমন বোধ হইতে পারে, হিন্দুরা এই সকল দেশে বসবাস করিয়াছেন, এবং এক্ষণে এই সকল দেশে যে সকল লোক দেখা যায় তাহারা ঐ সকল হিন্দুদিগের বংশোদ্ভব। পরন্তু মনু-সংহিতা ও যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি দ্বারা

জানা গিয়াছে হিন্দুরা স্থলপথে যেমন অন্য ২ দেশে গমন করিতেন, জলপথেও তাহাদিগের সেই প্রকার গমনাগমন ছিল। সগর রাজা সাগরের রাজা ছিলেন এ কথা ভুবনবিখ্যাত। তিনি কোন্ স্থানে রাজধানী করিয়াছিলেন তাহা আমরা নির্দ্ধারিত বলিতে পারি না, কিন্তু তিনি সমুদ্রমধ্যস্থিত কোন দ্বীপে রাজত্ব করিতেন, এবং তাঁহার অনেক সাগরতরী ও সৈন্য ছিল, তৎসহযোগে তিনি সমুদ্রের অনেক দূর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, কিম্বা সমুদায় সাগর অধিকার করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার নাম সগর হইয়াছিল। এক্ষণে সমুদ্রকূলে ও সমুদ্রমধ্যে এমন অনেক স্থান আছে তথায় হিন্দু ব্যবহারাদি দৃষ্ট হয়।

রামায়ণ দ্বারা জানা যায় রামচন্দ্র প্রভৃতি অনেক২ বীর সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় গমন করিয়াছিলেন। পালিভাষায় লিখিত মহাবংশ গ্রন্থে দেখা যায় এদেশীয় লোকেরা অনেকেই সমুদ্রে গমনাগমন করিতেন। ভারতবর্ষস্থ সিংহবাহু রাজা তাঁহার পুত্র বিজয় প্রভৃতিকে সমুদ্রে প্রেরণ করেন, তাঁহার কেহ সিংহল, কেহ অন্য২ দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন। কুমারেরা যে দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন তাহার নাম নগ্ন দ্বীপ। তাঁহাদিগের ভার্য্যারা যে দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন তাহার নাম মহিন্দ দ্বীপ।

বিজয় রাজা ভারতবর্ষ হইতে তাঁহার ভ্রাতা সুমি-ত্রকে আহ্বান করেন, তাহাতে সুমিত্রের পুত্র পাণ্ডু বাসুদেব লঙ্কাতে উপস্থিত হইলে, বিজয় রাজার মৃত্যু প্রযুক্ত, তত্রস্থ রাজমন্ত্রিরা তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন।

মহাভারতে অর্জ্জুন ও নকুলের দিগ্বিজয়ার্থ সাগ-রান্তর্গত বহুতর দ্বীপে ও ভারতবর্ষবহির্ভূত অন্যান্য বিবিধ দেশে যাত্রা, এবং রঘুবংশে রঘুরাজার পারসীক আদি পশ্চিম রাজ্য জয় করিবার বর্ণনা আছে। এই সকল স্থানে গমনাগমনের বিধি না থাকিলে সে সকল কথা কাব্যগ্রন্থে উল্লিখিত হইত না। আর কবিকঙ্ক-ণের গ্রন্থে দেখা যায় বঙ্গদেশীয় ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগর সিংহলে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন স্ত্রীলোকদিগের অমাবস্যা ব্রতের কথায় চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য গমনের প্রসঙ্গ আছে। যখন এই সমস্ত উপকথার মধ্যেও হিন্দুদিগের সাগর যাত্রার উল্লেখ আছে, তখন সে কথা কোন প্রকারে মিথ্যা বোধ হইতে পারে না।

ভারতসমুদ্রস্থিত জাবা দ্বীপে ইদানীং মুসলমান-ধর্ম্ম প্রবল হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে ঐ স্থানে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহার অখণ্ড চিহ্ন অদ্যাপি স্পষ্ট রহিয়াছে। তথাকার প্রাচীন লোকেরা হিন্দু ছিলেন,

সপ্তদশ শত বৎসর হইল তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। ঐ দ্বীপে প্রম্বনন নামে এক স্থান আছে তাহার এক স্থলে দুই শত অপেক্ষাও অধিক মন্দির বর্ত্তমান। ঐ সকল মন্দিরে শিব, দুর্গা, সূর্য্য, গণেশ প্রভৃতি পাষাণ পিত্তলাদি নির্ম্মিত নানা দেব-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। জাবাবাসীরা মুসলমান হইয়াও অনেকে ঐ সকল প্রতিমূর্ত্তিকে অদ্যাপি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকে।

বালি দ্বীপে অদ্যাপি যে ধর্ম্ম প্রচলিত তাহা সম্পূর্ণ হিন্দুদিগেরই ধর্ম্ম। সেখানে প্রধান চারি বর্ণ আছে, যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষ হইতে ক্ষত্রিয়, নাভির অধোভাগ হইতে বৈশ্য, এবং পাদ হইতে শূদ্রবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। চণ্ডাল জাতিও সেখানে দৃষ্ট হয়, তাহারা গ্রামের প্রান্তভাগে বাস করিয়া চর্ম্ম ও মদ্য ব্যবসায় প্রভৃতি হীন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে। ব্রাহ্মণেরা মাংসাদি বর্জ্জিত হইয়া কেবল যব তণ্ডুল ও ফল মূলাদি আহার করেন। তথায় শবদাহ হয়, এবং সতীর সহগমনের প্রথাও চলিত আছে। স্ত্রী যদি স্বামীর চিতারোহণ করে, তবে তত্রস্থ ভাষাতে তাহাকে সত্য বলে। উপপত্নী বা দাসী অথবা পরিবারস্থ অন্য কোন স্ত্রী সহমৃতা হইলে তাহাকে বেল কহে। উৎকৃষ্ট

বর্ণ অধম বর্ণ হইতে স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু অধম বর্ণ উৎকৃষ্ট বর্ণের কন্যা গ্রহণে অধিকারী নহে; শিবোপাসনাই তথাকার প্রচলিত ধর্ম্ম। তত্রস্থ ব্রাহ্মণেরা মূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন না। এখানকার ন্যায় চারি যুগের গণনা তথায় প্রচলিত আছে, যথা কৃতযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ এবং কলিযুগ। এ দেশের সংস্কৃত ভাষার ন্যায় তত্রস্থ কবি-নামক ভাষা অতি মান্য, তাহাতেই সমুদয় গ্রন্থাদি লিখিত হয়। ব্রতযুদ্ধ নামক এক গ্রন্থে মহাভারতের যুদ্ধ সকল বর্ণনা আছে, তদ্ব্যতীত রামায়ণ, নীতিশাস্ত্র, অর্জ্জুনবিজয় এবং আগম, বেদাগম, সর্ব্বাগম, তত্ত্ব প্রভৃতি নামে অনেক গ্রন্থ প্রচলিত আছে। অধিক প্রমাণ আর কি লিখিব, কবিতার ছন্দ পর্য্যন্ত সংস্কৃত, যথা শার্দ্দূলবিক্রীড়িত, বসন্ততিলক, বংশপত্র, স্রগ্ধরা, চম্পকমালা, দণ্ড, প্রবীরললিত।

এই বালি দ্বীপ ও জাবা দ্বীপ ও অন্য অন্য দ্বীপস্থ মনুষ্যদিগের মধ্যে জনশ্রুতি আছে, এবং তাহাদিগের গ্রন্থেও লিখিত আছে, যে তাহারা ভারতবর্ষস্থ কলিঙ্গ দেশ হইতে তথায় গমন করিয়াছিলেন।

বর্ণীয় উপদ্বীপস্থ সরাবকা প্রদেশে এক জাতি আছে, তাহারা হিন্দুদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ চতুষ্টয়ে বিভক্ত। এইক্ষণে ইহাদিগের ব্যবহারাদি

হিন্দু ধর্ম্মের বিপরীত, কিন্তু তাহারা যথার্থ হিন্দু-সন্তান তাহাতে কোন সংশয় নাই।

ফিসর সাহেবের দেশভ্রমণবৃত্তান্তে জাপান দেশ-সম্পর্কে এক উপাখ্যান আছে, অতি প্রাচীনকালে কতকগুলি দুষ্ট অসুর ও কতকগুলি সুশীল অসুর এক সর্পকে রজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিল। এই আখ্যান পৌরাণিক সমুদ্রমন্থন আখ্যান হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই! কিন্তু অতি পূর্ব্বকালে যখন জাপান দেশের লোকেরা ভারতবর্ষে আগমনে অশক্ত ছিল, তখন এই আখ্যান তাহাদের দেশে প্রচার হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয়।

ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের জলপথে দূর গমনের আরও এক প্রমাণ এই, আমেরিকা খণ্ড ৩৬০ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে ইউরোপীয় লোকের জ্ঞানগোচর হইয়াছে, এই আমেরিকার অন্তঃপাতি পিরু দেশীয় রাজারা সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া আপনাদিগকে গণ্য করেন। এবং তাহাদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রধান মহোৎসবকে রামসীতোয়া নামে উক্ত করেন।

এই সূর্য্যবংশোদ্ভব পিরু দেশীয় রাজারা হিন্দু সূর্য্য বংশীয়দিগের বংশোদ্ভব তাহা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে সগর রাজার সময় অবধি হিন্দু-দিগের সমুদ্রযান আরোহণ ও সমুদ্রপথে গমনাগমন

ছিল। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে বা তাহার পরে সূর্য্যবংশোদ্ভব রাজারা যুদ্ধার্থে হউক বা বাণিজ্য বা অন্য কোন অভিপ্রায়েই হউক, আমেরিকা মহাদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। পরে কোন বিপাকে পড়িয়াই হউক, কিম্বা ইচ্ছাবশতঃ, তথায় বাস করিয়াছিলেন। তথা হইতে স্বদেশে আসিতে পারেন নাই, তাহাতে সেই স্থানে তাঁহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে। তদনন্তর বহুকাল পরে তাঁহারা ইউরোপীয় নাবিকদিগের দ্বারা প্রকাশিত হয়েন, ইহাতেই ইউরোপীয় লোকেরা তাঁহাদিগকে অভিনব আবিষ্কৃত করিয়াছেন বলিয়া অহঙ্কার করেন। বাস্তবিক তাহারা প্রাচীন হিন্দুদিগের বংশোদ্ভব *।

পূর্ব্বকালীন হিন্দুদিগের স্থলপথে ও জলপথে দূর দেশে যাত্রা করিবার যে সকল বিবরণ উপরে লেখা গেল তদ্ভিন্ন গ্রীক, রোমীয়, ও অন্য দেশীয় গ্রন্থে হিন্দু-

* নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রে লিখিত হইয়াছে রাবণের পুত্র মহি আমেরিকা খণ্ডে বাস করিয়াছিলেন। এস্থলে আর এক কথা লেখা অসঙ্গত নহে, হিন্দু শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন যখন দেবাসুরের যুদ্ধ হয় তখন অসুরেরা পরাস্ত হইয়া পাতালে পলায়ন করেন। আমেরিকা খণ্ড ভারতবর্ষের অধোভাগ, অর্থাৎ পৃথিবী গোলাকার বিবেচনা করিলে এক দিকে ভারতবর্ষ অন্য দিকে আমেরিকা, সুতরাং অধো বিবেচনায় আমেরিকাকেই পাতাল বোধ হইতে পারে, অতএব অসুরেরা দেবতাদিগের ভয়ে আমেরিকাতে গিয়া বাস করিয়াছিল ইহা বিচিত্র নহে।

দেশের আর আর অনেক স্থানে গমনের ভূরি ২ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তদ্বিবরণ এই, ন্যূনাধিক ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন জরকসেস নামক পারসীক সম্রাট গ্রীক রাজ্য আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন হিন্দু সৈন্যেরা কার্পাসবস্ত্র পরিধান, ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল।

গ্রীক সম্রাট সিকন্দরের সহিত পারসীক রাজা দরায়ুষের যুদ্ধকালেও হিন্দুযোদ্ধারা তাঁহার সৈন্য ছিল।

সীরিয়া দেশের অন্তঃপাতি হায়েরেপোলিস নগরে এক দেবীর প্রতিমা ছিল, হিন্দুরা তাঁহাকে নানাবিধ দ্রব্যোপহার প্রদান করিতেন। এই দেবীর সন্নিধানে এক পুরুষ ও নারীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল, পুরুষ বৃষারূঢ় ও নারী সিংহবাহিনী। ইহা ভিন্ন ঐ স্থানে আর আর যে সকল দেবমূর্ত্তি ছিল তাহাদের আকৃতি বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় এই সকল দেবতা হিন্দুদিগের প্রতিষ্ঠিত হইবে।

খৃষ্টাব্দ আরম্ভের পূর্ব্বে কতকগুলি হিন্দু স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আরমানি দেশে যাইয়া ঐ স্থানে পিত্তলময় এক দেবপ্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে তদ্দেশীয় খৃষ্টানদিগের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়া পরিশেষে তাঁহারাই পরাস্ত হয়েন।

এবং খৃষ্টানেরা তাঁহাদিগের দেবালয় ভগ্ন করিয়া ভূমিসাৎ করেন। ইহাও লিখিত আছে যে গ্রিগরি নামক ধর্ম্মাধ্যক্ষ এক দিবসে ৫০৫০ জন হিন্দুকে বলপূর্ব্বক খৃষ্টান করেন। তদনন্তর কতকগুলি ব্রাহ্মণ ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই, তাহাতে তদ্দেশীয় এক রাজা তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করেন এবং তাহাদিগের মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেন।

আরো দেখা যায় অরেলিয়ন নামক রুম দেশীয় সম্রাট তাতের দেশ (পালমিরা) জয় করিলে হিন্দুরা তাঁহার নিকট রাজদূত ও বহুমূল্য উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং যৎকালে ঐ সম্রাট মহা আড়ম্বর পূর্ব্বক জয়োল্লাসের সজ্জা করিয়া রাজধানী প্রবেশ করেন তখন হিন্দুরা আনন্দোৎসাহ প্রকাশ জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন।

ইহা ভিন্ন অনেকে অবগত থাকিবেন ভারতবর্ষী ভূপতি সকল অন্তনাইনস, পায়স, থিওদোষস, হির ক্লাইয়স ও যষ্টিনিয়ান নামক রুমদেশীয় সম্রাটদিগে নিকটে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং খৃষ্টাব্দের প্রথ শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় ফলিত জ্যোতিষ বেত্তা পণ্ডিতেরা রুম নগরে অবস্থিতি করিয়া ফলাফল গণনে নিযুক্ত থাকিতেন।

এইরূপ বিক্রমাদিত্যের সম্বতের প্রথম শতা

সমুদ্র যাত্রায় বিলক্ষণ নিপুণতা ছিল, এবং স্থলযুদ্ধ অপেক্ষা সামুদ্রিক যুদ্ধে তাঁহাদিগের অতিশয় বিক্রম বৃদ্ধি হইয়াছিল; বিজ্ঞবর উইলসন সাহেব এই কাব্যের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে খৃষ্টাব্দের প্রথমে আরবি ও হিন্দু নাবিকেরা মিসর দেশে সর্ব্বদা গমনাগমন করিত। আর অতিপূর্ব্বে কাম্বোজ হিন্দুরা আফ্রিকা খণ্ডের পূর্ব্বাংশে জোকেতর দিউ অর্থাৎ সুখতর দ্বীপে বাস করিয়া আছে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন।

আর ২০৩৯ বৎসর পূর্ব্বে এক হিন্দু হস্তিপালক বৃহৎ ফ্রিজিয়ার প্রান্তবর্ত্তি কোন নদীতে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে ঐ নদীর হিন্দু নাম হয়। তাহার কিয়ৎকাল পূর্ব্বে গ্রীশ দেশে সচরাচর হিন্দু দাস দাসী প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যবর্ত্তি কলচিস দেশে অদ্যাপি হিন্দুদিগের বাস আছে। ক্লেমেন্টিয়স নামে এক গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, থ্রেস দেশের সিন্ধি নামক লোকেরা ভারতবর্ষ হইতে তথায় গিয়া বাস করে। ইহা ভিন্ন ভারতবর্ষীয় হিন্দু পণ্ডিতেরা আরবীয় ভূপালদিগের সভায় যাইতেন, ও তথায় অবস্থিতি করিয়া উপদেশ প্রদান করিতেন।

এই প্রকার হিন্দু বংশোদ্ভব মনুষ্য সকল প্রাচীন কালে পৃথিবীর নানা খণ্ডে স্থল ও জল পথ দ্বারা

গমনাগমন করিতেন, এবং নানা দ্বীপে ও নানা দেশে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে এখন পর্য্যন্ত বাস করিতেছেন। কেহ কেহ একথা বলিতে পারেন যাঁহারা এই প্রকার দূর দেশে গমনাগমন করিতেন, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইবার অনেক পূর্ব্বে ভারতবর্ষস্থ লোকেরা জল ও স্থল পথে দূরদেশ গমন করিতেন, এবং অনেক স্থানে তাঁহাদের বসবাসের চিহ্ন আছে। অতএব দূর দেশে গমন বা সমুদ্র-যানারোহণ হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। অধিকন্তু পাঠকেরা এই অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখিবেন, পৃথিবীর অন্যা অন্য খণ্ডে যে সকল লোকেরা এক্ষণে বাস করিতেছে তাহাদের অনেকে হিন্দু বংশোদ্ভব

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ভারতবর্ষের প্রধান২ রাজ্যের বিবরণ।

পূর্ব্বে যাহা লেখা গেল তদ্দ্বারা প্রমাণ হইয়াছে ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন দেশ। কিন্তু এই রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ নাই। যাহা পাওয়া যায় তাহা অসম্পূ এবং সম্পূর্ণ সত্য নহে। এজন্য এ রাজ্যের প্রাচীন বৃত্তান্ত লিখিতে সক্ষম হইলাম না। কিন্তু এই ভারত-বর্ষে যে কএক রাজ্য ছিল তাহার যৎকিঞ্চিৎ বিবর লেখা যাইতেছে। এই বিবরণ সম্বলিত বটে।

অযোধ্যা।

পুরাণ লেখকেরা লিখিয়াছেন অযোধ্যা রাজ্য আর২ আর সকল রাজ্য অপেক্ষা প্রাচীন। ব্রহ্মাবর্ত ও ব্রহ্মর্ষি বলিয়া যে বৃহৎ দেশ খ্যাত ছিল এই রাজ্য তাহার মধ্যস্থ। ইক্ষ্বাকু নামে অযোধ্যার প্রথম রাজা ছিলেন, তিনি বৈবস্বত মনুর পুত্র এবং তাঁহা হইতে

সূর্য্য বংশের উৎপত্তি। সুদ্যুম্ন নামে মনুর আর এক পুত্র ছিলেন, তাঁহা হইতে চন্দ্রবংশ উৎপন্ন হয়। এই রাজারা প্রথমে প্রয়াগের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠান নামক এক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন, তদনন্তর তাঁহাদের ৫৬ শাখা হয়, ইঁহারা প্রায় অনেক ভারতবর্ষে বিস্তারিত হইয়া পড়েন।

ইক্ষ্বাকু রাজার পর অযোধ্যাতে কয়েক জন রাজা হইলে পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করেন। পরশুরাম জমদগ্নি মুনির পুত্র। হৈহয়* দেশীয় রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের রাজ্যে জমদগ্নির আশ্রম ছিল।

ক্ষত্রিয়দিগের সহিত পরশুরামের বিবাদের সূত্র এই,—এক দিবস পরশুরাম ও তাঁহার অপর ভ্রাতৃগণ গৃহ হইতে বহির্গমন করিলে, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রথারোহণে যমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। ঋষিপত্নী তাঁহাকে [illegible] যথোচিত সম্মান করিলেন। কিন্তু কার্ত্তবীর্য্য যুদ্ধমদে মত্ততা প্রযুক্ত তাহাতে আনন্দ প্রকাশ না করিয়া বলদ্বারা ঋষির গবীবৎসকে

* সম্ভবতঃ বিন্ধ্যশ্রেণীর পশ্চিম ভাগে এই হৈহয় জাতির বসতি ছিল। নর্ম্মদা সন্নিধানে ভগেল খণ্ডে সোহানপুরের নিকট অদ্যাপি [illegible] এক জাতি আছে, তাহারা আপনাদিগকে পুরাতন হৈহয় জাতির সন্তান বলিয়া প্রকাশ করে।

হরণ করিলেন এবং আশ্রমবৃক্ষসকল ভগ্ন করিয়া- দিলেন। পরশুরাম প্রত্যাগমন করিলে জমদগ্নি তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। পরশুরাম তাবৎ বৃত্তান্ত শুনিয়া বিশেষতঃ গবীকে রোদনশীলা দেখিয়া অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন, এবং ধনুর্দ্ধারী হইয়া যুদ্ধেতে বিক্রমপূর্ব্বক কার্ত্তবীর্য্যের বাহুচ্ছেদন করিলেন। কার্ত্তবীর্য্য কালবশে অবসন্ন হইয়া কালকবলে পতিত হইলেন। ইহাতে তাঁহার পুত্রেরা প্রকোপিত হইলেন, পরে এক দিবস পরশুরাম আশ্রম হইতে বহি- র্গমন করিলে তাঁহারা তথায় প্রবিষ্ট হইয়া জমদগ্নির প্রাণ নষ্ট করিলেন। পরশুরাম গৃহে আসিয়া পিতার জন্য বহু বিলাপ করিলেন, এবং তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিব। অনন্তর তিনি কাল স্বরূপ হইয়া কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণকে ও তাঁহাদের অনুগত সমস্ত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিলেন। তৎপরে তিনি একবিং- শতিবার ক্ষত্রিয়দিগের সহিত যুদ্ধ করেন, তাহাতে অনেক ক্ষত্রিয় নিহত হয়, এই জন্য শাস্ত্রকারকেরা লিখিয়াছেন তিনি একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষ- ত্রিয় করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধের পর পরশুরাম অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন, এবং নারায়ণের অব- তার রূপে খ্যাত হইয়াছিলেন। তৎপরে [illegible]য়

রাজ্যাদি কশ্যপকে অর্পণ করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে * অবস্থান করেন।

উপরি উক্ত বিবরণ দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে পরশুরামের কালে এবং তাঁহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজ্যাধিপত্য নিমিত্ত ক্ষত্রিয়দিগের সহিত ব্রাহ্মণদিগের উৎকট বিবাদ কলহ ও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তাহাতে ব্রাহ্মণেরা রাজ্যাধিকারী হন। ঐ সময়ে উত্তর হিন্দুস্থানে ব্রাহ্মণদিগের অত্যন্ত প্রতাপ ছিল। তদনন্তর সগর, রাজা হইলে ক্ষত্রিয়েরা পুনঃ প্রবল হন। অবশেষে তাঁহারা পরশুরামকে হিমালয়ে দূরীকরণ করেন।

সগর রাজা অতি পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি সাগরতটস্থ তাবৎ দ্বীপে আপন অধিকার বিস্তারণ করেন। এই সকল দ্বীপে অতি প্রাচীন কালাবধি হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, এবং এখন পর্য্যন্ত জাবা বালী প্রভৃতি অন্যান্য দ্বীপে হিন্দুলোক বাস করিতেছে। তাহারা সগর রাজাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে।

* বিন্ধ্যাদি সপ্ত কুলপর্ব্বতের মধ্যে মহেন্দ্র এক কুলপর্ব্বত, সুতরাং তাহা কোন ক্রমে এক ক্ষুদ্র গিরি হইতে পারে না। উড়িস্যা ও উত্তর সরকার অবধি গন্ডোয়ানা পর্য্যন্ত যে পর্ব্বত সকল ব্যপ্ত আছে, তাহার নাম মহেন্দ্র পর্ব্বত বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। গঞ্জাংগের নিকট কতক দূর অদ্যাপি মহীন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ আছে।

ইক্ষ্বাকু রাজার পর অন্যূন পঞ্চাশৎ জন রাজা দণ্ড ধারণ করেন। তদনন্তর রাম রাজা হইয়াছিলেন। রাম দশরথের পুত্র, এবং মিথিলাধিপতি চন্দ্র-বংশীয় জনক রাজার কন্যা সীতাকে বিবাহ করেন। কিন্তু রাজ্য প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি বিমাতার আজ্ঞায় এবং পিতার সত্যপালনার্থ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বন প্রবাস করেন। সীতাও তাঁহার সঙ্গে বন গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে রাবণ লঙ্কার রাজা ছিলেন। তিনি সীতার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে হরণ করেন। রাম, সীতার উদ্ধার জন্য দক্ষিণ দেশীয় রাজাদের সঙ্গে, লঙ্কায় গমন করেন। রামের সঙ্গে যে সকল সৈন্য গমন করিয়াছিল তাহারা বানর বলিয়া উক্ত হইয়াছে*। সম্ভবতঃ ইহারা দক্ষিণ দেশীয় অসভ্য লোক। ইহারা লঙ্কাতে গমন জন্য সমুদ্রের উপর এক সেতু বন্ধন করিয়াছিল। ঐ সেতু এক্ষণে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু যে স্থানে তাহা নির্ম্মিত হয় তাহা এখন পর্য্যন্ত সেতুবন্ধ রামেশ্বর নামে খ্যাত আছে।

এই সেতু দ্বারা রাম লঙ্কাতে গমন করেন এবং রাবণকে বধ করিয়া লঙ্কা জয় এবং সীতাকে উদ্ধার করেন।

---

* রামায়ণে লিখিয়াছে ইহারা দেবতাদিগের ঔরসে বানরীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

কথিত আছে ঐ সময়ে রাম দক্ষিণ দেশ জয় করিয়া-ছিলেন। রাম-রাবণের যুদ্ধ বাল্মীকিকৃত প্রসিদ্ধ রামায়ণ গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত আছে। ঐ গ্রন্থে ইহাও প্রকাশ আছে যে তৎকালে লঙ্কাদ্বীপস্থ লোকেরা সভ্য ও বিদ্বান ছিলেন, এবং তাঁহাদের ধন মান ও বল বুদ্ধির কিছুমাত্র অভাব ছিল না।

হিন্দুশাস্ত্রে লেখে রাম ত্রেতা যুগে রাজা হইয়া-ছিলেন। এ বিষয়ের অনেক তর্ক হইয়া আসিতেছে। কোন২ গ্রন্থকারি কহেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রাম রাবণের যুদ্ধ হইয়াছিল। কেহ২ অনুমান করেন খৃষ্টাব্দের ৯৬১ বৎসর পূর্ব্বে রাম জন্ম গ্রহণ করেন, এ কথার কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। কিন্তু মহাভারতে অযোধ্যা রাজ্যের কোন কথার উল্লেখ নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় অযোধ্যা রাজ্য লুপ্ত হইয়াছিল। ইহাতে অবশ্য বোধ হইতেছে ঐ যুদ্ধের অনেক পূর্ব্বে রাম রাজা হইয়াছিলেন।

রামের পর তৎপুত্র লব ও কুশ প্রভৃতি ৬০ জন সূর্য্যবংশীয় রাজা অযোধ্যাতে রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পর ঐ রাজ্যের আর কোন বৃত্তান্ত পাওয়া যায় নাই। তাহাতে বোধ হয় ঐ রাজ্য আর কোন রাজ্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া থাকিবে। কোন কোন

গ্রন্থকার স্থির করিয়াছেন এই রাজধানী অযোধ্যা হইতে কান্যকুব্জে উঠিয়া গিয়াছিল।

এ কথাও অসম্ভব নহে, অযোধ্যাবাসী সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়েরা ভারতবর্ষের নানা স্থানে যাইয়া বাস এবং রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার অনেক বির্বরণ দেখা যায়। এক বিবরণ এই—রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবের বংশীয়েরা প্রথমতঃ সৌরাষ্ট্র দেশে যাইয়া বল্লভীপুর নগরে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্য বহুকাল বর্ত্তমান ছিল। তদনন্তর কলিঅব্দের ৩৬২৬ বৎসরে পারস দেশীয় রাজা নৌসেরওয়াঁর পুত্র নৌসেজাদ ঐ প্রদেশ আক্রমণ করেন, তাহাতে ঐ রাজ্য একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই যুদ্ধে হিন্দুদিগের অনেক হানি এবং অসংখ্য প্রাণী হত ও আহত হইল। এই সময়ে রাজরাণী পুষ্পবতী গর্ভবতী ছিলেন। তিনি কোন কৌশলে মলয় পর্ব্বতে পলায়ন করিলেন। পরে তাঁহার গর্ভে এক কুমার জন্মিলেন। এই কুমার গিরিগুহাতে ভূমিষ্ঠ হন। এই জন্য তাঁহার গুহা নাম হইল। তিনি বয়োঽধিক হইয়া ইদর দেশ অধিকার করিয়া তথায় এক রাজধানী স্থাপন করেন। উদয়পুরের যে রাজারা * হিন্দুদিগের

* কোন কোন ইতিহাস বেত্তারা কহেন, পারস দেশের রাজা নৌসেরওয়াঁর পুত্র পিতার সহিত বিবাদ করিয়া হিন্দুস্থানে

মধ্যে অতি মান্য এবং হিন্দুসূর্য্য বলিয়া খ্যাত ছিলেন তাঁহারা উক্ত গুহার বংশোদ্ভব। পূর্ব্বকালে এই রাজাদের এত অধিক সমৃদ্ধি ছিল, যে, তাঁহাদের অনুমতি ভিন্ন অপরাপর হিন্দু রাজারা আপন আপন পৈতৃক সিংহাসন আরোহণ করিতে পারিতেন না। এই রাজারা তৎকালে অপরং রাজাদিগকে নররুধিরের তিলক দিতেন, তাহাকে রাজটীকা কহে, তাহা হইলে ঐ সকল রাজাদের রাজ্যাভিষেক সম্পূর্ণ হইত।

রামের দ্বিতীয় পুত্র কুশের বংশীয়েরা উজ্জয়িনী নগরে রাজধানী করিয়াছিলেন। সুমাত্রা তাঁহাদের শেষ রাজা ছিলেন। মুসলমানেরা যে সময়ে কান্য-কুব্জ আক্রমণ করে তাহার পূর্ব্বে বিখ্যাত রথোড় বংশীয় রাজারা তথায় রাজত্ব করিতেন। ইহারা আপনাদিগকে কুশের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেন। খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসল-মানেরা এই রাজ্য বিনাশ করিলে, রথোড় বংশীয়েরা

আসিয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার বংশীয়েরা হিন্দুস্থানে বাস করিলেন, এবং তাঁহাদিগের হইতে উদয়পুরের রাজাদিগের উৎপত্তি। কেহ কেহ ইহাও লিখিয়াছেন, নৌসেরওয়াঁন খৃষ্টীয়ান কনস্তান্তিনোপল দেশের মারিস নামক রাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, উদয়পুরের কোন রাজার সহিত তদ্গর্ভজাত এক কন্যার বিবাহ হয়, এই জন্য উদয় পুরের রাজারা এক প্রকার খৃষ্টানদিগের সন্তান। এই কথা অতি অমূলক।

মিবারে যাইয়া বসতি করেন। তাঁহাদের এমন বল ও বিক্রম ছিল, যে, কেবল তাঁহাদের সহায়তাতে মুসলমান রাজারা প্রায় অর্দ্ধেক ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। কুশের বংশীয় আর এক শাখার নাম কচ। বিখ্যাত নলরাজা এই বংশীয়। তিনি নিষধের রাজা ছিলেন। তদ্বংশোদ্ভব রাজারা পনরশত বৎসর নেওয়ার প্রদেশে রাজ্য করেন। তৎপরে সিন্ধ্যা রাজা তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করেন। সম্প্রতিকার জয়পুরের রাজারা নলরাজার বংশীয়দিগের এক শাখা।

হস্তিনা।

রাম-রাজ্যের বিবরণের পর পুরাণলেখকেরা কুরু পাণ্ডবদিগের যুদ্ধের বৃত্তান্ত উল্লেখ করেন। পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে ইক্ষ্বাকু রাজার সহোদর দ্যুম্ন হইতে চন্দ্র বংশের উৎপত্তি হয়। এই বংশীয়েরা প্রয়াগে অথবা তৎপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠান পুরীতে রাজধানী করিয়াছিলেন। যযাতি নামে এই বংশীয় এক অতি পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল, প্রধান তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু। ইহারা অতি বীর্য্যবন্তর ও যশস্বী ছিলেন, কিন্তু প্রথম চারি পুত্র পিতার বাধ্য ছিলেন না, তাহাতে তিনি তাহাদিগের মধ্যে কাহা.

কেও উত্তরাধিকারী না করিয়া, কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্যার্পণ করিয়াছিলেন। প্রথম চারি পুত্র পিতার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া আপন২ ইচ্ছানুসারে অন্য দিকে গমন করিয়া এক এক জন এক এক রাজ্য স্থাপন করেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা চারি বংশ উদ্ভব হয়, ইহার বৃত্তান্ত পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে। পুরু পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন।

পুরু রাজার কয়েক পুরুষ পরে দুষ্মন্ত নামে এক রাজা হইয়াছিলেন, তিনি শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। দুষ্মন্তের পুত্র ভরত, তিনি ভারতবর্ষে অতি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ভরতের পুত্র ভূমন্যু। তস্য পুত্র সুভদ্র। তাঁহার পুত্র হস্তী রাজা হইয়া দিল্লীর পশ্চিম উত্তরে এক নগর স্থাপন করেন, ঐ নগরের নাম হস্তিনা নগর। হস্তীর পুত্র আজমীঢ়। তস্য পুত্র সম্বরণ, তিনি রাজা হইলে দুর্ভিক্ষাদি অনেক অমঙ্গল ঘটনা হইতে লাগিল, তাহাতে তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ে যাত্রা করেন। তদনন্তর তিনি হিমালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সম্বরণ রাজার পুত্র কুরু। তাঁহার নামেই কুরুক্ষেত্রের নাম হইয়াছে। কুরুর পাঁচ পুত্র ছিলেন। তাহার মধ্যে জনমেজয় রাজা হয়েন। জনমেজয়ের

পুত্র ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র প্রতীপ। প্রতীপের তিন পুত্র দেবাপি, শান্তনু এবং বাহ্লিক দেবাপি উদাসীন হইয়া বন গমন করিয়াছিলেন তাহাতে শান্তনু রাজা হইয়া গঙ্গাকে বিবাহ করেন গঙ্গার গর্ব্ভে ভীষ্ম জন্মেন। সত্যবতী নামে শান্তনু রাজার আর এক ভার্য্যা ছিলেন, তাঁহার গর্ব্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র হয়। বিচিত্রবীর্য্য হস্তিনা নগরের রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার দুই ধর্ম্মপত্নী ছিলেন, তন্মধ্যে অম্বিকার গর্ব্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকার গর্ব্ভে পাণ্ডু রাজা জন্ম গ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন, এজন্য রাজা হইতে পারেন নাই। সুতরাং কনিষ্ঠ পাণ্ডু রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র ছিলেন, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত পুত্র হইয়াছিল। পাণ্ডুর লোকান্তর গমনের পর যুধিষ্ঠির হস্তিনা নগরে রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করেন, তাহাতে তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পাঞ্চালধানী সমভিব্যাহারে প্রথমতঃ বনভ্রমণ, তদনন্তর পাঞ্চালনগর গমন করেন। তথায় পঞ্চ ভ্রাতা পঞ্চালাধিপতির কন্যা দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। এবং তাঁহাদের

বল বিক্রমের কথা চতুর্দ্দিগে রাষ্ট্র হইল। তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে পুনরাহ্বান করিয়া ভবিষ্যৎ কলহ নিবারণ জন্য হস্তিনা রাজ্য অর্দ্ধার্দ্ধ করিয়া একার্দ্ধ আপনার পুত্রকে ও অন্যার্দ্ধ ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে দিলেন। তাহাতে দুর্য্যোধন হস্তিনা নগরে রাজা হইলেন, এবং যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী করিলেন। এই রাজধানী ক্রমে২ অতি প্রবল হইল এবং কিছুকালের মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির অনেক দেশ জয় করিলেন। কথিত আছে উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে লঙ্কা, পশ্চিমে সিন্ধুদেশ ও পূর্ব্বে মগধ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার হইয়াছিল, এবং অনেক যবন ভূপতিও তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।

এই প্রকার সর্ব্বত্র তাঁহার জয়পতাকা উড্ডীয়মানা হইলে রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে ভারতবর্ষীয় যাবৎ রাজা তাঁহার সভাস্থ হইলেন। এবং তিনি অনেক দেশ হইতে অনেক অর্থ পাইলেন, ইহাতে দুর্য্যোধনের ঈর্ষানল প্রবল প্রজ্বলিত হইল। তিনি যুধিষ্ঠিরকে অপদস্থ করিতে বিবিধ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে তাহা করিতে না পারিয়া, অবশেষে তাঁহাকে দ্যূত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত করাইলেন। ঐ ক্রীড়ায় এই পণ হইল যিনি পরাজিত হইবেন তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া

দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করি-বেন। রাজা যুধিষ্ঠির পরাজিত হইয়া অঙ্গীকার অনু-রোধে ত্রয়োদশ বৎসর বন প্রবাস করিলেন। তৎ-পরে দুর্য্যোধন অধর্ম্ম পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন না। তাহাতে মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ বলিয়া খ্যাত। ইহাতে কুরু পাণ্ডব ও যদুবংশীয়েরা ভারতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং হিমালয় অবধি সমুদ্র পর্য্যন্ত যত রাজা ছিলেন, সকলেই এক এক পক্ষের সহকারী হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে অসঙ্খ্য সৈন্য একত্র হইয়াছিল। যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ এই যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন। অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত ঘোর সংগ্রামের পরে, রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু রণ জয়ের পর তিনি দেখিলেন তাঁহার জ্ঞাতি-বন্ধু কুটুম্ব প্রায় ভারতে হত হইয়াছেন। তাহাতে অন্তঃকরণে ঔদাস্য জন্মিয়া তিনি পঞ্চ ভ্রাতা ও দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে হিমালয় যাত্রা করিলেন। তথা হইতে আর ফিরেন নাই না।

এই যুদ্ধের বিবরণ এবং রাজা যুধিষ্ঠিরের যাবতীয় কীর্ত্তি মহাভারত গ্রন্থে বিস্তারিত রূপে লেখা আছে। এই বিবরণ কাহারো অগোচর নাই। এই গ্রন্থের

বর্ণনা সকল কিবা মনোহর, যখনই পাঠ করা যায় তখনই নূতন বোধ হয়।

রাজা যুধিষ্ঠিরের সময়ে ইন্দ্রপ্রস্থের কি শোভা ও সম্পত্তি ছিল তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। তাহা অনুভব করিতে হইলে মন একেবারে আশ্চর্য্যে পরিপূরিত হয়। ইন্দ্রপ্রস্থ ইন্দ্রের পুরীর ন্যায় ছিল, এবং ইহার তুল্য স্থান পৃথিবীতে আর ছিল না। ঐ নগর পরে দিল্লী নামে খ্যাত হইয়াছিল। অনেক দিবস হইল তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দিল্লী নগরের মধ্যে, এবং তাহার পশ্চিমে ৪।৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত, যে সকল প্রস্তরময় অট্টালিকার খণ্ডাবশেষ পড়িয়া আছে তাহা দেখিলে পর ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্য বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না। ঐ সকল অট্টালিকা নব্যাবস্থাতে কি সুশোভিত ও চমৎকার ছিল তাহা অনুভব করা অসাধ্য। এই সকল ভগ্ন অট্টালিকা অবলোকন করিয়া পাদরি হিবর সাহেব লিখিয়াছেন লণ্ডন নগরও ধ্বংস হইলে ইহার তুল্য হইবে না।

হিন্দু শাস্ত্রমতে রাজা যুধিষ্ঠির কলিযুগের আরম্ভেই রাজ্যারম্ভ করেন।

ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত লেখক এলফিনষ্টন সাহেব লিখিয়াছেন খৃষ্টের জন্মের ১৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ কলি অব্দের ১৭৫০।১৮৫০ বৎসরের মধ্যে যুধিষ্ঠির

রাজত্ব করিয়াছিলেন। হিন্দুপৌরাণিকেরা লেখেন, কলিযুগ আরম্ভ হইলে তিনি স্বর্গগত হন। এই বিষয় মীমাংসা করা সহজ নহে, কিন্তু কলিযুগ আরম্ভাবধি হিন্দু ও পার্শী গ্রন্থে কাল সমন্বয় করিয়া কলিযুগের ৪৯৫৮ বৎসরের কতক বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে, ঐ সকল গ্রন্থে যে সকল রাজাদিগের নাম দৃষ্ট হয় তাহা পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

পার্শী গ্রন্থে লিখিয়াছে কলিযুগ আরম্ভের পর কুরু বংশীয়েরা ৭৬ বৎসর রাজত্ব করিলে, দুর্য্যোধন ১৩ বৎসর রাজ্য করেন। এই ১৩ বৎসর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব বন প্রবাস করেন। তাহার পর যুধিষ্ঠির রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া ৩৬ বৎসর রাজ্য করেন। } কং ১২৫

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া পঞ্চ ভ্রাতা সমভিব্যাহারে বল্কল ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে গুজরাট যাত্রা করিলেন, তথা হইতে পঞ্জাব দিয়া পর্ব্বতারোহণ করিলেন, তাহার পর আর তাঁহাদিগের সংবাদ নাই।

২ অভিমন্যু যে সময়ে পরলোক গমন করেন সেই সময়ে পরীক্ষিত গর্ব্ভে ছিলেন। পরীক্ষিত রাজা হইয়া অতি উত্তমরূপে প্রজা পালন করিয়া-

ছিলেন। তিনি অতি সুপুরুষ এবং সদ্বিচারক ছিলেন, প্রজারা সকলে তাঁহার সুখ্যাতি করিতেন। পরীক্ষিত মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। এক দিবস মৃগয়ার্থে গমন করিয়া অত্যন্ত পিপাসাতুর হইয়া এক মুনির স্থানে জল যাচ্ঞা করিলেন। মুনি তপস্যাতে বিহ্বল ছিলেন, অতএব তাঁহার বাক্যে মনোযোগ করিলেন না। তাহাতে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া ধনুকে একটা মৃত সর্প তুলিয়া তাঁহার গলদেশে দিয়া প্রস্থান করিলেন। মুনি যেমন তপস্যা করিতেছিলেন সেই প্রকার তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঐ মুনির পুত্র তথায় আসিয়া পিতার গলদেশে সর্প দেখিয়া ক্রোধাকুলিত হইয়া অভিসম্পাত করিলেন যিনি আমার পিতার গলদেশে সর্প দিয়াছেন তিনি সপ্তম দিবসের মধ্যে সর্পাঘাতে মরিবেন। পরীক্ষিত এই কথা শুনিয়া সর্পাঘাত নিবারণের অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রক্ষা পাইলেন না, সপ্তম দিবসে তাঁহার প্রাণ ত্যাগ হইল। তিনি ৬০ বৎসর রাজত্ব করেন। } খৃঃ১৮৫

রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জনমেজয় রাজা হন। তিনি অনেক যুদ্ধ করিয়া অনেক দেশ জয় করেন। তাঁহার বিচার অতি উত্তম

ছিল, এবং তাঁহার রাজ্যে প্রজারা অতি সুখে কাল যাপন করিয়াছিল। জনমেজয় পিতার শত্রুবধ জন্য পরামর্শ পাইয়া নাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক নাগ বধ করেন। ঐ সকল নাগ প্রকৃত সর্প এমন বোধ হয় না। ঐ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তক্ষক ও নাগ বলা যাইত, সম্ভবতঃ তাহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিপরীত ব্যবহারাদি করিতেন, এই জন্য তাহাদিগকে বধ করিয়া থাকিবেন। রাজশাসন বিষয়ে জনমেজয়ের অত্যন্ত সুখ্যাতি ছিল। তিনি অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, এবং সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪ বৎসর রাজত্ব করেন। } কং ২৬৯

এই প্রকার পার্শী গ্রন্থমতে যুধিষ্ঠির অবধি জনমেজয় পর্য্যন্ত ২৬৯ বৎসর হয়। হিন্দুগ্রন্থে লেখে যুধিষ্ঠির অবধি জনমেজয় পর্য্যন্ত ২৮০ বৎসর। দুই গ্রন্থে ১১ বৎসরের অনৈক্য দেখা যায়, ইহার মীমাংসা করা দুঃসাধ্য। যাহা হউক, হিন্দু গ্রন্থানুসারে পশ্চাদ্বিবরণ লেখা যাইতেছে।

৪ জনমেজয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শতানীক রাজা হন। তিনি উত্তম বিচার করিতেন, এবং প্রজাগণ তাঁহার রাজ্যে সুখী ছিলেন। তিনি ৮২ বৎসর ২ মাস রাজত্ব করেন। } কং ৩৫২।২

৫	শতানীকের পুত্র সহস্রানীক পিতৃ রাজ্য পাইয়া	৮৮।২	রাজ্য করেন
৬	তস্য পুত্র অশ্বমেধজ ..	৮১।১১	,,
৭	অশ্বমেধজের পুত্র অসীমকৃষ্ণ	৭৫।২	,,
৮	অসীমকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র নীচচক্র	৭৬	,,
৯	নীচচক্রের পুত্র উপ্ত ..	৭৮	,,
১০	তৎপুত্র চিত্ররথ	৮০	,,
১১	তৎপুত্র শুচিরথ ..	৬৫	,,
১২	শুচিরথের পুত্র ধৃতিমান	৬৯।৫	,,
১৩	তৎপুত্র সুসেন ..	৬৪।৭	,,
১৪	এবং সুসেনের পুত্র সুনীথ	৬২।১	রাজ্য করেন
		ক্রং ১১০২।৬	

১৫ সুনীথের পুত্র নৃচক্ষু। তাঁহার রাজত্ব কালে অর্থাৎ (১১১৬ কলিঅব্দে) এক ভয়ানক জল প্লাবন হইয়াছিল, তাহাতে উচ্চপর্ব্বত ভিন্ন সকল স্থান জল প্লাবিত হওয়াতে নৃচক্ষু কাশ্মীর দেশে যাইয়া রাজধানী করেন। তৎপরে জল শুষ্ক হইলে তাঁহার সন্তানেরা পুনর্ব্বার হস্তিনাতে আসিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই সময়ে দিল্লী নগর স্থাপিত হয়। উক্ত জল প্লাবনে সমুদায় প্রাচীন গ্রন্থ ও বিদ্বান লোক নষ্ট হয়, তাহাতে

এ দেশের অনেক অমঙ্গল হইয়াছে, এবং উত্তর-পশ্চিম দেশ একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। (ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই জল প্লাবনের কাল ৭৭৩ কলিঅব্দ নিরূপণ করেন।)

	নৃচক্ষু	৫১।১১	রাজ্য করিয়াছিলেন
১৬	নৃচক্ষুর পুত্র বারিপ্লব	৪২।১১	,,
১৭	বারিপ্লবের পুত্র সুতাপা ..	৫৮।৩	,,
১৮	সুতাপার পুত্র মেধাবী	৫৫।৮	,,
১৯	সুপক্ষম	৫২।৯	,,
২০	দর্ব	৫০।৮	,,
২১	তিমি	৪৭।৯	,,
২২	বৃহদ্রথ	৪৫।১১	,,
২৩	সুদাস	৪৪।১	,,
২৪	শতানীক	৪৪।৯	,,
২৫	দুর্দ্দমন	৫১।	,,
২৬	বহীনর	৩৮।৯	,,
২৭	দণ্ডপাণি ..	৪০।৩	,,
২৮	নিধি	৩৬।৩	,,
২৯	ক্ষেমক	৫৮।৫	,,
৩০	ক্ষেমণ	৪৮।১১	,,
		কং ১৮৭০।৯	

ক্ষেমকের সন্তানাদি ছিল না, তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী ও লম্পট ছিলেন, এবং সর্ব্বদা মদ্যপানে মত্ত থাকিতেন, রাজকর্ম্মে মনোযোগ করিতেন না, তাহাতে ৪৮৷১১ রাজ্য করিলে পর, বিশারদ নামে তাঁহার এক মন্ত্রী তাঁহাকে সংহার করিয়া রাজ্য হরণ করেন। এই পর্য্যন্ত পাণ্ডু বংশীয় রাজাদের রাজ্য শেষ হইল। হিন্দুশাস্ত্র মতে তাঁহারা ৩০ জনে ১৭৭০ বৎসর ৯ মাস রাজত্ব করেন।

১ বিশারদ প্রকৃত ক্ষত্রিয় নহেন। মগধাধিপতি মহানন্দ, শূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, তৎপুত্র নন্দের অনেক পুত্র ছিল, বিশারদ তদ্বংশীয়, এজন্য তিনি নন্দবংশীয় রূপে খ্যাত। তিনি অতি বিচক্ষণ ছিলেন, কিন্তু প্রভুহত্যা করিয়া তাঁহার অপযশ হইয়াছিল। বিশারদ ১৭।৪ রাজ্য করিয়া পরলোক গমন করেন।

২	তাঁহার পুত্র সুরসেন ..	..	৪২।৮
৩	তৎপুত্র বীরসেন ..	..	৫২।২
৪	,, আনন্দ সেন	..	৪৭।৯
৫	,, বীরজিৎ ..	..	৩৫।১
৬	,, দুর্ব্বীর ..	..	৪৪।৬
৭	,, সুরুপাল ..	..	৩০।৯
৮	,, পুরস্থ ..	..	৪২।১০
			কং ২১৮৩।১০

৯	,,	সঞ্জয়	৩২।৩
১০	,,	অমরঘোষ	২৭।৪
১১	,,	ইলপাল	২২।১১
১২	,,	বীরঋদ্ধি	৪৭।৭
১৩	,,	বিদ্যার্থ	২৫।৫
১৪	,,	বোধমর্ম্ম	৩১।৮
			৫০০।৩

বোধমর্ম্ম সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অসম্মান করিতেন, তাহাতে সকলে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি এক দিবস মদ্যপানে মত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে বীরবাহু নামে তাঁহার এক মন্ত্রী তাঁহাকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজা হন। বোধমর্ম্মের বিনাশে নন্দবংশ লোপ হইল।

এই প্রকার ১৪ জন নন্দবংশীয় রাজা ৫০০ বৎসর ৩ মাস রাজত্ব করেন। } কং২৩৭১

১ বীরবাহু মগধাধিপতি, নন্দবংশীয়, এবং বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব কালে ঐ মত বাহুল্য রূপে প্রচলিত হইয়া তিব্বৎ চীন জাপান সাইয়ম বর্ম্মা প্রভৃতি অনেক দেশে ঐ মত গ্রাহ্য হয়। বীরবাহু ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। (কং ২৪০৬

২ বীরবাহুর মৃত্যুর পর তৎপুত্র যযাতি সিংহ রাজা হন। তাঁহার রাজত্ব কালে গ্রীশ দেশীয় মহা-

বীর সিকন্দর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু পরশ্ব নামে এক হিন্দু রাজা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন, তাহাতে তিনি এই দেশ জয় করিবার আশা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন।

	যযাতি সিংহের রাজত্ব	২৭।৭
২	যযাতির পুত্র শক্রঘ্ন ..	২১।
৪	[illegible]পুত্র মহীপতি ..	১৫।৪
[illegible]	বিহার মল্ল	১৪।৩
[illegible]	[illegible]প দত্ত	২৮।৩
[illegible]	মৃত্যু সেন	[illegible]৭।২
৮	জয়মল্ল	২৮।২
৯	কলিঙ্গ	৩৯।৪
১০	কুলমণি	৪৬।
১১	শক্রমর্দ্দন	৮।১১
১২	জীবনজ্যোতি ..	২৬।৯
১৩	হরি[illegible]	১৩।২
১৪	[illegible]রসেন	৩৫।২
১৫	আদিত্য	৩।১১
		৪০০

আদিত্য অতি কুকর্ম্মান্বিত ছিলেন। তিনি প্রায় অন্তঃপুরে থাকিতেন, রাজকর্ম্মে মনোযোগ করিতেন না, এই সকল কারণবশতঃ ধুরন্ধর নামে তাঁহার এক

মন্ত্রী তাঁহাকে যুদ্ধে সংহার করিয়া আপনি রাজ্যেশ্বর হন।

বীরবাহু অবধি গৌতম বংশীয় ১৫ জন * রাজা ৪০০ বৎসর রাজ্য করেন। তদবধি গৌতমবংশ লোপ হয়।

ধুরন্ধর ময়ূর বংশীয়, তিনি রাজ-মন্ত্রী ছিলেন, পরে রাজা আদিত্যকে যুদ্ধে সংহার করিয়া রাজা হন।

তাঁহার রাজত্ব কাল			৪১ বৎসর।
ধুরন্ধরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শোনাদ্ধন রাজা হইয়া		..	৪৫। রাজ্য করেন।
তৎপুত্র মহাকটক		..	৪৭।
" মহাবোধ	..	..	৩৩।
" নাথ	..	..	২৮।
" জীবনরাজ	...	...	৪৫।
" উদয়সেন	...	...	৩৪।
" বৃন্দাচন্দ্র	..	...	[illegible]
" রাজপাল	...	...	২৫।
			৩১৮

* পার্শী গ্রন্থে লেখে ১৬ জন রাজা ৪৪৩ বৎসর রাজত্ব করেন ঐ গ্রন্থে ১৬ রাজার নাম দিয়াছে। কিন্তু বৎসরের অঙ্ক ৪৪৩ হয় না, এজন্য বাঙ্গলা পুস্তকে যাহা লিখিয়াছে পার্শী গ্রন্থের সহিত মিল করিয়া এই সকল রাজাদের রাজত্বকাল লেখা গেল। [illegible]

রাজপাল অতি পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি আপন বাহুবলে অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তৎপরে সুখাসক্ত হইয়া রাজ্যকার্য্যে মনোযোগ করিতেন না, তাহাতে অত্যন্ত হেয় হইয়াছিলেন, পরে শকাদিত্য নামে এক পর্ব্বতীয় রাজা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন। তদবধি ময়ূরবংশ লোপ হইল।

ধুরন্ধর অবধি রাজপাল পর্য্যন্ত ময়ূরবংশীয় ১৪ রাজা ৩১৮ বৎসর রাজ্য করেন। } কং ৩০৮৯

শকাদিত্য রাজা হইয়া মন্ত্রী ও অমাত্যগণের সহিত সদ্ব্যবহার করেন নাই, অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছিলেন, সেজন্য সকলে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেন। বিশেষ তাঁহার রাজগুণ কিছুই ছিলনা, তাঁহার বীরত্ব মাত্র ছিল না, চিত্ত সরল ছিল না, দানশক্তি ছিল না, তিনি সুবিচার করিতেন না, সদালাপ জানিতেন না, সর্ব্বদা অহিফেনভক্ষণে বিহ্বল থাকিতেন। তাঁহার এই ভাব দেখিয়া উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য অনেক সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া যুদ্ধে আসিলেন। যুদ্ধ ঘোরতর হইল। এই যুদ্ধে শকাদিত্য পরাস্ত ও হত হইলেন। শকাদিত্য ১৪ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন।

শকাব্দ নামে যে শক প্রচলিত, বোধ হয় তাহা শকাদিত্য হইতে হইয়াছিল। } [illegible]

বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনী দেশের রাজা, প্রমারাবংশীয় চৌহান রজপুত, তিনি যখন হস্তিনার সিংহাসনারোহন করেন তখন কলিযুগের ৩১০৩ বৎসর গত হইয়াছিল *। তিনি যুধিষ্ঠিরের শক নিবৃত্ত করিয়া আপন অব্দ প্রচলিত করেন। বিক্রমাদিত্যচরিত গ্রন্থে তাঁহার সকল বিবরণ লেখা আছে তদ্দ্বারা বোধ হয় তাঁহার রাজত্বকালে হিন্দুস্থানের পুনর্ব্বার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, এবং ম্লেচ্ছাদির উপদ্রবমাত্র ছিল না। রাজা বিক্রমাদিত্য যুদ্ধসন্ধি প্রভৃতি রাজনীতিতে পারদর্শী এবং পরাক্রমী ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি বিদ্যানুশীলন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং বিদ্যা ও গুণের পুরস্কার করিতেন। তাঁহার রাজকীয় সভান্তর্গত অতি সুপণ্ডিত চতুর্দ্দশ ব্যক্তির এক শাস্ত্রীয়া সভা ছিল, তাহাতে কালিদাস ও বররুচি প্রধান ছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব সময়ে বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল না, তৎকালে তাহারা এদেশ হইতে প্রস্থান করিয়া শিলন প্রভৃতি নানা স্থানে গমন করে। কথিত আছে বৌদ্ধেরা এই দেশে অনেক মঠ ও মন্দির নির্ম্মাণ

* কোন কোন গ্রন্থে লেখে তিনি ৩০৪৪ কলিঅব্দে দিল্লীর রাজা হন, কিন্তু এগণনা প্রকৃত বোধ হয়না, তিনি ৩০৪৪ অব্দে উজ্জয়িনীতে রাজা হইয়াছিলেন তাহার কয়েক বৎসর পরে দিল্লী অধিকার করেন।

করিয়াছিল। ঐ সকল মন্দির অতি উৎকৃষ্ট স্তম্ভ দ্বারা সুশোভিত, এবং তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের অনেক অচল প্রতিমূর্ত্তি ছিল। বুদ্ধেরা এই দেশ হইতে গমন করিলে বিক্রমাদিত্যের ব্রাহ্মণেরা সেই সকল মন্দিরে বিষ্ণু এবং শিবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করিলেন। অন্যান্য স্থানেও অনেক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে যেং দেশ প্রসিদ্ধ ছিল তাহার নাম, ১ সরস্বতী, পঞ্জাব দেশ তদন্তর্গত ছিল। ২ কান্যকুব্জ, তন্মধ্যে হস্তিনা আগরা শ্রীনগর এবং অযোধ্যা রাজ্য ছিল। ৩ মিথিলা, তাহার বর্ত্তমান নাম ত্রিহুত, তাহা কুশীনদী অবধি গণ্ডকী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৪ বঙ্গ, তন্মধ্যে গৌড়, উখরা ও মগধের কিয়দংশ ছিল। ৫ গুর্জ্জর, তন্মধ্যে গুজরাট ও খান্দেষ ছিল, তাহার একাংশ মালব। ৬ উৎকল। ৭ মহারাষ্ট্র। ৮ তৈলঙ্গ, তাহা গোদাবরী ও কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত। ৯ কর্ণাট, তাহা কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ অবধি ঘাট নামক পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ১০ দ্রাবিড়, তাহা অধুনা তামুল দেশ। এই দশ দেশের ভাষা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছিল।

বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারম্ভের ৫৭ বৎসর পরে, অর্থাৎ ৩১০১ কলি গতাব্দে ইউরোপখণ্ডের মধ্যে য়ুদিয়া দেশে ঈশুখ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মেরির পুত্র ঈশ্বরকুমার বলিয়া খ্যাত, এবং ইউরোপ প্রভৃতি

মহাদ্বীপে অত্যন্ত পূজনীয়। তাঁহার মৃত্যুর দিবস অবধি খৃষ্টাব্দ চলিয়া আসিতেছে।

রাজা বিক্রমাদিত্য আনুমানিক ৩০ বৎসর রাজত্ব করিলে, রাজা শালিবাহ. তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত ও হত করেন। কিন্তু বিক্রমাদিত্যকে ধার্ম্মিক জানিয়া তিনি পূর্ব্বকালীন রাজাদিগের প্রথানুসারে আপনি রাজা না হইয়া তাঁহার পুত্র বিক্রমসেনকে হস্তিনার সিংহাসন প্রদান করেন। সম্বৎ নামে বিক্রমাদিত্যের যে শক ছিল তাহাও প্রচলিত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ দেশে ঐ সম্বৎ রহিত করিয়া আপন নামের শক স্থাপিত করেন।

বিক্রমসেন ৬৩ বৎসর রাজ্য করেন, তৎপরে সমুদ্রপাল নামে এক ভ্রষ্ট যোগী ছল-ক্রমে তাঁহাকে নষ্ট করিয়া তাঁহার রাজ্য হরণ করেন।

সমুদ্রপালের রাজত্ব কাল ২৪।২ ,,

তৎপরে চন্দ্রপাল রাজা হন, তিনি সমুদ্রপালের পুত্র, তাঁহার রাজত্ব ৪২।৫

নয়নপাল চন্দ্রপালের পুত্র, তাঁহার .. .. ঐ ৫১।৫ ,,

দেশ পাল নয়নপালের পুত্র ৪৭।১ ,,

নরসিংহপাল দেশপালের পুত্র ৪৮।৩ ,,

সুতপাল নরসিংহপালের পুত্র ৩৭।১১ ,,

লক্ষপাল সুতপালের পুত্র	৩৮।৩	,,
অমৃতপাল, লক্ষপালের পুত্র	৩৭।৬	,,
মহীপাল অমৃতপালের পুত্র	৩৯।২	,,
গোবিন্দপাল, মহীপালের পুত্র	৫৫।৫	,,
হরিপাল গোবিন্দপালের পুত্র	২৪।৯	,,
ভীমপাল হরিপালের পুত্র	২৮।৮	,,
আনন্দপাল ভীমপালের পুত্র	৩১।২	,,
	কং ৩৭০২।২	

মদনপাল আনন্দপালের পুত্র, তাঁহার রাজত্বকালে [illegible] অব্দে আরব দেশে মক্কা নগরে মুসলমান [illegible]র স্রষ্টা মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন। মহম্মদের মদিনাতে পলায়ন অবধি হিজরী সন আরম্ভ হয়।

মদনপাল	৩৭।৯	রাজ্য করেন,
করমপাল মদনপালের পুত্র	৫৪	,,

তৎপুত্র বিক্রমপাল মহাবল পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি বাহুবলে নানা দিগদেশীয় রাজাদিগকে পরাভব পূর্ব্বক কর গ্রহণ করিতেন। বহবচ দেশীয় রাজা তিলকচন্দ্র কখন কর দিতেন কখন বা দিতেন না, এজন্য করমপাল সৈন্য সামন্ত লইয়া তিলকচন্দ্রকে কঠিনরূপে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি আপনি পরাজিত ও হত হইলেন।

তাঁহার রাজত্বকাল	৪৪।৩	,,
	কং ৩৮৩৮।২	

তিলকচন্দ্র বিক্রমপালকে সংহার করিয়া স্বদেশে নিশ্চিন্ত থাকিলেন না, অর্থাৎ পরাভূত সৈন্যদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া দিল্লী পর্য্যন্ত গ্রাস করিলেন, কিন্তু সিংহাসন আরোহণের অল্পকাল পরেই পরলোক গমন করিলেন।

অতএব তাঁহার রাজত্ব কাল		২।৭	মাত্র।
তিলকচন্দ্রের পুত্র বিক্রমচন্দ্র		২২।৭	,,
তৎপুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র	..	৪।৩	,,
,, রামচন্দ্র		[illegible]	[illegible]
,, দ্বেধরচন্দ্র	..	১৮।২	,,
,, কল্যাণচন্দ্র	..	১১।৭	,,
,, ভীমচন্দ্র ..	..	১৮।৩	,,
,, বোধচন্দ্র ..	..	২৫।৫	,,
,, গোবিন্দচন্দ্র	..	২২।২	,,
		কং ৩৯৭৭।৬	

গোবিন্দচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন, অতএব তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার পত্নী প্রেমদেবী সিংহাসনারোহণ করিলেন, কিন্তু তিনি অল্প কালের মধ্যে পরলোকগতা হইলেন, তাঁহার শাসনকাল কেবল ১ বৎসর। } কং ৩৯৭৮।৬

প্রেমদেবী পরলোকগতা হইলে সিংহাসন শূন্য হইল, মন্ত্রিগণ রাজ-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

পরে বিবেচনা করিলেন যে রাজা ব্যতিরেকে রাজ্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

অতএব হরিপ্রেম নামে এক বৈরাগীকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেন। ইনি অতি সুপণ্ডিত ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য এবং দেশের মধ্যে অতি মান্য ছিলেন,

তাঁহার শাসন কাল .. .. ৭।৫ ,,

হরিপ্রেমের পরলোক গমনানন্তর গোবিন্দ প্রেম নামে তাঁহার প্রধান শিষ্য গুরুসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন, তাঁহার শাসনকাল ২০।৩ ,,

তৎপরে গোপাল প্রেম রাজা হন, তিনি গোবিন্দ প্রেমের শিষ্য, তাঁহার শাসন কাল ১১।৩ ,,

গোপাল প্রেমের মৃত্যুর পর মহাপ্রেম নামে তাঁহার শিষ্য রাজা হইলেন, তিনি বাল্যকালাবধি ঈশ্বরপরায়ণ, সর্ব্বদা উদাস চিত্ত, রাজ্য শাসনে অশক্ত হইয়া তিনি বন গমন করিলেন।

তাঁহার শাসন কাল .. .. ৬।৮ ,,

৪৫।৭

ইহাতে কলি অব্দের ৪০২৪।১ গত হয়। এইপ্রকার পার্শী ও হিন্দু গ্রন্থে যে যে বিষয় পাওয়া গেল তাহা মিলন করিয়া লিখিলাম। বিক্রমাদিত্যের পর দিল্লীর সিংহাসনস্থ কোন রাজা রাজচক্রবর্ত্তী হন নাই, ভারতবর্ষের প্রধান সিংহাসন বলিয়া মান্য।

হিন্দুগ্রন্থে লেখে মহাপ্রেমের বনগমনের পর বঙ্গদেশাধিপতি আদিশূরের বংশীয় ধীসেন দিল্লী নগর আক্রমণ করিয়া তথাকার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে তাঁহার বংশীয় রাজারা তথায় রাজত্ব করেন। কিন্তু এ কথা প্রামাণিক নহে, সেন গোষ্ঠীরা বঙ্গদেশের রাজা ছিলেন, দিল্লী নগরের দুরবস্থা প্রযুক্ত তাহা নামমাত্র অধিকার করিয়া থাকিবেন। ইহাদের রাজত্ব কাল ১৪১।১১ নিরূপিত হইয়াছে।

ধীসেন	১৮।৫	,,
বল্লালসেন	১৮।৫	,,
লক্ষ্মণ সেন	১০।৫	,,
কেশব সেন	১৫।৮	,,
মাধব সেন	১১।৪	,,
সুর সেন	৮।২	,,
ভীম সেন	৫।২	,,
কার্ত্তিক সেন	৪।১	,,
হরি সেন	১২।২	,,
শত্রুঘ্ন সেন	৮।১১	,,
নারায়ণ সেন	২।৩	,,
দামোদর সেন	২৬।১১	,,
	কং ৪১।৬৬	

অন্য গ্রন্থে লেখে ৮৫৬ খৃষ্টাব্দে (কলি ৩৯৫৮) তুয়ার বংশীয় রাজাদিগের জয়পতাকা ইন্দ্রপ্রস্থে উড্ডীয়মানা হইয়াছিল, এবং রজপূতদিগের সিংহনাদে ইন্দ্রপ্রস্থের শত্রুদল একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজ এই বংশীয় শেষ রাজা ছিলেন * তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, তৎপরে মুসলমান জাতীয় পাঠানেরা এই রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের রাজ্যকালে এই প্রাচীন বিখ্যাত নগর সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ হইয়া ধন মান বল বীর্য্য বিক্রম শিল্প ও সৌজন্যে পৃথিবীর অদ্বিতীয় রাজপাট রূপে গণ্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহাও কালবশে কালের করাল গ্রাসে পড়িয়াছে।

ইন্দ্রপ্রস্থ ক্রমশঃ শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। যখন শকাদিত্য রাজ্য অধিকার করেন তখন ইন্দ্রপ্রস্থের তাদৃশ শোভা বা সম্পত্তি ছিল না, প্রায় সকলি বিলুপ্ত হইয়াছিল, যে যৎকিঞ্চিৎ ছিল রাজা বিক্রমাদিত্য তাহা হরণ করিয়া ঐ নগরকে একেবারে শ্রীভ্রষ্ট করেন।

ইন্দ্রপ্রস্থের অপর নাম দিল্লী। জনশ্রুতি আছে

* বাঙ্গলা গ্রন্থে লেখে কলি অব্দের ৪১০৯ বৎসর গত হইলে রাজা দীপসিংহ ২৭।২, রণসিংহ ২২।৫, রাজসিংহ ৯।৮, বরসিংহ ৪৬।১, নরসিংহ ২৫।৩, জীবনসিংহ ২০।৫, তৎপরে পৃথ্বীরাজ ১৪।৭ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

দিলীপ নামে তথায় এক রাজা হইয়াছিলেন, তাহাতে এই নাম উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ কহেন ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানে দেহল নামে এক রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহার নামই দিল্লীর আদি শব্দ। পরন্তু মুসলমানেরা কহিয়া থাকেন, গজনির অধিপতি মহম্মদ ইন্দ্রপ্রস্থে আগমনসময়ে তত্রত্য মৃত্তিকার অদৃঢ়তা প্রযুক্ত শিবির সন্নিবেশনে ক্লেশ পাইয়া নগরের নাম দহলী রাখিয়াছিলেন, তাহার অপভ্রংশে দিল্লী হইয়াছে। কিন্তু এ কথা মিথ্যা, কারণ ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বাবধি দিল্লীশব্দ প্রসিদ্ধ আছে। এক্ষণে যে দিল্লী নগর আছে তাহা এই প্রাচীন দিল্লী নহে। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে শাহজমান রাজা প্রাচীন দিল্লীর অনধিক দূরে এক নগর স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করেন, এই নগর সম্প্রতিকার দিল্লী।

ইন্দ্রপ্রস্থ বা দিল্লীনগর ভিন্ন গঙ্গা যমুনার তীরে আর পাঁচ হিন্দুরাজ্য ছিল, অর্থাৎ মথুরা কাশী পঞ্চাল মগধ ও বঙ্গদেশ। তাহার বিবরণ পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে।

মথুরা।

মথুরা অতি প্রাচীন দেশ এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। রাজা যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদু পিতৃরাজ্যে বিমুখ হইয়া এইখানে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎ-

পরে যদুবংশীয় নামে খ্যাত তদ্বংশীয়েরা এই স্থানে রাজ্য করিয়া আসিতেছিলেন। তৎপরে কংশ নামে এক রাজা হন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভাগিনেয়, বসুদেবের পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিলে কিংবদন্তী হইল, তিনি অবতার হইয়া আসিয়াছেন, এবং কংশকে বধ করিয়া তাঁহার রাজ্য হরণ করিবেন। এই ভয়ে কংশ তাঁহাকে ধ্বংস করিবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। শ্রীকৃষ্ণ এক গোপের গৃহে থাকিয়া ক্রমশঃ অতি সাহসী ও যশস্বী হইতে লাগিলেন। পরে তিনি কংশকে বিনাশ করিয়া ধরণীকে তাঁহার অত্যাচার হইতে মুক্ত করিলেন।

কংশ মগধাধিপতি রাজা জরাসন্ধের জামাতা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংশকে বিনাশ করিলে জরাসন্ধ অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক মথুরাতে যাত্রা করিলেন। কথিত আছে তিনি ঐ দেশ অষ্টাদশ বার আক্রমণ করেন। অবশেষে তিনি ঐ দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশীয়দিগকে লইয়া তথা হইতে সমুদ্রতটে গুজরাটে যাইয়া দ্বারিকা নামে এক রাজ্য স্থাপন করেন।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলে রাজা জরাসন্ধ তাহাতে প্রতিবাদী হন। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব আক্রোশে রাজা যুধিষ্ঠিরের সেনাপতি হইয়া ভীমার্জ্জুন সমভিব্যাহারে তাঁহার সহিত যুদ্ধ

করিতে গমন করেন। জরাসন্ধ এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ভীমের হস্তে নিহত হন। কোন কোন স্থানে লেখে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম তাঁহাকে করাত দ্বারা চিরিয়া ফেলিয়াছিলেন।

পরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ঐ যুদ্ধের একজন মহারথী হন। ঐ যুদ্ধে জয় হইলে তিনি দ্বারিকাতে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তথায় আসিলে পর যদুবংশীয়দের সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়। তাহাতে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া তিনি এক ব্যাধের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীকৃষ্ণের মানবলীলা সম্বরণের পর যদুবংশীয়েরা সিন্ধুপার গমন করেন। কোন কোন গ্রন্থে লেখে বহুকাল পরে যে রজপুত্ জাতীয়েরা সিন্ধু ও কচ্চ আসিয়াছিল, তাহারাই ঐ যদুবংশীয়। কিন্তু মহাভারত দৃষ্টে বোধ হয় কৃষ্ণের মৃত্যুর পর ঐ যদুবংশীয়েরা যমুনা অঞ্চলে যাত্রা করিয়াছিলেন।

কাশী।

এই স্থান অতি প্রাচীন এবং হিন্দুদিগের এক প্রধান পুণ্যস্থান। পুরাণে লিখিয়াছে কাশী বাস করিলে মনুষ্যের পূর্ব্ব জন্মের সকল পাপ ক্ষয় হয়। কাশীবাসী ব্যক্তিরা যদি কোন বার্ত্তা প্রসঙ্গে অন্য দেশীয় লোক-

দিগের নাম গ্রহণ করেন, তবে সেই সকল ব্যক্তির পক্ষে তাহা মোক্ষবৃক্ষের বীজ রোপণ করা হয়, আর যাহারা দেশান্তরে থাকিয়া কাশীর নাম স্মরণ করেন তাঁহারা ভব সাগর পার হন। কাশীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ইহা উক্ত হইয়াছে সৃষ্টির আরম্ভে যখন পৃথিবী জল-মগ্ন ছিল, তখন মহাদেব এই স্থানকে রক্ষা করিয়া-ছিলেন। এই প্রকার অনেক কথা আছে তাহা লিখি-বার প্রয়োজন নাই।

কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্রতনয় কুশের বংশ জাত বিহঙ্গরাজ রাজার পুত্র কাশীরাজ পৈতৃক অযোধ্যা রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইয়া তদধিকার পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে রাজপাট স্থাপন করেন। অপরে কহেন চন্দ্রবংশীয় পুরুরবার কুলজাত ক্ষত্রবৃদ্ধ রাজার প্রপৌত্র কাশীরাজ এই রাজ্য স্থাপন করেন, তাঁহা হইতে কাশী নাম হইয়াছে। ইহার আর এক নাম বারাণসী। কাশীর উভয় পার্শ্বে বরুণা ও অসী নামে দুই নদী আছে, তৎসংযোগে এই নাম হইয়াছে।

কাশীরাজের পৌত্র ধন্বন্তরি চিকিৎসা বিদ্যাতে অতি বিখ্যাত এবং অনেক দিবসাবধি এই রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। ঐ ধন্বন্তরির পৌত্র দিবোদাস আরো বিখ্যাত ছিলেন, এবং সর্ব্বদা যোগ সাধনে থাকিতেন। তাঁহার যোগভঙ্গ জন্য দশ অশ্বমেধ

যজ্ঞ হয়। ঐ যজ্ঞের স্থান দশাশ্বমেধের ঘাট নামে, অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

এই রাজবংশীয় কোন ব্যক্তির অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী দুই কন্যা ছিল, ভীষ্মদেব, বৈমাত্র ভ্রাতা বিচিত্র-বীর্য্যের সহিত বিবাহ দিবার জন্য তাহাদিগকে হস্তিনা নগরে লইয়া যান। অনন্তর কাশীতে পৌণ্ড্রক নামে এক ব্যক্তি জন্মেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্বেষ করিয়া দ্বিতীয় বসুদেব হইবার চেষ্টা করেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বিনাশ করেন। ইহার পর কাশীর আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ১০০৮ খৃষ্টাব্দে কাশীতে বুনার নামে এক রাজা ছিলেন, ইনি মুসলমান ভূপতি মহম্মদ কর্ত্তৃক পরাস্ত হইয়া পর-লোক গমন করেন। জনশ্রুতি আছে বুনার রাজার নামেতে কাশীর অপর নাম বারাণস হইয়াছে।

ইহার কিছু দিন পরে গৌড়দেশাধিপতি মহীপাল রাজা, কাশী জয় করিয়া, স্থিরপাল ও বসন্তপাল নামে দুই ব্যক্তিকে আপনার প্রতিনিধি করিয়া তথায় পাঠান। তদনন্তর কাশী কান্যকুব্জাধিপতি রাজা চন্দ্রদেবের রাজ্যান্তর্গত হয়। অবশেষে ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে (কলি ৪৩৩৮ অব্দে) মুসলমানেরা ঐ রাজ্য অধিকার করেন।

পঞ্চাল।

অযোধ্যা ও সম্প্রতি যাহাকে দুয়াব বলা যায়, পঞ্চাল রাজ্য তাহার মধ্যবর্ত্তী ছিল। পুরুবংশীয় হর্য্যশ্ব রাজা এই রাজ্য স্থাপন করেন, এবং তাঁহার পঞ্চ পুত্রকে এই রাজ্য বিভাগ করিয়া দেন, এইজন্য ইহার পঞ্চাল নাম হইয়াছে। যৎকালে কুরু পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ হয় তৎকালে দ্রুপদ রাজা এই দেশের ভূপতি ছিলেন। মহাভারতে অযোধ্যা রাজ্যের নাম উল্লেখ নাই, ইহাতে বোধ হয় তৎকালে ঐ রাজ্য তথা হইতে পঞ্চালে উঠিয়া গিয়া থাকিবে, তাহার পর কান্যকুব্জের সঙ্গে একত্র হয়।

মগধ।

এক্ষণে যাহাকে বেহার বলা যায়, পূর্ব্বে তাহা মগধ নামে খ্যাত ছিল। বুদ্ধদেব মঠে "বিহার" করিতেন, এই জন্য ইহার বেহার নাম হইয়াছে। পাটলিপুত্র এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। ঐ নগর পূর্ব্বে অতি ধনাঢ্য ও বিখ্যাত ছিল। এক্ষণে ঐ নগরের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, কিন্তু সম্প্রতি যেখানে পাটনা জিলা হইয়াছে তাহার নিকটে ঐ নগর ছিল, নিশ্চয় হইয়াছে।

বহুকালাবধি এই মগধ রাজ্যে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়

রাজারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বে এই নগরে জরাসন্ধ রাজা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কংশকে বধ করিলে পর, তিনি কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে এবং তদ্বংশীয় যদুদিগকে মথুরা হইতে দূরীকৃত করিয়া আপনি ঐ রাজ্য অধিকার করেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে তিনি ঐ যজ্ঞের প্রতিবাদী হইয়াছিলেন, এই জন্য পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধে তিনি হত হয়েন।

যখন কুরুক্ষেত্রে সংগ্রামারম্ভ হয়, তখন মগধে সহদেব নামে এক রাজা ছিলেন। ঐ রাজার পর তদ্বংশীয় ৩৩ জন রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে অজাতশত্রু নামে এক রাজা হন। তাঁহার রাজত্ব কালে শাক্যসিংহ কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়, এবং তজ্জন্যই মগধ রাজ্যের অধিক গৌরব। এই ধর্ম্মের কথা পরে লেখা যাইবে। শাক্যসিংহ খৃষ্টাব্দের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে, ২৬৫২ কলিঅব্দে, পরলোক গমন করেন।

বিদেশীয় ইতিহাসলেখকেরা কহেন এই সময়েই হউক বা ইহার পরে (খৃষ্টের জন্মের ৫১৪ বৎসর পূর্ব্বে) দারা নামে পারস দেশের রাজা এই দেশে আসিয়া সিন্ধু নদীর তটস্থ তাবৎ প্রদেশ জয় করি-

য়াছিলেন। ইহাও কথিত আছে ঐ প্রদেশ হইতে তিনি যে কর প্রাপ্ত হইতেন, তাহা তাঁহার সমুদায় রাজ্যের তৃতীয় অংশের এক অংশের অধিক। আর তিনি আপন দেশ হইতে রৌপ্য মুদ্রা পাইতেন, কিন্তু এ দেশ হইতে স্বর্ণ মুদ্রা পাইয়া ছিলেন।

অজাতশত্রুর পর চারি জন ক্ষত্রিয়বংশীয রাজা হইয়া ছিলেন। তৎপরে খৃষ্টাব্দের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে (কলি ২৭০২) নন্দ নামে এক রাজা হন। তিনি শূদ্রাণীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। কোনং গ্রন্থকার লিখেন তিনি তক্ষক বা নাগবংশীয় ছিলেন। ইংরাজী পুস্তকে লেখে খৃষ্টের জন্মের ৬৯৭ বৎসর পূর্ব্বে সাইথিয়া হইতে কতক গুলি লোক এদেশে আসিয়াছিল, শেষনাগ নামে তাহাদের এক অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং সর্প তাহাদের জাতীয় চিহ্ন ছিল। এই জাতীয়েরা মগধ দেশ জয় করিয়াছিলেন। তাহাতে তাহাদিগকে নাগ বংশীয় কহে। কেহ কেহ বলে বুদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তক্ষক বলা যাইত। যাহাহউক।

নন্দ রাজা হইলে পর গ্রীস দেশের সিকন্দর (আলেকজন্দর) বাদশাহ হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ঐ বাদশাহ পারস দেশ বিনাশ করিয়াছিলেন। পরে ভারতবর্ষের ধনগৌরবে এবং দিগ্বিজয় অভিলাষে এক লক্ষ বিংশতি সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ভারত

ভূমির উত্তর খণ্ডে আসিয়া কাবুল দেশ জয় করেন।, কাবুলজয়ের পর তিনি সিন্ধুপারস্থ রাজাদিগকে বলিয়া পাঠান তোমরা আমার অধীনতা স্বীকার কর, নতুবা আমি তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিব। ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে তিন জন রাজা ছিলেন, আবিসরিস, তকজয়লিস, ও পরশু। আবিসরিস পর্ব্বতাঞ্চলে অর্থাৎকাশ্মীর দেশের রাজা ছিলেন। সিন্ধু অবধি পঞ্চালদেশীয় ঝিলম নদী পর্য্যন্ত তকজয়লিসের অধিকার ছিল। এবং ঝিলম অবধি পূর্ব্বদিকে হস্তিনা পর্য্যন্ত পরশুর রাজ্য ছিল। প্রথমোক্ত দুই রাজা সিকন্দরের সৌহৃদ্য প্রার্থনায় তাঁহার সহিত মিত্রাচরণ করিলেন। কিন্তু পরশু তাহা না করিয়া অনেক হয় হস্তী ও সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার পথাবরোধ করিলেন। পরশু রাজা কোন বংশীয় ছিলেন তাহার নির্ণয় হয় নাই, এমন নাম হিন্দুপুস্তকে পাওয়া যায় না। কিন্তু তিনি পাণ্ডুবংশীয় কোন রাজা হইবেন এমন বোধ হয়। যাহাহউক, তিনি অতি সাহসিক হইয়া যুদ্ধ করিলেন, এবং তাঁহার সৈন্যগণ পলায়ন করিলেও তিনি হয়ারোহণে একাকী সংগ্রাম করিলেন। সিকন্দর তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, অতএব তাঁহার রাজ্য হরণ না করিয়া তাঁহাকে সিন্ধুতীরস্থ সকল রাজ্যের অধিপতি করিলেন। অনন্তর তিনি পঞ্চা-

বেশ্ব পঞ্চনদী পার হইয়া মগধে আসিবার উদ্যোগ করিতে ছিলেন, এদিকে মগধাধিপতি নন্দ দুই লক্ষ পদাতিক এবং ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বারূঢ় সেনা লইয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন। কিন্তু সিকন্দরের সৈন্যগণ যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া সংগ্রাম অস্বীকার করিল। তাহাতে তিনি এই দেশে আসিতে না পারিয়া, সিন্ধু পর্য্যন্ত আপনার রাজ্যের সীমা নিরূপণ পূর্ব্বক পোতারোহণে সিন্ধু নদী দিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

নন্দ স্বীয় মন্ত্রী কর্ত্তৃক হত হন। তাহার পরে তাঁহার আট পুত্র একত্রে রাজত্ব করেন। কোন২ গ্রন্থকার লেখেন এই আট পুত্রের মধ্যে চন্দ্রগুপ্ত এক জন ছিলেন, কিন্তু তিনি নাপিতানীর গর্ব্ভে জন্মিয়া ছিলেন, এজন্য তাঁহার আর২ ভ্রাতারা তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। ইহাতে তিনি অপমান বোধ করিয়া অনেক দিবস উত্তর দেশ ভ্রমণ করেন। তদনন্তর চাণক্য নামে এক মন্ত্রীর সাহায্যে ভ্রাতাগণকে বিনাশ করিয়া তিনি রাজ্য অধিকার করেন। কোন২ গ্রন্থকার লেখেন এই আট জন ক্রমান্বয়ে রাজ্য করিয়া ছিলেন, অবশেষে চন্দ্রগুপ্ত, খৃষ্টের জন্মের ৩১৫ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ২৭৮৭ কলি অব্দে, রাজা হন। যাহাহউক চন্দ্রগুপ্তের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তিনি অনেক

ঐ মতাবলম্বী হয়। ইহা ভিন্ন নেপাল, ত্রিবর্ত্ত, তাতার, চীন, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অনেক হিন্দু ও যবন রাজ্যে ঐ ধর্ম্ম প্রচলিত হয়.

অশোকের পরলোক গমনানন্তর তাঁহার পুত্রেরা ভারত রাজ্য বিভাগ করিয়া লইয়া কুলাল নামক তাঁহার এক পুত্র পঞ্চালের রাজা হন, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কাশ্মীর ও পাটলিপুত্রের রাজা হন।

চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারীগণ দশ পুরুষ পর্য্যন্ত উত্তম রূপে রাজ্য করেন। ইঁহাদের সময়ে ক্ষত্রিয়েরা নিতান্ত হীনবল হইয়াছিলেন, এবং বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশঃ প্রবল হওয়াতে ব্রাহ্মণদিগের মর্য্যাদার হানি হইতে লাগিল। ঐ সময়ে কেবল কান্যকুব্জে ব্রাহ্মণদিগের একাধিপত্য ছিল, অন্যত্র ছিল না। অতএব বৌদ্ধদিগের দমন না হইলে তাঁহাদিগের রাজ্য ও ধর্ম্ম রক্ষা হওয়া কঠিন বিবেচনায় ক্ষত্রিয় পুনরুদ্ভাবন ও বৌদ্ধবিনাশ কল্পনা করিয়া তাঁহারা বৌদ্ধদিগকে তক্ষক খ্যাতি দিয়া এই কথা রাষ্ট্র করিলেন, যে "রাজ্যনিয়ন্তৃ পুরুষাভাবে সর্ব্বত্র অমঙ্গল আরম্ভ হইল, পাপের বৃদ্ধি ও পুণ্যের হানি হইতে লাগিল, প্রজা সকল ক্লেশপথে পতিত হইল, অসুরকুলের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল, এবং ভূদেবী পাপভরে অস্থির হইলেন"।

পুরাণলেখকেরা লেখেন এই সকল অমঙ্গল নিবারণ

জন্য বিশ্বামিত্র ঋষি ক্ষত্রিয়ের পুনরুদ্ভাবন কল্পনা করিবা এক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তাহাতে ইন্দ্র ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র প্রভৃতি অসংখ্য দেবতা উপস্থিত হইলেন। পরে ঐ চারি দেবতা চারি মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলেন, তাহাতে চারি বীর উত্থিত হইলেন। ইহাদিগের নাম প্রমার, চালুক, পরিহার, এবং চালুমান। এই বীরচতুষ্টয় অগ্নি হইতে উঠিয়া দৈত্য-দিগের সহিত তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু যতই দৈত্য সংহার করিতে লাগিলেন, তাহাদিগের শোণিত হইতে ততই অভিনব দৈত্য জন্মিতে লাগিল। এই সঙ্কটে আশাপূরণা গাজনমাতা কেওঞ্জমাতা ও সঞ্জিরমাতা নাম্নী তাঁহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরা দৈত্য শোণিত পান করিতে লাগিলেন, তাহাতে দৈত্য বৃদ্ধি নিবারণ হইয়া ক্ষত্রিয়েরা জয়ী হইলেন।

এই কথার দ্বারা এমন বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বকালে প্রমার, চালুক, পরিহার ও চালুমান নামে চারি বীর পুরুষ ছিলেন। প্রমার ধার আর উজ্জয়িনীর রাজা, চালুক অনলপুর পত্তনের ভূপতি, পরিহার বিখ্যাত মান্দাদন মরুভূমির অধিপতি এবং চালুমান নর্ম্মদা-কূলে মাসবতী নগরীর অধীশ্বর। ইহাদের বংশ ভার-তবর্ষে অগ্নিকুল নামে বিখ্যাত এবং ঐ কুলে অনেক রাজন্যশ্রেষ্ঠ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারা অনেক

বৌদ্ধ বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিলুপ্ত প্রায় এবং ব্রহ্মধর্ম্ম পুনঃ প্রবল হয়। সেই অবধি ব্রাহ্মণদিগের পুনরাধিপত্য হইয়াছে।

চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারীগণ খৃষ্টের জন্মের বিংশতি বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহাঁর পর আর তিন শূদ্রগোষ্ঠী রাজা হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অন্ধ্র গোষ্ঠীয়েরা প্রধান, এবং তাহারা বহুকাল রাজত্ব করেন। আর দুই গোষ্ঠীর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কথিত আছে প্রথমে কর্ণ নামধারী চারিজন রাজা হইয়াছিলেন। ইহাদের শেষ রাজা স্বীয় মন্ত্রী কর্ত্তৃক হত হইলে, ঐ মন্ত্রী, ১৫১ খৃষ্টাব্দে, মগধের সিংহাসন আরোহণ করেন। তাহার ৪০ বৎসর পরে শূদ্রক নামে এক রাজা হন, তিনি কর্ণদেব নামে খ্যাত, তাঁহা হইতেই ইন্দ্রযতিখণ বংশ উৎপন্ন হয়। ঐ কর্ণ তাবৎ ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া খ্যাত ছিলেন, এবং বারাণসে যে এক ভূমির তাম্রময় দান-পত্র বাহির হইয়াছে তাহাতে তাঁহাকে তিন কলিঙ্গের অধিপতি বলিয়া লিখিয়াছে। ইহাতে বোধ হয় উত্তরে আরাকান প্রভৃতি সমুদ্রতট পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার ছিল। কর্ণ অষ্টাদশ বৎসর রাজ্য করিলে পর তাঁহার এক সহোদর রাজা হন। তৎপরে আর পাঁচ ছয় জন রাজা হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই

কর্ণ নামে খ্যাত ছিলেন। এবং ইহাদের খ্যাতি রুম রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তার হইয়াছিল। ঐ দেশীয় লেখকেরা ইহাদিগকে ভারতবর্ষের সম্রাট বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই রাজাদের সঙ্গে চীনরাজের সদ্ভাব ছিল এমন বোধ হয়, কেননা এক সময়ে তাঁহাদের সাহায্যার্থ চীনরাজ অনেক সৈন্য প্রেরণ করেন। এই বংশীয় রাজারা খৃষ্টাব্দের ৫৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইহার পর পুরাণলেখকেরা ইন্দ্রবংশীয় রাজাদের নামোল্লেখ করেন না। কিন্তু পুলম নামে এক রাজার নামোল্লেখ আছে। তিনি কোন্ বংশীয় তাহা নির্ণয় হয় না। ফলতঃ তিনি অতি পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন, এবং ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমার বাহিরেও কয়েক দেশ জয় করিয়াছিলেন। পুলম রাজা, ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে, পরলোক গমন করেন।

ইহার পর মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা রামদেব নামে এক রাজার নাম উল্লেখ করেন। তিনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন, এবং বঙ্গ দেশ জয় করিয়াছিলেন। তৎপরে মালব রাজ্য আপনার অধীন করিয়া হিমালয়াঞ্চলে যাইয়া পর্ব্বতীয় যাবতীয় রাজাকে করস্থ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। তৎপরে কান্যকুব্জের গুপ্ত নামধারী

রাজারা এই রাজ্যকে আপনাদের শাসনাধীন করিয়াছিলেন।

বঙ্গদেশ।

যযাতির পুত্র অনুর বংশীয় বঙ্গ নামে এক রাজা এই রাজ্য স্থাপন করেন। মহাভারতেও এই দেশের কথা উল্লিখিত আছে। এবং তাহাতে ইহাও লিখিয়াছেন কুরু পাণ্ডবদিগের যুদ্ধে বঙ্গ দেশের এক রাজা মগধদেশীয় রাজার সহকারিতা করিয়াছিলেন। ইহাতে এই বঙ্গ দেশকে প্রাচীন বলা যাইতে পারে। আইন আকবরীতে লেখে ঐ রাজা অবধি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পাঁচ বংশের রাজারা একাদিক্রমে বঙ্গ দেশের রাজা হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে চতুর্থ বংশীয় পাল উপাধি ধারী রাজারা খৃষ্টীয় নয় শত অবধি একাদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই রাজাদের রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় যে সকল ক্ষোদিত প্রস্তরাদি স্থানে স্থানে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ জন্মিতে পারে না। কিন্তু তাহাতে এই কথা লেখে যে ঐ রাজারা উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র এবং পশ্চিমে সিন্ধু পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে আরো প্রকাশ করে ঐ রাজারা পূর্ব্বে ত্রিবর্ত্তদেশ ও পশ্চিমে কাম্বোজ দেশ করস্থ

করিয়াছিলেন। এ কথা অতি অসম্ভব বোধ হয়, যেহেতু কান্যকুব্জ দিল্লী আজমীর মিবার ও গুজরাট রাজ্য এই বঙ্গদেশের অধীন ছিল না। তবে এই অনুমান হয় যে এই রাজারা দক্ষিণে ও পশ্চিমে অনেক দেশ জয় করিয়া থাকিবেন।

পাল উপাধিধারী রাজাদের পর সেনবংশীয় রাজারা বঙ্গদেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। আদিসুর নামে এই বংশীয় রাজা বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের মূঢ়ত্ব* দেখিয়া কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম, ১ ভট্টনারায়ণ, তাহার আদি পুরুষ শাণ্ডিল্য মুনি, এজন্য তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয়, ২ শ্রীহর্ষ, তিনি ভরদ্বাজ বংশীয় অতএব তাহার গোত্র ভরদ্বাজ, ৩ বেদগর্ভ, তিনি সাবর্ণ মুনির সন্তান, এজন্য তাহার সাবর্ণ গোত্র, ৪ ছান্দড়, তিনি বাৎসল্য বংশীয় অতএব তাঁহার গোত্র বাৎসল্য, ৫ দক্ষ, তিনি কাশ্যপ ঋষির সন্তান তাহার গোত্র কাশ্যপ। ঐ ব্রাহ্মণদিগের বংশীয়েরা এক্ষণে এই বঙ্গদেশে অতি মান্য। এবং ঐ পঞ্চজন ব্রাহ্মণের সমভিব্যাহারে যে পঞ্চজন ভৃত্য আসিয়াছিল, তাহা-

* মূঢ়ত্বের কারণ এই লেখে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হওয়াতে বেদশাস্ত্র প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল, ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন করিতেন না।

দের নাম মকরন্দ ঘোষ, কালিদাস মিত্র, দশরথ গুহ, দাশরথি বসু, পুরুষোত্তম দত্ত, তাহারা কায়স্থ হইয়াছেন। বঙ্গদেশে ইহারা শূদ্রের মধ্যে প্রধান।

গঙ্গা যমুনার তীরস্থ এই কয়েক রাজ্য ভিন্ন উজ্জয়িনী, গুজরাট, কান্যকুব্জ, মিথিলা, আজমীর, মিবার, যশলমীর, জয়পুর, সিন্ধু, কাশ্মীর, ও আর আর অনেক হিন্দুরাজ্য ছিল।

উজ্জয়িনী।

উজ্জয়িনী, মালব রাজ্যের রাজধানী। এই রাজ্যকে বড় প্রাচীন বলা যায় না, কিন্তু খৃষ্টাব্দের ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে (৩০৪৬ কলি অব্দে) প্রমার বংশোদ্ভব রাজা বিক্রমাদিত্য তথাকার ভূপতি হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব আরম্ভাবধি যে অব্দ চলিয়া আসিতেছে, তাহাতেই তাঁহার রাজ্যকাল নিরূপণ হইয়াছে। বিক্রমাদিত্য অতি বিক্রমশালী ভূপতি ছিলেন। তিনি বিদ্যা ও বিদ্বান লোকের যথোচিত সম্মান করিতেন। মহাকবি কালিদাস তাঁহার নবরত্ন সভার এক রত্ন ছিলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য মহাকাল নামে এক প্রকাণ্ড শিবমূর্ত্তি উজ্জয়িনী নগরে স্থাপন করেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের অতি বৃদ্ধাবস্থায় শালিবাহন তাঁহাকে সংহার করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন।

পরে তিনি দক্ষিণে অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহাতে বিক্রমাদিত্যের অব্দ লুপ্তপ্রায় হইয়া তাঁহার অব্দ প্রচলিত হইয়াছিল।

রাজা শালিবাহনের পর আর কয়েক জন রাজা হইয়াছিলেন। আইন আকবরী ও হিন্দুপুস্তকে তাঁহাদের নাম লেখা আছে। তন্মধ্যে চন্দ্রপাল নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি তাবৎ হিন্দুস্থান জয় করেন, এমত লেখা আছে। কিন্তু এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অনন্তর রাজা ভোজ এই দেশের ভূপতি হইয়াছিলেন। তিনিও ভারতবর্ষের এক জন বিখ্যাত রাজা ছিলেন, এবং অনেক দিন রাজত্ব করিয়া একাদশ শত বৎসরের শেষ কালে পরলোক গমন করেন। ভোজরাজের পৌত্র রাজা হইলে গুজরাটের রাজা ঐ দেশ জয় করিয়া তাঁহাকে রণবন্দী করিয়া লইয়া যান। তদনন্তর আর এক বংশীয়েরা ঐ দেশের রাজা হইয়া পুনর্ব্বার স্বাধীন হন। তৎপরে ১২৩১ খৃষ্টাব্দে, ৪৩৩৩ কলিঅব্দে, মুসলমানেরা ঐ দেশ জয় করেন।

গুজরাট।

পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে দ্বারিকা নগরে শ্রীকৃষ্ণ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাতেই এই রাজ্য অতি প্রাচীনের মধ্যে গণনীয়। কিন্তু এই রাজ্যের মধ্যে

বল্লভী নামে আর এক রাজধানী ছিল। রজপূত জাতীয়েরা বলিয়া থাকে অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজ-পরিবারস্থ কনকসেন ঐ রাজধানী স্থাপন করেন। এই পরিবারস্থ রাজারা খৃষ্টাব্দের ১৪৪ অবধি ৫২৪ বৎসর রাজত্ব করিলে, পারস দেশীয় লোকেরা ঐ রাজ্য নষ্ট করে। রাজা নৌসেরওয়ান ঐ সময় সিন্ধু দেশে আসিয়াছিলেন। বল্লভী নগর সিন্ধু হইতে অধিক দূর নহে, ইহাতে বোধ হয় তিনিই ঐ রাজ্য নষ্ট করিয়া থাকিবেন।

যাহাহউক বল্লভী রাজাদিগের পর চোরা নামধারী আর এক রজপূত বংশীয় লোকেরা ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে, (কলি ৩৮৪৮) অনলপুরে আর এক রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ অনলপুর এক্ষণে পত্তন নামে খ্যাত। ইহা পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অতি বিখ্যাত ছিল। চোরাবংশীয় শেষ রাজা ৯৩১ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে, তাহার সন্তানাভাব প্রযুক্ত চালুক্য বা শলাঙ্ক বংশীয় তাঁহার জামাতা রাজা হন। তদ্বংশীয় এক রাজা মালব দেশ জয় করিয়াছিলেন। এই রাজারা ১২২৮ খৃষ্টাব্দ, কলি ৪৩৩০ বৎসর, পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পরে মহম্মদ গজনবী ঐ দেশ জয় করিলে আর এক পরিবারস্থ রাজারা তাঁহাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া আপনারা রাজত্ব করেন। তৎপরে, ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে

মুসলমানেরা ঐ দেশ পুনর্ব্বার জয় করিলে ঐ রাজ-
বংশ একেবারে বিলুপ্ত হয়।

কান্যকুব্জ।

কান্যকুব্জ দেশ ভারতবর্ষ মধ্যে অতি প্রাচীন *
এবং এই স্থান হইতে ব্রাহ্মণদিগের কুলমর্য্যাদার সৃষ্টি
হয়। অতি প্রাচীন কালে এই রাজ্যকে পঞ্চাল বলা
যাইত এমত বোধ হয়। এই রাজ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে
অতি লম্বাকার ছিল। যে হেতু ইহার পূর্ব্ব সীমা
নেপাল এবং পশ্চিম সীমা চম্বল ও বানস নদীর ধার
দিয়া আজমীর পর্য্যন্ত ছিল। এই রাজ্যের পূর্ব্ব বিব-
রণ কিছুই প্রকাশিত নাই।

রজপুত জাতীয়দের মধ্যে যে লিখন ও প্রাচীন
কথা প্রচলিত আছে, এবং যে সকল ক্ষোদিত প্রস্তর
পরীক্ষা করা গিয়াছে, তদ্দ্বারা কেবল এই জানাযায় যে,
পূর্ব্বে এই দেশে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করিতেন।
তাহার পর ৪৭০ খৃষ্টাব্দে, কলি অব্দ ৩৫৭২, রথড়
বংশীয় রজপুত জাতীয়েরা ঐ রাজ্য অধিকার করিয়া,

---

* এই দেশের আর এক নাম মহোদয়। চন্দ্রবংশীয় কুশনাভ
রাজা এই রাজ্য স্থাপন করেন। কুশনাভের কন্যাদিগের
উপাখ্যানে জানা যায় তাঁহারা বায়ু দ্বারা কুব্জা হইয়াছিলেন,
এই জন্য এই দেশের নাম কান্যকুব্জ হইয়াছে। "কান্য-
কুব্জমিতি খ্যাতং ততঃ প্রভৃতি তৎপুরম্॥ (বালকাণ্ড)।

১১৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করেন। ইহার মধ্যে বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা রাজ্য ইহার প্রভুত্বাধীন ছিল। তাহার পর মুসলমানেরা ঐ দেশ জয় করিলে ঐ রজপুতেরা মারওয়ার দেশে প্রস্থান করেন।

রজপুত ও মুসলমান জাতীয় লেখকেরা ইহার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় মুসলমানেরা ভারতবর্ষে যত দেশ জয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই দেশ অতি ধনাঢ্য, ইহার অপেক্ষা অধিক ধনাঢ্য দেশ আর জয় করিতে পারেন নাই। ঐ লেখকেরা লিখিয়াছেন, যে কান্যকুব্জে এমন উচ্চ মন্দির ছিল, যে তাহার চূড়া গগণস্পর্শ করিয়া আছে এমত বলা যায়! এবং নগরে এত ঐশ্বর্য্যশালী লোক ছিল, যে তাম্বূল বিক্রয় জন্য ৩০০০০ খান দোকান এবং সংগীত ব্যবসায়ী ৬০০০০ মনুষ্য ছিল। ইহা ভিন্ন রাজার তিন লক্ষ পদাতিক, দুই লক্ষ ধনুর্দ্ধর এবং এক লক্ষ অশ্বারোহী সেনা ছিল। যুদ্ধকালে যখন ইহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিত, তখন তাহারা পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় চলিতেন এবং অগ্রসারী সেনাগণের আড্ডা লওয়া হইলে পরেও পশ্চাদ্বর্ত্তী সেনাদের তাম্বু ভাঙ্গা হইত না।

এই দেশ এক্ষণে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তথাপি ইহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের যে সকল চিহ্ন এখন

পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়, তাহাতে এই কথা কোন প্রকারে অযথার্থ বোধ হয় না। মুসলমানেরা যে সময়ে এ রাজ্য জয় করেন, তৎকালে কানাকুব্জের রাজাদের সঙ্গে দিল্লীর রাজাদের আত্মবিচ্ছেদ এবং যুদ্ধাদি উপস্থিত ছিল ইহাতেই ঐ রাজ্য মুসলমানদের অনায়াসে লব্ধ হয়, সুতরাং হিন্দুস্থান জয় করা কঠিন হইত।

মিথিলা।

মিথি নামা ইক্ষ্বাকুর বংশোদ্ভব এক সূর্য্যবংশীয় রাজা এই রাজ্য স্থাপন করেন। ঐ রাজার আর এক নাম বিদেহ ছিল, এজন্য এই দেশকে বিদেহ বলা যাইত। এক্ষণে ইহাকে ত্রিহুত বলা যায়। সূর্য্যবংশীয় জনক রাজা এই স্থানে রাজ্য করিতেন এবং এই খানে ব্যবস্থাদির সৃষ্টি হয়। পরন্তু ভারতবর্ষে যে দশ ভাষা চলিত, তন্মধ্যে মৈথিল ভাষা এই দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আজমীর।

এই দেশ হিন্দুদিগের মধ্যে পুষ্কর নামে খ্যাত। এই দেশের অষ্টম ভূপতি মাণিক্যরাও ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী বিশাল

১০৫০ খৃষ্টাব্দে দিল্লী জয় করেন। তৎপরে দিল্লী ও আজমীর রাজ্য একসঙ্গে পত্তন হয়।

মিবার।

এই দেশ পূর্ব্বে মালব দেশীয় রাজাদিগের অধীন ছিল। পরে অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশীয় যে রজপুত জাতীয়েরা গুজরাট অধিকার করেন, তাঁহারাই এই দেশ জয় করেন। এই দেশ এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান।

যশলমীর।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীয় জাতীয়েরা এই রাজ্য স্থাপন করেন, এবং এখন পর্য্যন্ত ইহা তাঁহাদের অধিকারে আছে।

জয়পুর।

এই রাজ্যের প্রকৃত নাম ঢুণ্ডার। ইহা এক রজপুত জাতীয় রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশজাত। এই রাজ্য এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান।

সিন্ধুরাজ্য।

সিন্ধুনদের উভয় তটস্থ ভূমি সিন্ধুদেশ নামে খ্যাত। মহাভারতে এই রাজ্যের নামোল্লেখ আছে। সিকন্দর শাহ যখন ভারতবর্ষ জয় করিতে আইসেন তখন এই দেশ চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। পরে ৭১১ খৃষ্টাব্দে, (কলি ৩৮১৩) আরবেরা ঐ দেশ আক্রমণ করিলে তাহা পুনর্ব্বার এক হইয়াছিল। তদনন্তর, ৭৫০ খৃষ্টাব্দে, কলি ৩৮৫২, রজপুত জাতীয়েরা এই দেশ পুনঃ প্রাপ্ত হন। তাহার পরে মুসলমানেরা তাহা একেবারে জয় করেন।

কাশ্মীর।

যাহারা এই রাজ্যের বিবরণ লিখিয়াছেন তাঁহারা লেখেন খৃষ্টের জন্মের ১৪০০ শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই রাজ্য বর্ত্তমান। এই রাজ্য পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগের রাজ্যান্তর্গত ছিল, এমন বোধ হয়। ইহার বিবরণ রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে বিস্তারিতরূপ লিখিত আছে। স্বতন্ত্র২ পাঁচ পরিবারস্থ রাজারা একাদিক্রমে এই রাজ্যে রাজত্ব করেন। পরে ১০১৫ খৃষ্টাব্দে, কলি ৪১১৭, এই দেশ মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

দক্ষিণ রাজ্য।

পূর্ব্বে যে সকল রাজ্যের নাম উল্লেখ করা গেল তাহা ভারতবর্ষের পশ্চিম উত্তর এবং পূর্ব্ব সীমান্ত। দক্ষিণে যে কয়েক রাজ্য ছিল তাহার নাম দ্রাবিড়, কর্ণাট, তৈলঙ্গ, উৎকল, ও মহারাষ্ট্র। এই কয়েক রাজ্যের কথা মহাভারতে উক্ত আছে, অতএব ঐ সকল রাজ্যকে নিতান্ত অপ্রাচীন বলা যায় না। কোন কোন গ্রন্থকারেরা লিখিয়াছেন, এই সকল দেশে পূর্ব্বে অসভ্য পর্ব্বতবাসী জাতীয়েরা বাস করিত। এ কথা অযথার্থ বোধ হয় না, কারণ, যখন রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার কেবল কয়েক জন মুনির সহিত সাক্ষাৎ হয়, তদ্ভিন্ন অপর লোক-দিগের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাহারা রাক্ষস ও বানর। ইহারা সম্ভবতঃ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ম্লেচ্ছ অসভ্য জাতি হইতে পারে। কিন্তু ইহার মধ্যে একটী কথা আছে, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

সংস্কৃত ভাষা অতি প্রাচীন, কথিত আছে ইহার পূর্ব্বেও তৈলঙ্গ ভাষার সৃষ্টি ও পরিপক্কতা, এবং তাহাতে অনেক গ্রন্থ রচনা হইয়াছিল। যদি এই কথা

সত্য হয়, তবে ঐ দেশীয় লোক সকলকে নিতান্ত অসভ্য বলা যায় না, কেননা অসভ্য ও মূর্খ লোক কর্তৃক কখন ভাষার উন্নতি হইতে পারে না, বিদ্বান লোকের দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে। অপিচ রামায়ণ ও আর আর গ্রন্থে দেখা যায়, যখন রাম লঙ্কা আক্রমণ করেন তখন রাবণ ঐ দেশের রাজা ছিলেন এবং দক্ষিণ রাজ্যেও তাঁহার পরাক্রম বিস্তৃত হইয়াছিল। রাবণ অসভ্য ছিলেন এ কথা কেহই বলিতে পারিবেন না, তিনি যে লঙ্কার রাজা ছিলেন, তত্রস্থ লোকেরা অতি বুদ্ধিজীবী, সভ্য ও পাণ্ডিত্যাগ্রগণ্য ছিলেন। ইহাও ব্যক্ত আছে রাবণ স্বয়ং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ও মহাদেব পরায়ণ ছিলেন। অসভ্য লোকেরা ধর্ম্মানুষ্ঠান বা বিদ্যা শিক্ষা করে না। অতএব দক্ষিণ রাজ্যের সকল মনুষ্যই অসভ্য ছিল এমত বোধ হয় না, স্থানে২ সভ্য মনুষ্যও ছিল। তবে ইহা হইতে পারে স্থানে২ বা অনেক স্থলে অসভ্য লোক ছিল। ক্রমে আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা তথায় যাইয়া বাস করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল রাজ্যের পূর্ব্ব বিবরণ নাই। যে নব্য বিবরণ পাওয়া যায় তাহা যথার্থ বলিয়া গণ্য, অতএব তাহাই লেখা গেল।

দ্রাবিড়।

যে দেশে তামিল ভাষা চলিত তাহার নাম দ্রাবিড়। এই দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব সীমা সমুদ্র, এবং মান্দ্রাজের নিকটে পালিকট অবধি বঙ্গলোর পর্য্যন্ত ঘাট নামে যে পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহা ইহার উত্তর সীমা। পশ্চিম সীমা মালাবার ও কানাড়া। মান্দ্রাজ রাজধানী এই রাজ্যের অন্তর্গত।

পাণ্ড্যমণ্ডল।—দ্রাবিড় রাজ্যের মধ্যে পাণ্ড্যমণ্ডল ও চোলমণ্ডল নামে দুই প্রাচীন রাজপাট ছিল। এই দুই রাজধানী পূর্ব্বে দণ্ডকারণ্যের অন্তঃপাতী ছিল। পরে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে তীর্থযাত্রীরা রামেশ্বর তীর্থে আগমন পূর্ব্বক বন পরিষ্কার করিয়া বসতি করিলেন তন্মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তবাসী মধুর নায়ক পাণ্ড্য নামে এক জন বৈশ্য বৈজী নদীর তীরস্থ দেশ পরিষ্কার করিয়া মধুর নগর পত্তন করিলেন। এই রাজধানী বহুকালাবধি দীপ্যমান ছিল ... ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে (৪৮ ... কলি অব্দে) তাহা আরকটের রাজা কর্ত্তৃক ধ্বংস হইয়া যায়। এই রাজ্য বড় বিস্তৃত ছিল না, ইহার দক্ষিণ সীমা কন্যাকুমারী, উত্তর সীমা বয়রু নদ, পূর্ব্বসীমা সমুদ্র, এবং পশ্চিম সীমা মলয়গিরি ও চের রাজ্য।

চোলমণ্ডল।—চোল রাজ্য পাণ্ড্য রাজ্য অপেক্ষা

আরো বিস্তৃত, ইহার উত্তরে কর্ণাট, দক্ষিণে সমুদ্র, এবং পশ্চিমে কেরল। ত্রয়মন চোল নামে অযোধ্যা-বাসী এক ব্যক্তি গোদাবরী সান্নিধ্যে ত্রিশির পল্লীতে এই রাজধানী স্থাপন করেন। খৃষ্টাব্দের আরম্ভকালে এই রাজ্য অতি উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। খৃষ্টাব্দের ৮০০ বৎসরে (৩৯০০ কলিঅব্দে) তত্রস্থ রাজারা তৈলঙ্গ ও কর্ণাটের অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এবং গোদাবরী তীরস্থ নন্দদ্রোণগিরি পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভুত্ব ছিল। ১১০০ শত খৃষ্টাব্দের পর এই রাজাদের পরাক্রম হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, তদবধি ইহাঁরা বিজয় নগরের রাজাদের অধীন হন। তাহার পর বিজয়পুরের মুসলমান রাজা ঐ দেশের রাজার সাহায্যার্থ কোন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি রাজাকে পদচ্যুত করিয়া আপনি রাজ্যাধিকার করেন। ইনিই বর্ত্তমান তাঞ্জোর পরিব[illegible] [illegible]থম রাজা [illegible] খ্যাত। ইহাদের রাজ[illegible]টি অনেক কাল মান্দ্রাজের নিকটে কাঞ্চী নগরে ছিল *।

---

* এই রাজ্যের চতুশ্চত্বারিংশ রাজা কুলোত্তুঙ্গ চোলের এক জারজ সন্তান হইল। রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজারা তাঁহার জন্মব্যত[illegible] জন্য তাঁহাকে যুবরাজ রূপে স্বীকার করিলেন না। এ নিমিত্ত কুলোত্তুঙ্গ তাঁহাকে একখণ্ড বনপরিষ্কৃত ভূমি অর্পণ করিলেন। এই স্থানের নাম তোণ্ডমণ্ডল এবং রাজধানী কাঞ্চী নগর হইল। (তত্ত্ববোধিনী)।

চেরা বা কঙ্গ নামে আর এক রাজধানী পাণ্ড্য ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যস্থলে ছিল। এই স্থানের রাজারা এক সময়ে কর্ণাটের অনেক স্থান জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু খৃষ্টাব্দের দশম শতাব্দীতে এই রাজধানী ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তখন তন্নিকটস্থ রাজারা ইহার ভূম্যাদি বিভাগ করিয়া লন।

কেরল।—দ্রাবিড়ের মধ্যে কেরল বা পরশুরামক্ষেত্র নামে আর এক রাজধানী আছে। মালাবার, কানাড়া ও কোঙ্কন এই রাজধানী সংযুক্ত। দক্ষিণ রাজ্যের ডুবিস্ গ্রন্থে এই সাধারণ জনশ্রুতির কথা লিখিয়াছে, যে পরশুরাম ক্ষত্রিয়দিগকে বিনাশ করিয়া বীরহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য দক্ষিণ গোকর্ণ তীর্থে যাত্রা করিয়াছিলেন। সে স্থানে তিনি সমুদ্রতটের প্রসারণ দ্বারা কেরল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং নানা দেশ হইতে ব্রাহ্মণসন্তানদিগকে আনয়ন পূর্ব্বক তথায় স্থাপন করিলেন। [illegible] সহ্যাদ্রি খণ্ডে* [illegible] দ্রাবিড়

---

* সহ্যাদ্রিখণ্ডে এই প্রকার আখ্যান আছে, [illegible] পর্ব্বত হইতে কুঠার ক্ষেপ করিলেন, সেই [illegible] স্থান হইতে সমুদ্র অপসৃত হইল। সেই [illegible] বা পরশুরামক্ষেত্র। ইহার উত্তর সীমা [illegible] সীমা কন্যাকুমারী। প্রত্যক্ষতঃ দক্ষিণরাজ্যের নাম [illegible] নামে যে পর্ব্বতশ্রেণী আছে তাহার উত্তর অং[illegible] রথী গোদাবরী ও কৃষ্ণবর্ণা নামে তিন নদীর উৎপত্তি[illegible] ভীম- এক্ষণে ভীমরথীর নাম ভীমা ও কৃষ্ণবর্ণার নাম কৃ[illegible]য়াছে। প্রসিদ্ধ আছে। অতএব পশ্চিম ঘাট পর্ব্বতের উত্তর [illegible]

ভাষার এক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে পরশুরাম কে দেশ ব্রাহ্মণহীন দেখিয়া কতিপয় কৈবর্ত্তকে যজ্ঞোপবীত প্রদান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ করিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণেরা সর্পভয়ে কেরল পরিত্যাগ করিলে, পরশুরাম কুরুক্ষেত্র হইতে আর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে আনয়ন করিয়া কেরলমধ্যে স্থাপিত করিলেন। পরশুরামের এই উপাখ্যান দ্বারা ইহা সম্যকরূপে প্রতীত হইয়াছে যে তাঁহার পূর্ব্বকালে দক্ষিণ রাজ্যের পশ্চিম দেশ অতি অসভ্য অবস্থাপন্ন ছিল, তিনি সেই অব্রাহ্মণ দেশে গমন করিয়া ইতর লোকদিগের উপনয়ন দিলেন, ও সেই সূত্রে আর্য্যাবর্ত্তের ধর্ম্ম দক্ষিণ দেশে সংস্থাপিত করিলেন।

উত্তরকালে পরশুরাম-ক্ষেত্র পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণহীন ও যজ্ঞাদি রহিত হইয়াছিল। অনন্তর ময়ূরবর্ম্মা নামে এক রাজা পঞ্চাল হইতে কতকগুলিন ব্রাহ্মণ আনয়ন [illegible] তথায় [illegible]। এই ব্রাহ্ম-

---

[illegible] পর্য্যন্ত। বিশেষতঃ কেরলের উৎপত্তি গ্রন্থ অনুসারে [illegible] বিশেষ স্থান গোকর্ণ পরশুরামক্ষেত্রের উত্তর সীমা, এবং সমুদ্রস্থ কন্যাকুমারী ইহার দক্ষিণ সীমা। কেরল রাজ্য [illegible] ভাগে বিভক্ত হয়, যথা তুলু রাজ্য, কূপ রাজ্য, কেরল রাজ্য, এবং মূষিক রাজ্য। উত্তরে গোকর্ণ হইতে পেরুম্বজ পর্য্যন্ত তুলু রাজ্য। তাহার দক্ষিণে নীলেশ্বর পর্য্যন্ত কূপ রাজ্য। নীলেশ্বর হইতে কন্নেতি পর্য্যন্ত কেরল রাজ্য। তাহার দক্ষিণে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত মূষিক রাজ্য।

গেরা প্রথমতঃ পশ্চিম তটে বনবাসী নগরে বসতি করেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র ত্রিনেত্র কদম্ব, তুলব ও হৈব দেশে, বিশেষতঃ গোকর্ণ তীর্থে তাহাদিগকে সংস্থাপন করেন। সহ্যাদ্রিখণ্ডে বিবরণ করিয়াছেন, ময়ূরবর্ম্মার পরলোকান্তে ব্রাহ্মণেরা সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র চন্দ্রাগদ অহিচ্ছত্র হইতে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আনয়ন করেন।

বস্তুতঃ উত্তর হিন্দুস্থান হইতে ব্রাহ্মণেরা দ্রাবিড়ে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন ইহা সম্ভব। এই ব্রাহ্মণেরা ঐ দেশ ৬৪ জিলাতে বিভাগ করিয়া আপনারা রাজ্য করিতেন। তিন২ বৎসর অন্তরে এক জন রাজা হইতেন, এবং তাঁহার চারিজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী থাকিতেন, কতক দিবস পরে ক্ষত্রিয়েরা এই স্থানের রাজা হইয়াছিলেন। তদনন্তর এই দেশ ভঙ্গ হইয়া দুই রাজ্য হয়, দক্ষিণ [illegible] মালাবার, উত্তরে কানাড়া। কিন্তু কখন্ ইহা হইয়াছিল তাহা বলা [illegible] না। নবম শতাব্দীতে মালাবারের রাজা মুসলমান [illegible] করেন। তাহাতে ঐ রাজ্য ভগ্ন হইয়া [illegible] রাজপাট হয়, ইহার মধ্যে কালিকটও একটি হইয়াছিল।

কানাড়া রাজ্যে স্বতন্ত্র রাজা ছিলেন। এই

খৃষ্টাব্দের দশ শত বৎসরে বল্লাল বংশীয় রাজারা ছিন্ন ভিন্ন করেন। তাহার পর ঐ রাজ্য বিজয় নগরের অধীন হয়।

কোঁকন রাজ্য পূর্ব্বে জঙ্গলময় ছিল। এখনও তাহার সকল জঙ্গল পরিষ্কার হয় নাই। অনুমান হয় মহারাষ্ট্রেরা এই দেশে বাস করিত।

কর্ণাট।

কর্ণাট রাজ্য দ্রাবিড়ের উত্তর পশ্চিম। এই দেশে কর্ণাট ভাষা প্রচলিত। তদ্দেশীয় লোকেরা পূর্ব্বে ঐ রাজ্যের রাজা ছিলেন। পরে ইহা পাণ্ড্য ও চের ও কানাড়ার রাজাদিগের অধীন হইয়াছিল। তৎপরে একাদশ শত খৃষ্টাব্দে (কলি ৪২০০) যদুবংশীয় বল্লাল নামধারী রজপুতেরা ইহার রাজা হইয়া ধুমধামে রাজ্য আরম্ভ করিয়া, কর্ণাট দ্রাবিড় ও তৈলঙ্গের কতক রাজ্যে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করেন। পরে [illegible] খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য ধ্বংস হয়।

তৈলঙ্গ।

তৈলঙ্গ দেশ কর্ণাটের পূর্ব্ব এবং দ্রাবিড়ের পূর্ব্ব উত্তর। এই দেশে তৈলঙ্গ ভাষা প্রচলিত। এই

দেশ ৯ অবধি ১১ শত খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যাদব নামক এক রাজবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন, তাঁহারা নাম-লুব্ধ ছিলেন না।

বিন্ধ্যের পশ্চিম, কর্ণাট ও মহারাষ্ট্রের সীমা কল্যাণ নামে আর এক রাজধানী ছিল। চালুক্য নামা রজপূত জাতীয়েরা তথাকার রাজা ছিলেন। তাঁহারা খৃষ্টাব্দের দশ শত বৎসরের অন্ত অবধি বারো শত বৎসরের অন্ত পর্য্যন্ত ঐ স্থানে রাজ্য করিয়াছিলেন। জয়স্তম্ভে খোদিত লেখার দ্বারা এমন বোধ হয়, ইহারা তাবৎ মহারাষ্ট্র দেশ জয় করিয়াছিলেন। তৎপরে এই রাজ্য দেবগিরির যদুবংশীয় রাজগণের হস্তগত হয়।

কলিঙ্গ।

চালুক্য বংশীয় আর এক পরিবারস্থ রাজারা কলিঙ্গের রাজা ছিলেন। [illegible] রাজ্য [illegible] পূর্ব্ব এবং দ্রাবিড় ও উৎকল রাজ্যের মধ্যে সমুদ্র [illegible]। চালুক্য রাজারা দশম শত খৃষ্টাব্দ অবধি [illegible] বৎসর পর্য্যন্ত ঐ স্থানে রাজ্য করিয়াছিলেন। [illegible] তাহার পর অন্ধ্রবাসী গণপতি রাজারা তাহাদিগকে [illegible] করেন, অবশেষে কটকের রাজারা ঐ বংশকে [illegible] বারে নিপাত করেন।

অরঙ্গল।

অন্ধ্রের রাজাদিগের রাজপাট অরঙ্গলে ছিল। অর-
ঙ্গল হাইদ্রাবাদের ৪০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম। অন্ধ্র
[illegible]লিঙ্গ, [illegible] তেলঙ্গের মধ্যাংশ, এবং ঐ স্থানের নাম
হইতে রাজাদের নাম অন্ধ্র হইয়াছিল। মগধে ঐ
নাম ধারী যে রাজারা ছিলেন, বোধ হয় এই রাজারা
তাঁহাদের গোষ্ঠী। তদ্দেশীয় লোকদিগের বিবরণ-
মতে বোধ হয় বিক্রম ও শালিবাহন তাঁহাদের অতি
প্রাচীন রাজা ছিলেন। তাঁহাদিগের পর ৫১৫ খৃষ্টাব্দ
পর্য্যন্ত চোলের রাজারা রাজ্য করেন। তৎপরে ৯
জন যবন রাজা হন, তাঁহারা ৪৫৮ বৎসর রাজ্য করেন।
তদনন্তর ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে গণপতি রাজাদিগের রাজ্যা-
রম্ভ হয়। কিন্তু একাদশ শত বৎসরে অর্থাৎ ককাতি
রাজার রাজ্যকাল অবধি ইহাদের উন্নতির অবস্থা
গণনা করা যায়। ত্রয়োদশ শত বৎসরে তাঁহাদের
এতাদৃশ [illegible]দ্ধি ও প্রতাপ হইয়াছিল যে ঐ সময়ে
তাঁহারা গোদাবরীর তীর অবধি তাবৎ দক্ষিণ রাজ্য
অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৩৩২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর
মুসলমান রাজা কর্ত্তৃক তাঁহাদের পরাক্রম হ্রাস হইলে
এই রাজ্য উড়িষ্যার অধীন হইয়া যায়। তৎপরে
একবারে মুসলমানদিগের অধীন হয়।

উৎকল দেশ।

উৎকল দেশ তৈলঙ্গের উত্তর এবং পূর্ব্ব সমুদ্রের ধারে। ইহার উত্তর সীমা মোহন অবধি মেদিনীপুর পর্য্যন্ত। এই দেশে উৎকল ভাষা চলিত। ইহার পশ্চিম এবং মহারাষ্ট্রের পূর্ব্বাংশে যে বিস্তারিত ভূখণ্ড আছে তাহাতে গন্ধনামে এক জাতীয়েরা বাস করে, তাহাদিগের ভাষা স্বতন্ত্র।

উৎকল ইতিহাস লেখকেরা কহেন কলিযুগ আরম্ভাবধি বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাবসান পর্য্যন্ত এই রাজ্যে ১৩ জন হিন্দু রাজা ছিলেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত বোধ হয় না, ১৩ জন মনুষ্যে ৩০০০ বৎসর রাজত্ব করা অসম্ভব। রাজা বিক্রমাদিত্যের পর তাঁহার পুত্র রাজা হইয়াছিলেন। তিনি পরলোক গমন করিলে বটকেশরী ত্রিভুবনদেব, নির্ম্মলদেব, এবং ভীমদেব নামে চারি জন রাজা হইয়াছিলেন। তৎপরে শোভনদেব নামে এক জন রাজা হইলে, যবনেরা ঐ রাজ্য আক্রমণ করে। তাহাতে রাজা শ্রীজগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তি শোনপুর গোপল্লীর গহন বনে পাতালে রাখিয়া আপনি পলায়ন করেন। যবনেরা ১৪৬ বৎসর ঐ দেশ শাসন করেন। এই যবনেরা কে, বা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, তাহার নিরূপণ হয় নাই। কিন্তু ৪৭৩ খৃষ্টাব্দে (কলি ৩৫৭৫) যযাতি

কেশরী নামে এক রাজা তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া আপনি রাজা হইয়াছিলেন। এই অবধি উৎকল রাজ্যের বিবরণ প্রকৃত বলিয়া গণ্য করা যায়। এই রাজার রাজ্যকালে শোনপুর গোপল্লীর গহন হইতে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তি পুনরানীত হয়, এবং তাঁহার এক নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়।

রাজা যযাতিকেশরী ৫১৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে সূর্য্যকেশরী ও অনন্তকেশরী নামে তাঁহার দুই পুত্র ক্রমান্বয়ে ৯৭ বৎসর রাজত্ব করেন। রাজা অনন্তকেশরী ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ মন্দির ললাটেন্দুকেশরীর রাজত্বকালে সমাপন হয়। ইহা ভিন্ন ঐ রাজা এক বিস্তৃত রাজধানী স্থাপন করেন। তাহার পর কেশরি-বংশীয় ৩২ জন রাজা ৪৫৫ বৎসর রাজ্য করেন। তদ-নন্তর ১১৩১ খৃষ্টাব্দে (কলি ৪২৩৩) চোরঙ্গ বা চোর-গঙ্গ নামে গঙ্গা বংশীয় এক রাজা উড়িষ্যা রাজ্য জয় করেন। কেহ বলে এই ব্যক্তি কর্ণাট হইতে আসিয়া-ছিলেন। কেহ স্থির করিয়াছেন তিনি তমোলোক ও মেদিনীপুর মধ্যস্থ গঙ্গাতীর হইতে গিয়াছিলেন, এই জন্য গঙ্গাবংশ নামের উৎপত্তি। যাহাহউক এই বংশীয় রাজারা গঙ্গাবধি গোদাবরী পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। এই বংশীয় অনঙ্গ-

ঐ রাজার রাজত্বকালে ১১৯৭ খৃষ্টাব্দে পরমহংস বাজপেয়ী নামা এক ব্যক্তি জগন্নাথ দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সেই মন্দির এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

অনঙ্গভীমের পুত্র রাজেশ্বরদেব। তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিলে পর, ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে নৃসিংহদেব রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন। তাহার পর নৃসিংহ নামধারী আর ৫ জন রাজা, এবং ভানূপাধিক ৬ জন রাজা ১৪৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যাতে রাজ্য করেন। ভানূপাধিক শেষ রাজা সন্তান অনত্বে সূর্য্যবংশীয় রাজকুলোদ্ভব কপিল শুক্র নামক এক বালককে পালন করেন। তিনি কপিলেন্দ্র দেব উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত জয় করেন।

মুকুন্দদেব নামে এই বংশীয় শেষ রাজা ছিলেন। তিনি ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারূঢ় হইলে আফগান জাতীয়েরা উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাতে ঐ রাজা আত্মপরিত্রাণার্থ এক দৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। পরে বঙ্গদেশীয় সেনাপতি কালাপাহাড় যাইয়া উড়িষ্যা দেশ জয় এবং জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তি সমুদ্রে নিক্ষেপ করেন, ইহার বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। মুকুন্দদেবের মৃত্যুর পর উড়িষ্যা দেশ ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে আকবর বাদসাহের সময়ে মুসলমানরাজ্য ভুক্ত হয়। তদনন্তর

মুকুন্দদেবের পুত্র রামচন্দ্র দেব মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক উড়িষার সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়েন। তিনি পুনর্ব্বার নিম্ব কাষ্ঠে জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই রাজার বংশীয়েরা এখন পর্য্যন্ত উড়িষ্যাতে রাজত্ব করিতেছেন।

মহারাষ্ট্র দেশ।

মহারাষ্ট্র দেশ দক্ষিণ রাজ্যের মধ্যে অতি প্রধান, কিন্তু ইহার প্রাচীন বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। কেবল তেগারা নামে এক রাজধানীর কথা ইতিহাসে দেখা যায়। এই তেগারা দ্বিতীয় শত খৃষ্টাব্দে এক বৃহৎ রাজ্যের রা[illegible] ছিল, এবং [illegible] শত বৎসরের যে সকল ক্ষোদিত প্রস্তরাদি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ইহা[illegible]তি বিখ্যাত স্থান বলিয়া লেখে। এবং এক-দেও ইহার নাম অতি প্রসিদ্ধ, কিন্তু এই স্থান কোন্ খানে ছিল, তাহার নিরূপণ হয় না, অনুমান হয় গোদাবরী তীরে পত্তন নামে রাজধানীর পঞ্চাশ ক্রোশ পূর্ব্বে হইবে।

ইহা ভিন্ন ইতিহাসে আরো দেখা যায় শালিবাহন নামক এক রাজা ছিলেন, তিনি এক কুম্ভকারের পুত্র, পরে কালক্রমে অতি পরাক্রমশালী হন, এবং এই দেশ

জয় করিয়া পত্তনে রাজধানী করেন। এবং আপন নামে অব্দ চালান। এই অব্দ শকাব্দ নামে খ্যাত এবং খৃষ্টাব্দের ৬৯ বৎসর অবধি আরম্ভ হইয়াছে। ইতিহাসে আরো লেখে যে তিনি উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যকে পরাজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ কথাতে সংশয় আছে, কেননা রাজা বিক্রমাদিত্য ইহার ১৩৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজ্যারম্ভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক শালিবাহনের পর মহারাষ্ট্র দেশের আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তৎপরে খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শত বৎসরের আরম্ভে যদুবংশীয় রাজারা এই দেশের রাজ্যেশ্বর হইয়া দেবগিরিতে রাজধানী করেন। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে যখন মুসলমানেরা এই রাজ্য আক্রমণ করেন তখন ঐ বংশীয় রাজা [illegible] ছিলেন। তিনি তৎকালে (১৩০৬ খৃষ্টাব্দে) দিল্লীশ্বরের করদ হইয়া ছিলেন, পরে ১৩১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য একেবারে উৎসন্ন হয়।

ইহার পূর্ব্বে এই মহারাষ্ট্রীয়দিগের নাম তাদৃক ছিল না, কিন্তু পরে তাহারা অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। তৎকালে তাহারা বর্গী নামে বিখ্যাত হইয়াছিল, এবং তাহারা তাবৎ পৃথিবী জয় করিবে এমন আড়ম্বর করিয়াছিল। এবং তাহাদের দৌরাত্ম্যে তাবৎ ভারতবর্ষ কম্পান্বিত হইয়াছিল।

এই মহারাষ্ট্রদিগের বিদ্যা বা সভ্যতার কথা কিছু শুনা যায় না। কিন্তু এই দেশের পর্ব্বত খনিত হইয়া যে গুহা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা অতি চমৎকার। ইহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লেখা যাইতেছে। বোম্বাই রাজধানীর পূর্ব্বাংশে দৌলতাবাদ নগরের সন্নিকটে ইলোরা নামে এক স্থান আছে। ইহার অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে এক পর্ব্বত আছে, তাহাকে ইলোরা পর্ব্বত বলা যায়। এই পর্ব্বত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং তন্মধ্যে নানা প্রকার মন্দির ও মূর্ত্তি খনিত হইয়াছে। এক মন্দিরের নাম ইন্দ্রসভা, ইহা তিন খণ্ডে বিভক্ত, প্রত্যেক খণ্ড ৪০ হস্ত দীর্ঘ এবং ৩২ হস্ত প্রস্থ, এবং প্রত্যেক খণ্ডের মধ্যে ষোড়শ স্তম্ভ ও দ্বাদশ চূড আছে। এই সকল স্তম্ভ অতি মনোহর, এবং প্রাচীর সকল বুদ্ধ দেবের ক্ষোদিত মূর্ত্তিতে সুশোভিত। তদ্ভিন্ন এই গৃহে বুদ্ধ দেবের এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে, তাহার বাম পার্শ্বে এক স্ত্রীর মূর্ত্তি, তাহা ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী নামে বিখ্যাতা। দ্বিতীয় গৃহে আর এক মূর্ত্তি আছে, তাহা পরশুরামের মূর্ত্তি বলিয়া খ্যাত। ইহার উভয় পার্শ্বে ব্যাঘ্রোপরি উপবিষ্টা ভবানীর মূর্ত্তি আছে। তৃতীয় গৃহেও তদ্রূপ বুদ্ধ দেবের মূর্ত্তি আছে। এবং ইহার সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় এক পুরুষের মূর্ত্তি ও ব্যাঘ্রারূঢ়া এক স্ত্রীর মূর্ত্তি আছে, এই

মূর্ত্তিদ্বয় ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীরূপে খ্যাত, এবং তজ্জন্যই এই গুহত্রয়ের নাম ইন্দ্রসভা হইয়াছে। পূর্ব্বে ঐ গুহা সকল দুইতলা ছিল, কিন্তু অধুনা প্রথম তলস্থ গৃহ মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। গুহার চতুর্দ্দিকস্থ স্থান অতি পরিসর, এবং ইহার প্রাচীরে নানাবিধ অবয়ব ক্ষোদিত আছে। শেষোক্ত গৃহের সম্মুখে এক সুচারু জয়স্তম্ভ আছে।

ইহা ভিন্ন দুমাব, লয়নার ও রামেশ্বর নামে আর কয়েক গুহা আছে। এবং লঙ্কা, রাবণকুণ্ড, দশাবতার নামে যে কএক গুহা আছে তৎসমুদয়ই অতি সুন্দর ও পর্ব্বত-ক্ষোদিত, এবং দেবমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু কৈলাস নামে যে আর এক অদ্ভুত দেবালয় আছে, ইলোরা গিরিস্থ যাবতীয় দেবালয়ের মধ্যে তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা এক পর্ব্বতক্ষোদিত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত। ঐ প্রাঙ্গণ ৩৬৭ হস্ত দীর্ঘ, ইহার সম্মুখে এক নহবৎখানা ও মন্দির আছে। অপর তিন দিক অতি সুরম্য স্তম্ভ দ্বারা সুশোভিত এবং তন্মধ্যে নানা দেবতার মূর্ত্তি। কোন স্থানে রাবণ মহাদেবের পূজা করিতেছেন, কোন স্থানে পার্ব্বতী শিবপূজা করিতেছেন। কোথায় শিব পার্ব্বতী একাসনে উপবিষ্ট, নাগনন্দী সম্মুখে উপস্থিত, কোন স্থানে ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের মূর্ত্তি, কোথায় বরাহাবতারের প্রতিমূর্ত্তি, কোন

স্থানে নৃসিংহ অবতার, কোন স্থানে কৃষ্ণ কালিয় দমন করিতেছেন, এই প্রকার অসংখ্য মূর্ত্তি আছে। নন্দিগৃহের উত্তর পার্শ্বে দুই সোপান আছে, তদ্দ্বারা [illegible] উপস্থিত হওয়া যায়। তৎপশ্চাতে কৈলাসের প্রাসাদ, এই প্রাসাদ শত হস্ত উচ্চ এবং অতি অপূর্ব্ব। তাহার চতুষ্কোণে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কিন্তু তত্তুল্য সুচারু অপর চারি মন্দির আছে। এই মন্দির সকল হস্তী ও ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে স্থাপিত।

এতদ্ভিন্ন আর যে সকল গুহা আছে তৎসমুদয় বৌদ্ধ-মঠ। তন্মধ্যে প্রথম গুহা তিন তলা। প্রথম তলার নাম পাতাল। দ্বিতীয় তলার নাম মর্ত্ত্যলোক। এবং তৃতীয় তলার নাম স্বর্গ। ইহাও অতি বিস্তৃত ও অতি মনোহর, এবং ইহার মধ্যে বৌদ্ধ দেবের নানা প্রকার মূর্ত্তি আছে। এই সকল দেবালয় পর্ব্বত ক্ষোদিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে, ইহার কোন অংশ গ্রথিত নহে। প্রাচীর, স্তম্ভ, ছাদ মেজিয়া, সকলই একখণ্ড প্রস্তর। এই সকল দেবালয়ে যে সকল শিল্প-কর্ম্ম আছে, তাহা অতি চমৎকার, এবং তদ্দ্বারা এই দেশের প্রাচীন লোকদিগের শিল্পনৈপুণ্য বিশিষ্ট রূপ প্রকাশ হইতেছে। এই সকল গুহা খনন করিতে কিপর্যন্ত অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহা অনুভব করা নিতান্ত অসাধ্য। কোন্ সময়ে এই সকল খনিত

হইয়াছিল তাহা কেহ বলিতে পারেন না। ইলোরা নগরের মনুষ্যেরা কহে ইলিচপুর নগরে ইলু নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হইয়া কীটে সমাকীর্ণ হইলে, তিনি শৃঙ্গস্থ দেবালয়ে পবিত্র তীর্থে অবগাহন করেন। পরে রোগ বিমোচন হইলে তিনি আপন কৃতজ্ঞতা চিরপালনীয় করণার্থে ইলোরা পর্ব্বত খনন করাইয়া এই সকল অট্টালিকা প্রস্তুত করান, এবং তাহাতে বিবিধ দেবতা প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই কথার সত্য মিথ্যা কিছুই বলা যাইতে পারে না। কিন্তু এই সকল দেবালয়ে জৈন, বুদ্ধ, ও হিন্দু এই তিন ধর্ম্মাবলম্বী দিগের দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে এই সকল দেবালয় এককালে নির্ম্মিত হয় নাই, ক্রমে ২ বহুকালে প্রস্তুত হইয়াছে, যখন যে ধর্ম্মাবলম্বী রাজা ছিলেন, তখন তিনি সেই ধর্ম্মের দেবমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাতে ত্রিবিধ দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। যাহাহউক এই সকল কীর্ত্তি অতি বিস্ময়জনক, এবং যাঁহাদের দ্বারা ইহা প্রস্তুত হইয়াছে তাঁহাদের অতুল সম্পত্তি অনুভব করিতে হইলে তাহা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে থাকে।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।